আমাদের প্রকাশিত অনান্য পুস্তক সমূহ

১)খাতিমুল মুহাক্কীকিন
২)হজরত আমিরে মুয়াবিয়া সাহাবী ছিলেন
৩)জানে ঈমান
৪)তামহীদে ঈমান
৫)ঈদে মিলাদুন্নাবী
৬)সিহাহে সিত্তা ও আকায়েদে আহলে সুন্নাত(১ম খণ্ড)
৭)সাওতুল হক্ব
৮)তাবলীগি জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৯)ইসলামী বুনিয়াদ পরিচিতি
১০)সাহাবায়ে কেরাম ও আকায়িদে আহলে সুন্নাত
১১)তাযীমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
১২)বিশ রাকায়াত তারাবিহ্ ও দুই হাতে মুসাফাহ্
১৩)ইসালে সাওয়াবের অকাট্য প্রমান
১৪)নিদান কালের আশির্বাদ
১৫)দোয়া কিভাবে কবুল হয়?
১৬)সুন্নী তোহফা বা নামাজে মুস্তফা
১৭)নূরী নামায শিক্ষা
১৮)বিদয়াতের বিরুদ্ধে ১০০টি ফাতাওয়া
১৯)ইহুদি খ্রিষ্টানদের দালাল এযুগের দাজ্জাল ডাঃ জাকির নায়েক
২০)দরুদ শরীফের ফযিলত

পুস্তক পাইবার ঠিকানা

১)মুসলিম বুক ডিপো,কালিয়াচক,মালদা।
২)কালিমীয়া বুকডিপো,কালিয়াচক,মালদা।
৩)আশরাফী বুকডিপো,বুনিয়াদ পুর,দঃ দিনাজপুর।
৪)সুন্নী মিশন কুশমুণ্ডি,দঃ দিনাজপুর।
৫)মাওলানা নুরুদ্দীন রেজবী,দঃ দিনাজপুর।
৬) G.K প্রকাশনী গাওসিয়া লাইব্রেরি,কলকাতা।
৭)চিস্তীয়া লাইব্রেরী,নাজুনলাই পুর,লাল গোলা,মুর্শিদাবাদ।
৮)ইউসুফ বুক হাউস,বাঁধাল জিয়াগঞ্জ,মুর্শিদাবাদ।
৯)মুফতী বুক হাউস,রঘুনাথ গঞ্জ,মুর্শিদাবাদ।
১০)ফিকরে রেজা একাডেমী,কালসিট মাদ্রাসা বর্ধমান।
১১)রেজবী কুতুবখানা,পুটিখালি শরীফ,মহেশতলা,কলকাতা-১৩৯।
১২)রেজবী বুক ডিপো,ভগবান গোলা,মুর্শিদাবাদ।
১৩)খানকায়ে বারেতীয়া,শাহপুর দরবার শরীফ,পূর্ব মেদনীপুর।
১৪)নাজিমুদ্দীন সেখ রেজবী,বালাকোলা মেটিয়াবুরুজ।
১৫) কাদেরী,বেলাকুরা,মন পাইকারি।
১৬)আমিন বুকডিপো বড় মসজিদ,পুরুলিয়া।
১৭)মুবারির আহমদ লস্কর,বানসার বাগী,চাহার,আসাম।
১৮)মাওলানা সাবির রেজবী,বিয়ানপুর সাহাপাড়িয়া,দঃ ২৪ পরগণা।
১৯)মাওলানা জুলফিকার সাহেব,সাঁকরাইল,হাওড়া
২০)সাকির রেজবী,মুম্বাই।
২১)এশিয়ান রেজবী,মুকতানিয়া স্টোর্স, S.T রোড,কলর পুর।
২২)সাইয়েদ আবু শামা আহমেদ,করিম গঞ্জ,আসাম।
২৩)মো: কাওসার আহমদ লস্কর,হাইলা কান্দী টাউন,আসাম
২৪)মিজানুর আহমদ লস্কর,শিলচর,আসাম।
২৫. নূরী বুক ডিপো - পাড়িঘাট, মুর্শিদাবাদ ২৬. সাক্বাফী বুক ডিপো - মুরারই, বীরভূম
২৭. আপডেট নেট ও বুক - বেজুগ্রাম,বর্ধমান২৮. ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমী- বহরমপুর,বর্ধমান
২৯. রেজবী বুক ডিপো - ভগবানগোলা স্টেশন, মুর্শিদাবাদ ৩০. হাজী বুক হাউস - পাড়ীঘাট,মুর্শিদাবাদ
৩১. মাদ্রাসা গাওসিয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশতীয়া-বর্ধমান৩২. গাওসিয়া লাইব্রেরী - কলকাতা

CONTACT NUMBER

9962048746,9732030031
9832925240,9775195662

Rs. 121/-

সহীহ বুখারীর সহীহ অনুবাদ

ওহী,ঈমান ও ইলম অধ্যায়

অনুবাদ
মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

প্রকাশনা
খাকপায়ে রেজা কমিটি
পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

بسم الله الرحمن الرحيم

সহীহ্ বুখারীর সহীহ্ অনুবাদ

(ওহী,ঈমান ও ইলম অধ্যায়)

অনুবাদ
মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

পুস্তকের নাম ঃ - সহীহ্ বুখারী সহীহ্ অনুবাদ
অনুবাদক ঃ- মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী
অক্ষর বিন্যাস ঃ- ফিক্‌রে রেজা কম্পোজিং,বর্ধমান
প্রকাশনা ঃ-মুসলিম বুক ডিপো,কালিয়াচক,মালদা
প্রকাশ কাল ঃ- জামাদিল আওয়াল,১৪৪২ ; জানুয়ারী ২০২১

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

ওই সকল ওলামায়ে কেরাম যাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আমাকে বুখারী শরীফ অনুবাদ লেখনীতে স্পৃহা জন্মিয়েছে,তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।।

উৎসর্গ

আমি আমার এই ক্ষুদ্র অনুবাদটি আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস হযরাত আবু আব্দুল্লাহ বিন ইসমাইল বুখারী রাদিয়াল্লাহুর দরবার সহ সকল মুহাদ্দিসে কেরামদের নামে উৎসর্গ করছি।

সূচীপত্র

১. ভূমিকা 06
২. ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী ঃ 13
৩. ওয়াহীর সূচনা 27
৪. ঈমান (বিশ্বাস) 42
৫. ইলম (জ্ঞান) 86

বিশেষ আবেদন

এর মধ্যে নমূনা স্বরূপ শুধুমাত্র তিনটি অধ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে । এতবৃহৎ কাজ করতে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। পাঠকবৃন্দের নজরে যদি কোনরূপ ভুল ধরা পড়ে, তাহলে অনুবাদক বা প্রকাশককে জ্ঞাত করানোর আবেদন করি।

বিনীত

অনুবাদক

জানুয়ারী ২০২১

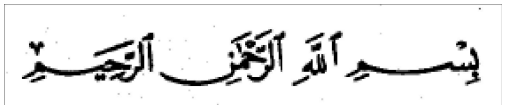

ভূমিকা

বুখারীর অন্যান্য অনুবাদ থাকতেও পূণরায় অনুবাদ লেখনীর কারণঃ

বাংলা ভাষাভাষি মুসলমানরা বহুদিন হতেই বিভিন্ন দিকদিয়ে প্ররোচনার স্বীকার হয়ে আসছে। ধর্মীয়ক্ষেত্রেও তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদের দ্বারা প্ররোচিত। সচরাচর যে সকল পুস্তক বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে বিশেষ করে অনুবাদকৃত পুস্তকগুলি ,তা. অধিকাংশই ওহাবী সম্প্রদায়ের। দুঃখের বিষয় আজও পর্যন্ত বুখারী শরীফ সহ সিহায়ে সিত্তার নির্ভূল বাংলা অনুবাদ . হয়নি। যে কয়েকটি অনুবাদ প্রচলিত রয়েছে সেগুলি একদিকে যেমন ভুলে ভরা , অপরদিকে সেগুলিতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সহ সাহাবাদের শানে বেআদবী মূলক বার্তা বিদ্যমান । আশ্চর্যের বিষয় যখন কেও বুখারী কিংবা কোন হাদিস শরীফের অনুবাদকৃত পুস্তক ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন বুকষ্টলে যায়,তখন তার হাতে ওই সকল ভুলেভরা ও বেআদবী মূলক তরজমাকৃত পুস্তক তুলে দেওয়া হয়।

পাঠকবৃন্দের বোধগম্যের সুবিধার্থে বুখারী শরীফের কয়েকটি. তরজমার নমূনা এবং সাথে আমারকৃত তরজমার নমূনা দেওয়া হলঃ-

নমূনা - ১

বাংলায় যত বুখারী শরীফের অনুবাদ করা হয়েছে, প্রায় সবগুলিতেই হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ভুল এবং ত্রুটি র নিসাবাত করা হয়েছে এবং যা হল ঈমান নাশক। পাঠক বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তার কয়েকটি নিদর্শন উপস্থাপন করা হলঃ -

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কতৃক অনুবাদ ঃ-

'আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল ত্রুটি মা'ফ করে দিয়েছেন।'

(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ২১-২২ পৃঃ,হাদিস নং ১৯)

২. মুহাম্মদ উসমান গনীর 'নাসরুল বারী' কতৃক অনুবাদ ঃ-

'আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল ত্রুটি মা'ফ করে দিয়েছেন।'

(নাসরুল বারী (বাংলা-১ম খন্ড) ৩১২ পৃঃ ,হাদিস নং ১৯)

৩. মাওলানা আজিজুল হক সাহেব কতৃক অনুবাদ ঃ-

"আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ-পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ-ই আপনার জন্য মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" (বোখারী শরীফ ৪৮ পৃঃ,হাদিস নং ১৯)

৪. তাওহীদ পাবলিকেশন্স কতৃক অনুবাদ ঃ-

" আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন" (সহীহুল বুখারী প্রথম খন্ড ১৯ পৃঃ,হাদিস নং ২০)

লক্ষ্য করুন, এরপর দেখুন আমি আমার "সহীহ বুখারীর সহীহ অনুবাদ" এর মধ্যে

" আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আগের ও পরের যা আপাত দৃষ্টিতে খেলাফ আওলা (শ্রেষ্টতর নয় এমন), সে সব কর্মসমূহ হতেও হেফাজতে রেখেছেন।" (৫২ পৃঃ হাদিস নং ২০)

নমূনা- ২

«مَا أَنَا بِقَارِىء»

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পবিত্র উক্তির সঠিক অনুবাদ বাংলায় যতগুলি বুখারীর অনুবাদ রয়েছে, প্রায় সবেতেই ভুল করা হয়েছে। আবার এমনই ভুল যে,যা ইমানকেও শেষ করে দিতে পারে। প্রথমে সেই সব ভুল, ইমান নাশক তরজমা পাঠকের সামনে তুলে ধরবো এবং শেষে আমারকৃত সঠিক তরজমা দেখাবো-(ইনশা-আল্লাহ)

১.তাওহীদ পাবলিকেশন কতৃক«مَا أَنَا بِقَارِىء» -এর অনুবাদ ঃ-

"আমি তো পড়তে জানি না।"

২.মাওলানা আজিজুল হক-মুহাদ্দেসে জামিয়া লালবাগ,ঢাকা কতৃক «مَا أَنَا بِقَارِىء» অনুবাদ ঃ

" আমি ত পড়া শিখি নাই"

এরপর দেখুন আমি,হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী অনুবাদ করেছি ঃ- «مَا أَنَا بِقَارِىء»

"আমি পড়ি না।"

পাঠকবৃন্দ,একটু মনদিয়ে ভাবুন তো ! 'পড়তে জানি না' দ্বারা হুযুরের শানে কি বেআদবী হয় না ? আর শরীয়তে হুকুম হুযুরের শানে বেআদবরা হল নরাধম।

আমার অনুবাদ- 'আমি পড়ি না' এর ব্যাখ্যা হল - হুযুর পড়েন না বরং , সারা বিশ্বকে পড়ান। তিনি পড়ার জন্য আসেন নি বরং , সারা কায়নাত কে পড়ানোর জন্য এসেছেন। হাদিস শরীফের ইরশাদ হয়েছে - ((وإنما بعثت معلما))

(ইবনে মাজা হাদিস নং ২৩১,আত তাবরানী হাদিস নং ১৩৬০০,আদ দারমী হাদিস নং ৩৬৯,১৩৭০ ও আত তায়ালাসি হাদিস নং ২৩৫৩)

অর্থাৎ, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,আমি শুধু মুআল্লিম (শিক্ষক) হয়ে এসেছি।

তাহলে ভাবুন , কিভাবে উল্ল্যেখিত ভুল অনুবাদের দ্বারা মুসলমানদের স্লো পয়েজেন করা হয়েছে। বাঁচুন, ইমান মজবুত করতে সঠিক অনুবাদ পড়ুন।

নমুনা ঃ -৩

এরপর আপনাদের সম্মুখে দেখাবো অনেক বাংলা অনুবাদে সম্মাণিত সাহাবীদের নামের পূর্বে হযরাত ব্যবহার করাকেও অনেকে প্রয়োজন মনে করেনি । অথচ, সাহাবীদের সম্মান করার কথা হাদিস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে।

১.তাওহীদ পাবলিকেশন কতৃক অনুবাদকৃত ঃ

٦. حدثنا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

৬. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল রমাযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরীল (আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমাযানের প্রতি রাতেই জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (ﷺ) রহমতের বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন। (১৯০২, ৩২২০, ৩৫৫৪, ৪৯৯৭; মুসলিম ৪৩/১২ হাঃ ৩২০৮, আহমাদ ৩৬১৬, ৩৪২৫) (আ.প্র. ৫, ই.ফা. ৫)

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৫ আবদান (র).....ও বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।

এই দুটি হল ঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কতৃক অনুবাদ, যা ইন্টারনেট,অ্যাপস প্রভৃতিতে সর্বাধিক প্রচারিত । আশ্চর্য্যের বিষয় এগুলির মধ্যে যে ভুলগুলি সহজেই বুঝতে পারা যায় সেগুলি হল ঃ-

১.সাহাবীয়ে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দের নামের পূর্বে হযরাত ব্যবহার করা হয়নি।

২. ফেরেশতাদের সর্দার হযরাত জিবরাইল আলাইহিস সালামের নামের পূর্বে হযরাত ব্যবহার করা হয়নি।

৩. হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শানে 'তাঁর' বলে সম্বোধন হয়েছে কিন্তু পরে দরুদ ব্যবহার করা হয়নি।

আমি নিজেকে সাহাবী রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দের দরবারে দাসত্বের পরিচয় দিয়ে তরজমা করার চেষ্টা করেছি নিম্নরূপে ঃ

"হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মানবজাতির মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দানশীলতা সর্বাধিক হত রমযান শরীফে, যখন হযরাত জীবরাইল আলাইহিস সালাম নাবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) র সহিত সাক্ষাত করতেন। রমযান মাসের প্রতি রাত্রেই হযরাত জীবরাইল আলাইহিস সালাম নাবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) র সহিত সাক্ষাত করতেন এবং একে অপরকে কোরআন শরীফ তেলায়াত করে শোনাতেন। এই পক্রিয়া রমযান শরীফের শেষাবধি জারি থাকত। যখন হযরাত জীবরাইল আলাইহিস সালাম রাসুলুল্লাহর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহিত সাক্ষাত করতেন,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন।"

তাহলে স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় ,বহুল প্রচারিত বুখারীশরীফের অনুবাদ সমূহের প্রায় সবগুলির মধ্যেই হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে বেআদবীর প্রদর্শন করা হয়েছে ।

নমুনা ঃ -৪

বাংলায় প্রচলিত বুখারীর অনুবাদ সমূহে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে আরও একটি বেআদবীর প্রদর্শন লক্ষ্য করুন ঃ

১. মাওলানা আজিজুল হক্ব সাহেব কতৃক অনুবাদকৃত ঃ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হারেছ ইবনে হেশাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি বলিলেন, কোন সময় এমন হয় যে, একটি (চিত্তাকর্ষক) টুণ্ টুণ্ শব্দ আমি শুনিতে পাই। (সেই আওয়াজ আমাকে এই জগতের অনুভূতি হইতে উদাসীন করিয়া অন্তর্জগতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া নেয়। তখন আল্লার বাণী আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত

উক্ত তরজমাতে হুযুর আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ শরীফ সংক্ষেপে ব্যবহার করা হয়েছে ,যা শরীয়াত বিরোধী।

এছাড়াও, সাহাবীদের নামের পূর্বে যেমন 'হযরাত'ব্যবহার করা হয়নি অনূরূপ সাহাবীদের নামের শেষে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' র স্থলে শুধুমাত্র '(রঃ)' ব্যবহার করা হয়েছে ,যা শরীয়তের খেলাফ।

অনূরূপ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কতৃক অনুবাদকৃত তরজমাতেও উক্ত ভুল নজরে এসেছে ঃ

৫ আবদান (র).....ও বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।

এক্ষেত্রে আমারকৃত অনুবাদ লক্ষ্য করুনঃ

"১০. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সে-ই মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে।"

বলা বাহুল্য , এরূপ অসংখ্য ভুল অনুবাদকৃত বুখারীর মধ্যে পাওয়া যায়। অতএব,এ সকল তরজমা হতে দূরে থাকা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জরুরী। এ সকল দিকে খেয়াল রেখে মুসলমান ভাই বোনেদের হাতে সঠিক অনূবাদ তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অধমের এ প্রয়াস।

সর্বোপরি, সকল দিকদিয়ে বুখারী শরীফের হাদিস শরীফের সঠিকভাবে তরজমা করার চেষ্টা করছি। তরজমার কাজ এখনও শেষ হয়নি,কারণ এটি এক বৃহৎ সমুদ্রের ন্যায়। হায়াত মাওতের মালিক রব্বুল আলামিন, পূর্ণকাজ সম্পূর্ণ করতে পারব কীনা তা আল্লাহ পাকই অধিক জানেন। যেকারনে নমূনা স্বরূপ কয়েকটি অধ্যায় দ্রুত প্রকাশ করলাম।

এই অনুবাদের জন্য যে যে পুস্তকের সহযোগীতা নিয়েছি তার কয়েকটি হল- উমদাতুল কারী,ফতহুল বারী,নুযহাতুল কারী,নেমাতুল বারী প্রভৃতি।

এ বিশাল কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে ভূলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক । পাঠকবৃন্দের চোখে কোনরূপ ভুল ধরা পড়লে জ্ঞাত করানোর আবেদন রইল।

মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া চাই , তিনি যেন স্বীয় হাবীবের ওসিলায় বুখারী অনুবাদ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান করেন এবং গুনাহ হতে হেফাজত রাখেন। আমীন।

বিনীত

=নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী=

১ লা জামাদিস সানি ১৪৪২

بسم الله الرحمن الرحيم

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিবনী ঃ

পবিত্র নাম ঃ মুহাম্মাদ

উপনাম ঃ আবু আব্দুল্লাহ

উপাধি ঃ ইমামুল মুহাদ্দিসীন,সাইয়্যেদুল ফুকাহা,আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস।

বংশ শৈলি ঃ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগিরা ইবনে বারদিযবা আল জুফী আল বুখারী।

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রপিতা মুগিরা ,যিনি হাকিমে বুখারা ইয়ামান জা'ফীর হাতে ইসলাম কবুল করেছিলেন। আর যদি কারও হাতে ইসলাম গ্রহণ করা হয় ,তাহলে তার সাথেই এক সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া হয়, সেহেতু ইমামের প্রপিতার নামে সহিত জু'ফী যুক্ত হয়।

জন্ম ঃ ১৯৪ হিজরীর ১৩ ই শাওয়াল,জুমার নামাযের পর বুখারা শহরে।

ওফাত ঃ ২৫৬ হিজরী।

পিতৃপরিচয় ঃ ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিত পিতা হযরাত ইসমাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসীনের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। বহু মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁর উপনাম ছিল আবুল হাসান। তিনি ইমাম মালিক,হাম্মাদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও আরও খ্যাতিনামা হাদিস বিষারদদের ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় বড় মুত্তাকী মনীষী। ইমাম বুখারীর শৈশব কালেই তাঁর পিতার ইনতেকাল হয়। পিতার ইনতেকালের সময় একজন শিষ্য আহমদ ইবনে হাফসের বিবরণ - 'আমি তাঁর ওফাতের সময় উপস্থিত ছিলাম। তখন ইসমাঈল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন - আমি আমার অর্জিত সম্পদের একটি দিরহামও সন্দেহমূলক পাইনা।'ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিপালন হয়েছিল এই সম্পদ দ্বারা। মাতা পিতার তাকওয়া ও ইখলাসের আসর অবশ্যই সন্তানের উপর পতিত হয়।

শৈশব কালীন অবস্থাঃ

শিশু অবস্থায় তাঁর উপর থেকে পিতৃছায়া উঠে যায়। তাঁর শিক্ষা ও তারবিয়াতের দায়িত্ব সম্মাণিতা মাতার উপর পতিত হয়। ইমাম বুখারীর আম্মীজানও ছিলেন ইবাদতগুজার ও পরহেজগারিনী। কারণবশতঃ শৈশবকালে ইমাম বুখারী দুই চোখে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলতঃ আম্মীজান খুবই কষ্টপান। মহান রব্বুল আলামীনের দরবারেখুবই একগ্রতার সহিত সন্তানের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকেন। একদা রাত্রিতে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর খলীল হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দীদার হয়। খলীলুল্লাহ আলাহিস সালাম ইরশাদ করলেন, তোমার দু'আ কবুল হয়েছে । তোমার কলিজার টুকরাকে পুনরায় চোখের দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে। সকাল বেলায় জাগ্রত হয়ে দেখলেন বাস্তবিকই সন্তানের দৃষ্টি ফিরে এসেছে। (বুসতানুল মুহাদ্দিসীন ১৭২ পৃঃ)

ইলম অর্জন ঃ

বুখারাতে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পর শৈশব হতেই হাদিস শরীফের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। ১০ বছর বয়সে ইমাম দাখিলী শিক্ষা মাজলিসে হাজির হতে থাকেন। খোদা প্রাপ্ত হিফ্জ ও দক্ষতায় হাদিস শরীফের ইসনাদ ও হাদিস শরীফের মাতান সমূহ মুখস্ত করেন। ওই সময়ের একটি উল্ল্যেখযোগ্য ঘটনা হল-একদা ইমাম দাখিলী হাদিসের দারসে ফরমান যে, -'সুফীয়ান স্বীয় পিতা হতে এবং তিনি ইব্রাহিম হতে।' ইমাম বুখারী বললেন, 'হযরাত আবু যুবাইর তো ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করতেন না।' ইমাম দাখিলী খুবই হয়রানের সহিত লক্ষ্য করলেন- একদমই সঠিক বলেছেন ইমাম বুখারী। মুখস্ত করার পান্ডিত্য এমনই ছিল যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের সকল পুস্তক এবং ওয়াকিয়ীর সকল পুস্তক মুখস্ত করে নেন। ২১০হিজরীতে স্বীয় মাতা ও বড় ভ্রাতার সহিত হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হন। হজ্জ সম্পূর্ণ করার পর তাঁরা মাতা ও ভ্রাতা ফিরে এলেও ইমাম বুখারী হেজাজ প্রদেশে মুক্বীম

হয়ে যায়। সেখানে শাইখ গণের নিকট হতে হাদিস শরীফের জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। তাঁর হাদিস শরীফের অন্বেষনের আগ্রহ তাঁকে শুধুমাত্র বুখারা ও হেজাজের বেষ্টনিতে আবদ্ব করে রাখতে পারেনি বরং, এজন্য বহু কষ্ট স্বীকার করে বিভিন্ন প্রদেশে সফর করতে থাকেন। তিনি নিজেই ঘোষণা করেন-'আমি শাম,মিসর ও জাজিরা দুইবার করে গিয়েছি;বসরার সফর করেছি চারবার; হেজাজ মুব্বদ্দাস ছয় বছর মুক্বীম থেকেছি ; আর অসংখ্যবার কুফা ও বাগদাদ শরীফ গিয়েছি । মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্য লাভ করে ফায়েয অর্জন করেছি।(আল হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসীন ৩৫৪ পৃঃ; ফতহুলবারী)

একহাজার শাইখের নিকট হতে হাদিস শ্রবণঃ

ইমাম বুখারী বহু অঞ্চল ভ্রমন করে সে সকল স্থানের প্রায় এক হাজার শায়েখ হতে পবিত্র হাদিস শ্রবণ করেন। ইমাম বুখারী নিজেই ইরশাদ করেন, 'আমি এক হাজার শায়েখ হতে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছি। আমার নিকট এমন কোন সনদ নেই,যা আমার স্মরণে নেই।

উক্ত বায়ান দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইমাম বুখারীর শায়েখের সংখ্যা ছিল এক হাজার জন। যদিও বিভিন্ন পুস্তকে তাঁর বিশেষ বিশেষ কিছু মাশায়েখের কথা উল্ল্যেখ পাওয়া যায়। যাঁরা হলেন-আব্দুল্লাহ বিন মুসা,মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আসমাদী,আবু আসিম নাবিল,আফফান,মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম,আবু মুগিরী,আবু মুসহার,আহমদ বিন খালিদ ওহনী। (তাহযীব ৭/৪১ পৃঃ)
বিন সালাম সামাদি,বিন ইউসুফ,বিন ইব্রাহীম,মাফয়ী,আবু মুগিরী ফরয়াবী, আদাম,আবুল আয়মান,আবু মুসহার (তাযকিরা ২/১২২)

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আ'নহু র বিদ্যজনের নিকট গ্রহণীয়তা ঃ

ইমাম বুখারীর বুজুর্গী ও হাদিস শরীফের পান্ডিত্য সম্পর্কে মহান বিদ্যজনেরাও বিভিন্ন প্রশংসার গীত গেয়েছেন।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ঃ খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শারহে বুখারী আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী মন্তব্য করেন, ইমাম বুখারী এমনই প্রশংসিত যে,কাগজ কলম শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ইমাম বুখারীর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না।(মুকাদ্দামা ফতহুল বারী ৪৮৫ পৃঃ)

মাহমুদ বিন নজর শাফেয়ী ঃ তিনি মন্তব্য করেন, 'আমি বসরা ,শাম , হেজাজ ও কুফা শহরে সফর করেছি এবং সেই সকল স্থানের ওলামাদের দেখেছি প্রত্যেকেই মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল এর চর্চা করেছিলেন,এবং নিজেদের হতে তাঁকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছিলেন।' (তাহযীব ৯/৪৪)

আহমাদ বিন হাম্দুন কাসার ঃ

তিনি বর্ণনা করেন, আমি মুসলিম বিন হাজ্জাজকে দেখেছি,তিনি ইমাম বুখারীর নিকট যখন আসতেন তখন তিনি তাঁর পেশানিতে চুম্বন দেন এবং বলেন, 'হে ওস্তাদদের ওস্তাদ,সাইয়্যেদুল মুহাদ্দিসিন,তাবিবুল হাদিস; আপনি আমাকে ইযাযত দেন যে, আমি আপনার কদমকে চুম্বন করি। আপনার সহিত বিতাড়িত ব্যতীত কেও শত্রুতা করবে না এবং আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আপনার তুলনা দুনিয়াতেই নেই।' (আল হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসুল ৩৫৪)

ইবনে খুযাইমা ঃ

আমি আসমানের নিচে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল হতে অধিক হাদিস শাস্ত্রে পন্ডিত ও হাফিজে হাদিস আর কাওকেও দেখিনি। (তাহযিব৯/৪৫ পৃঃ)

কুতাইবা ইবেন সাইদ

আমার নিকট পূর্ব পশ্চিমের অসংখ্য লোক ইলমে হাদিস অর্জনের উদ্দেশ্যে আসে, কিন্তু তাদের মধ্যে ইমাম বুখারীর ন্যায় কেও ছিল না।

রাজা বিন হাইওয়া ঃ

ইমাম বুখারী আল্লাহ তা'য়ালার (প্রেরিত) নিশানির মধ্যে একটি ছিলেন।

বানদার ঃ তিনি বলেন,'আমার নিকট ইমাম বুখারীর ন্যায় কোন ব্যাক্তি আসেনি। (তাহযিব ৯/৪৩)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ঃ

খোরাসানের যমিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারীর ন্যায় কোন আলিম পয়দা করেনি। (তাহযীব ৯/৪৪)

আবু হাতিম রাযী ঃ

তিনি বলেন,যে সকল ব্যাক্তিরা ইরাকে এসেছিলেন , তাদেঁর মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন ইমাম বুখারী। (তাহযীব ৯/৪৪)

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র দরবারে মাকবুলিয়াত ঃ

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মুহাব্বাত ইমানের প্রাণ। ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি যে ভালবাসা ছিল তা ইমামের এই কর্ম দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিনি গোটা জীবন রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুন্নাতের অনুসরণে এবং হাদিসে নবুবীর অনুসন্ধান ও তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ এবং তা প্রচার প্রসারে ব্যয় করেছেন।

আসমায়ে রেজাল জ্ঞান শাস্ত্র ও জারহ তাদিল

আসমায়ে রেজালের জ্ঞান হল খুবই উল্ল্যেখযোগ্য এবং শান সম্পন্ন ,বরং জ্ঞানের অর্ধেক, কারণ হাদিস হল মুতুন ও সনদের নাম । 'আসমায়ে রেজাল' সনদের রেওয়াতের রেজাল সম্পর্কের জ্ঞানকে বলা হয়। ইমাম বুখারী উক্ত জ্ঞানেও ইমামতের যোগ্য জ্ঞান রাখতেন। বহু তুরুকের সাথে সাথে হাদিসের রাবীদের অবস্থা সম্পর্কে ,তাদের বংশ শৈলি,শিক্ষক মন্ডলী,ছাত্রবর্গ,ওফাত প্রভৃতি সম্পর্কেও অধিক জ্ঞান রাখতেন। স্বেকা বা স্বেকা নয় ইত্যাদিরও অধিক জ্ঞান রাখতেন।

বর্ণিত হয়েছে - একদা সালিম বিন মুজাহিদ আল্লামা বাইকান্দির মাজলিসে হাজির হন। বাইকান্দি বলেন,'কিছুক্ষণ পূর্বে যদি আসতেন, তাহলে এমনই

একটি শিশুর সহিত সাক্ষাত করাতাম যাঁর সত্তর হাজার হাদিস মুখস্থ রয়েছে। সালিম বিন মুজাহিদ উক্ত বাচ্চা মুহাদ্দিসের সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন । উক্ত শিশু মুহাদ্দিসই হলেন ইমাম বুখারী ।সালিম বিন মুজাহিদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,আপনার কি সত্তর হাজার হাদিস মুখস্ত রয়েছে ? তখন কম বয়সি মুহাদ্দিস বলেন,অবশ্যই । বরং তার থেকেও অধিক । শুধু তাই নয়,যে কোন হাদিসের ব্যাপারে মারফু কিংবা মাওকুফ প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরও আমি দেব। উপরন্তু , যতজন রাবী রয়েছেন অধিকাংশের ওফাত অবস্থান ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য দিতে পারি। (সিরাতুল বুখারী ৬৮)

ফেকাহ্ শাস্ত্রে পান্ডিত্য

হাদিস শাস্ত্রে পান্ডিত্যের সাথে সাথে ফিকাহ শাস্ত্রে ও পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন । সমকালীন ওলামারাও তাঁকে ফুকাহাদের ইমাম জ্ঞাত করতেন। হাশিদ বিন ইসমাইল বর্ণনা করেন,' আমি বসরাতে ছিলাম সেখানে ইমাম বুখারীর আগমন ঘটে,তখন মুহাম্মাদ বিন বাশশার ঘোষণা করেন, আজও সাইয়্যেদুল ফুকাহা এসেছেন। (তাহযিবু তাহযিব ৯/৪৩)

ইয়াকুব বিন ইবরাহিম দাওরুকী মন্তব্য করেন,মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী এই উম্মতের ফকীহ। (তাহযিব তাহযিব ৯/৪৪)

দারসের মাজলিস ও শাগরিদ বর্গ ঃ

শিক্ষা গ্রহনের সময় থেকে হযরাত ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসাধারণ জ্ঞান গরীমার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন তিনি শিক্ষা প্রদানের জন্য মাজলিস প্রস্তুত করেন। সেখানে শুধু ছাত্ররায় নয় বরং বহু খ্যাতিনামা বড় বড় সুনামধন্য ব্যাক্তিরাও উপস্থিত হতেন এবং ইমাম বুখারীর দারস হতে জ্ঞান অর্জন করতেন। তৎকালীন যাঁরা জ্ঞানগরীমার খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন সেসকল ব্যক্তিত্বরাও যখন ইমাম সাহেব কোন হাদিস বর্ণনা করতেন,তাঁরা গর্বের সহিত বলতেন,'আমাদের উক্ত হাদিস সমূহ মুহাম্মাদ

বিন ইসমাইল বুখারী অধিক জ্ঞাত করিয়েছেন। (মুকাদ্দমা ফতহুল বারী) স্বীয় এলাকার বাইরেও যখন ইমাম বুখারী অবস্থান করতেন,সেখানেও তার নিকট বহু আলিম সম্প্রদায়ের জমায়েত হত। তাঁরা ইমামের নিকট হাদিস শরীফ শ্রবণ করতেন,রেজালে হাদিস এলাল ও তাদিল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতেন।

ইউসুফ বিন মুসা মারুফী বর্ণনা করেন,'আমি বসরার জামে মাসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম শুনতে পেলাম যে,কোন আহ্বান কারী এরূপভাবে আহ্বান করছে-হে, সব জ্ঞান আরোহনকারী ! ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল এখানে এসেছেন। তাঁর নিকট হতে যে হাদিস গ্রহন করতে চাও তাঁর খিদমতে হাজির হও। মারুযী আরও বলেন , আমি দেখলাম একজন জীর্ণ শীর্ণ পাতলা যুবক খাম্বার সন্নিকটে খুবই একাগ্রতার সাথে খুশও ও খুজই সহিত নামায আদায় করছেন-তিনিই হলেন ইমাম বুখারী । নামায হতে ফারিগ হয়ে তিনি ওলামাদের নিকট দৃষ্টি পাত করলেন। উপস্থিত লোকেরা আরয করলেন। আজ হাদিস সম্পর্কে খোৎবা প্রদান করুন। ইমাম বুখারী সম্মতি দিলে তা শহরের মধ্যে এলান করে দেওয়া হল যে,-অমুক সময়ে ইমাম বুখারী বায়ান করবেন। অতএব, আগ্রহী লোকেরা যেন মাসজিদ উপস্থিত হয়।দলে দলে লোক মাসজিদে উপস্থিত হতে থাকলেন। যখন উপস্থিত জনগণের সংখ্যা এক হাজারে গিয়ে পৌঁছাল ,ইমাম বুখারী তখন দন্ডায় মান হয়ে এরূপ বলতে শুরু করেন, ''হে ওলামা সকল ! আজ আমি আপনাদের সামনে ওই হাদিস শোনার যে হাদিসের বর্ণনাকারী আপনাদের শহরেরই বাসিন্দা । কিন্তু আপনারা তাঁর সর্ম্পকে জ্ঞাত নন। উক্ত মাজলিসে যতগুলি হাদিস বর্ণনা করতেন,সকল হাদিসেরই বর্ণনাকারী হলেন বসরার বাসিন্দা।''

ইমাম বুখারী হাদিস শিক্ষা প্রদানের জন্য বসরা ,বাগদাদ,নিশাপুর, সমরকন্দ বুখাররা মধ্যে হাদিসের মাজলিস প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে লাখ লাখ জ্ঞান পিপাসু ইলম দ্বারা পিপাসাকে মিটাতেন। তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

হতে হাদিসের ছাত্র সমূহ এক লক্ষ ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর শাগরিদ সমূহের উল্ল্যেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-নেসাঈ,আবু মার'আ,আবু হাতিম, ইব্রাহীম,হারবী,ইবনে আবি দুনিয়া,সালেহ বিন মুহাম্মাদ আমদি,আবু বশর দুলাবী,মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ হাজরামী,ক্বাসিম বিন যাকারীয়া,ইবনে আবি আসিম,ইবনে খুযাইমা,উমায়ের বিন মুহাম্মাদ বিন বুজাইর,হুসাইন বিন মুহাম্মাদ কুবানী,তিরমীযি,মুহাম্মাদ বিন নসর মারুফী ,সালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ হাজরী,আবু হামিদ বিন শারক্বী ,মানসুর মুহাম্মাদ বাজদুবী।

লেখণী ও পুস্তাকাবলী ঃ

মহান রাব্বুল আলামীন হযরাত ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানে জ্ঞানী করেছিলেন। ইমাম বুখারী স্বীয় জ্ঞান সমূহকে বিস্তার করার জন্য যেমন দারসের মাজলিস করেছিলেন অনুরূপ লেখনীর দ্বারা স্বীয় জ্ঞান সমূহ এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় চর্চাকে পরবর্তীদের মধ্যেও বিস্তারের প্রয়াস শুরু করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করতেন, ''যখন আমার বয়স ১৮ বছর হয় , তখন আমার শাইখ আব্দুল বিন মুসার সময় সাহাবীদের অবস্থা তাবেয়ী তাদের ফতওয়ার পুস্তক লেখনী শুরু করি। আর সেই সময়েই নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মাযার শরীফের সন্নিকটে বসে চাঁদের আলোতে তিনি 'তারিখে কাবীর' রচনা করি।''

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর লিখিত প্রশিদ্ধ পুস্তাকাবলী কয়েকটি হল ঃ- আল জামিউস সহীহ,আদবুল মুফরাদ, আত তারিখুর কাবীর, আত তারিখুর আওসাত,আত তারিখুর সাগীর,খালক্বুল আফ'আলুল ইবাদ, রিসালা রাফেইয়াদাইন,ক্বিরাত খালফাল ইমাম,বিররুর ওয়ালাদাইন,আদ দুয়াফা,আল জামেউল কাবীর, আত তাফসিরুল কাবীর, কিতাবুল আশায়েরা, কিতাবুল হেবা,কিতাবুল মাবসুত,কিতাবুল আলকুন,কিতাবুল ইলাল,কিতাবুল যাওয়ায়েদ,কিতাবুল আসাকীর,ইসলাহীস সাহাবা,কিতীবুল ওয়াহদান,কাদায়ুস সাহাবা, ওয়াত ত্বাবেয়ীন ইত্যাদী পুস্তক ইসলাম বিশ্বে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। তন্মধ্যে সারা বিশ্বে বুখারী শরীফের অবস্থান খ্যাতির শীর্ষে রয়েছে।

বুখারী শরীফের হাদিস লেখনীর পূর্বে আদব ঃ

হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পুস্তকে এবং ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি ফতহুল বারীর মুকাদ্দমার মধ্যে লিখেছেন- ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কোন হাদিস শরীফলেখার মনস্থ করতেন তখন প্রথমে গোসল করে দুই রাকায়াত নফল আদায় করতেন এবং পূণরায় লিখতেন। সুতরাং,ষোল বছর নির্বাচিত হাদিস সমূহের নির্দিষ্ট অধ্যায় মোতাবিক রূপায়নের যখন মনস্থ করতেন,তখন মাদিনা মানওয়ারায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মাযার শরীফ ও মেম্বারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যবর্তী স্থানে বসে এই মহৎ কাজ সমাধা করতেন। প্রতিটি তরজমা অধ্যায় লেখনীতে দুই রাকায়াত নফল আদায় করতেন। (বুসতানুল মুহাদ্দিসীন ১৭২ পৃঃ)

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনের শেষ মূহূর্ত ঃ

২৫০ হিজরীতে ইমাম বুখারী নেশাপুর গমন করেন, সেখানে তাঁকে খুবই সম্মানের সহিত অ্যাপ্যায়ন করা হয়। সেখানে তিনি হাদিস শরীফ দারসের মাজলিস কায়েম করেন। সকাল হতে সন্ধ্যা হাদিস শরীফের জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা ভীড় জমাতে শুরু করেন। ইমাম বুখারী এই খ্যাতি নিন্দুকদের চক্ষুশুল করেছিল। তাঁকে অসম্মান করার বিভিন্ন ফন্দি আঁটতে শুরু করল। একদা কিছু দুষ্প্রকৃতির লোক ইমামের অসম্মানের উদ্দেশ্যে ইমামকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল। একবার জিজ্ঞাসা করল,কুরআনের শব্দ সম্পর্কে আপনার কি মত ? এটি কি সৃষ্ট,না অসৃষ্ট ? ইমাম বুখারী উত্তর দিলেন -

افعالنا مخلوقة و الفاظنا من افعالنا

অর্থাৎ, আমাদের কর্ম সমূহ হল সৃষ্ট এবং আমাদের শব্দ সমূহ আমাদের ক্রিয়ার মধ্যেই।

উক্ত জবাব শোনার পর নিন্দুকেরা উল্টো মানে করে এবং যার দ্বারা শোর হাঙ্গামা শুরু হয়। নিন্দুকরা বিন ইয়াহইয়ার নিকট গিয়ে ইমাম বুখারী বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। বিন ইয়াহইয়া হুকুম জারী করে,কেও যেন ইমাম বুখারীর

নিকট না যায় এবং যে যাবে তাকে অভিযুক্ত মনে করা হবে। এই ঘোষনার পর ইমাম মুসলিম ও আহমদ ইবনে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ব্যতীত সকলেই ইমাম বুখারী মাজলিসে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

হাকিম বর্ণনা করেন, যখন ইমাম মুসলিম ও আহমদ ইবনে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু যুহরীর মাজলিস প্রত্যাখ্যান করেন , তখন যুহলী এও বলেছিলেন, এ ব্যক্তি (ইমাম বুখারী) এ শহরে থাকতে পারেন না। উক্ত কথা শ্রবণ মাত্রই ইমাম বুখারী মন্তব্য করেন,আমি আগামীকাল সকালেই এখান থেকে রওয়ানা দেব। ফলতঃ পরের দিনই নিশাপুর কে খায়রাবাদ জানিয়ে নিজ জন্মস্থান বুখারার দিকে অগ্রসর হন। ইমাম বুখারীর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। কয়েক মাইল পর্যন্ত ও তাবু তৈরি করা হয়। গোটা শহরবাসী স্বাগতম জানাতে বেরিয়ে আসেন । বিরাট শান শাওকাত সহকারে ইমাম সাহেবকে নিয়ে শহরে আসেন। ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বুখারায় হাদীসের দারস শুরু করেন। ইলমে হাদীসের পিপাসুগণ দলে দলে তাঁর পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু হিংসুকরা এখানেও ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহুর এর পিছ ছাড়েনি। তাদের পরামর্শে গর্ভনর খালিদ ইবনে আহমদ যুহরী ইমাম বুখারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করেন যে, আপনি শাহী দরবারে তাশরীফ এনে আমাকে এবং সাহেবযাদাদের বুখারী শরীফ ও তারিখের দারস দিন,কিন্তু ইমাম সাহেব উত্তর দেন, 'আমি রাজা বাদশাদের দ্বারে দ্বারে ইলম নিয়ে এটাকে অপমানে করব না। যার পড়ার প্রয়োজন হয়,সে যেন আমার কাছে এসে পাঠ শিখে নেয়। বুখারার গর্ভনর দ্বিতীয়বার বলে পাঠালেন,যদি তাশরীফ আনতে না পারেন ,তবে শাহাজাদাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় দিন। যখন তাদের সাথে অন্য কেউ অংশগ্রহন না করে। ইমাম বুখারী তাও পছন্দ করেননি। তিনি বলেন,রসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস সমূহ গোটা উম্মতের জন্য সমান,তা শ্রবণ হতে কাওকে বঞ্চিত করতে পারি না। যদি আমার এই জবাব অপছন্দ হয়,তবে নির্দেশ দিয়ে আমার দারস বন্ধ করে দিক। যাতে আমি ক্বেয়ামতে আল্লাহর

. দরবার ওযর পেশ করতে পারি। উত্তর শুনে বুখারার শাসক ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। হিংসুকরা তৎকালীন শাসকের ইংগিত ইমাম সাহেবকে দীন ও আক্বাইদ সম্পর্কে অভিযুক্ত করে। বিদআতী হওয়ার ইলযাম চাপিয়ে দেয়। অতঃপর শাসক তাঁকে বুখারা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নেহায়াত মনক্ষুন্ন হয়ে স্বীয় বিরোধীদের জন্য বদ দুআ করেন- ''আয় আল্লাহ ! যেরূপভাবে এ আমীর আমাকে অপমান করেছে, এভাবে তাকে ও তার সন্তান সন্ততি ও পরিবার পরিজনকে বেইজ্জতি ও অপমানের মুখ দেখান।'' (মুকাদ্দমা ফতহুল বারী ৬৬২)

উল্লেখ্য,একমাসের মধ্যেই সেই আমীরের স্থলে খলীফাতুল মুসলিমীন অন্য আমীর প্রেরণ করেন,এবং অপসারিত আমীরের মুখ কলংকিত করে গাধার উপর আরোহন করিয়ে যেন গোটা শহরে তাকে অপমান করা হয়,অতঃপর তাকে জেলে আবদ্ধ করা হয়। সেখানে সে নেহাত অপমান ও অপদস্ততাব সাথে মারা যায়।

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখান থেকে বেরিয়ে বায়কান্দ পৌঁছান। সেখানেও মতবিরোধের কারণে থাকা সমীচীন মনে করেননি। ইতিমধ্যে সমরকন্দবাসী তাঁকে দাওয়াত দেন। তিনি তা কবুল করেন এবং সমরকন্দ যেতে মনস্থ করেন। পথিমধ্যে ছিল খরতং নামক স্থান। সেখানে কিছু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব ছিলেন। মুবারক রমযান মাসের কারণে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে সমরকন্দ যাওয়ার সময় ইমাম সাহেব দূর্বল হয়ে পড়েন এবং ১৩ দিন কম ৬২ বছর বয়সে ইদুল ফিতরের রাত্রে (শাওয়ালের ১ তারিখে) ইলম ও ফযলের মহাসূর্য্য অস্তমিত হয়। যার জ্ঞান ও ফায়েযের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হয়ে যায়।

ওফাতের পর কারামত ঃ

ইদুল ফিতরের দিনে নামাযে জোহরের পর খরতং নামক স্থানে এই নুরানী দেহ দাফন করা হয়। দাফনের পর ইমামের বুখারী রাদিয়াল্লাহু আলাইহি আনহুর মাযার শরীফ হতে মিশকে আম্বারের সুঘ্রাণ আসতে থাকে। লোকজন

দুরদুরান্ত হতে এসে মাটি তুলে নিয়ে যাতে থাকে। যারফলে সেখানে গর্ত হয়ে যায়ে। এ জন্য কবরের হেফাজতের উদ্দেশ্যে প্রাচীর দেয়া হয়। কিন্তু তার পরেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। লোকজন দেয়ালের বাইরে থেকে মাটি নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। অবশেষে সংশ্লিষ্ট এক বুযুর্গের দুআয় এ সুঘ্রাণ বন্ধ হয়ে যায়।

বুখারী শরীফের ইমাম বুখারী প্রদত্ত নামকরণ ঃ

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বুখারী শরীফ। এর প্রকৃত নাম যা ইমাম বুখারী দিয়েছিলেন,সেটি সম্পর্কে উমদাতুল কারীতে যেরুপ এসেছে তা হল -

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه

আল জামিউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসারুল মিন উমরি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এবং ফতহুল বারী মুকাদ্দমাতে এরূপ লিখিত হয়েছে -

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه

(মুকাদ্দমা ফতহুল বারী -ফসলুস সানী ১১ পৃঃ)

বুখারী শরীফের আরবী শারহ বা ব্যাখ্যাঃ

বুখারী শরীফের সার্বজনীন গ্রহণীয়তার অপর একটি দৃষ্টান্ত হল- এর অধিক শারহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থের লিখনী। এমন কোন ভাষা নেই যাতে এর অনুবাদ বা শারহ লিখিত হয়নি। এর অধিক শারাহ আরবী ভাষায় লিখিত। কাশফুজ জুনুন পুস্তকে ৫০ টি শারহর কথা উল্লেখিত হয়েছে। কয়েকটি আরবী শারহর কথা এখানে সংক্ষেপে উল্ল্যেখ করা হলঃ

১.উমদাতুল ক্বারীঃ

উক্ত শারহ গ্রন্থটি হানাফী মায়হাবের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরাতে ইমাম আল্লামা বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুসা,যিনি বদরুদ্দিন আইনি নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ৭৬২ হিজরীর ১৭ ই রমযান আইন প্রদেশে জন্মগ্রহন করেন। ৮২১ হিজরী হতে বুখারী শরীফের শারাহর লেখনী শুরু করেন। তিনি এটি ২৫ খন্ডে লেখেন। তিনি হানাফী মাযহাবের ছিলেন।

উল্লেখ্য,আমি অধম জামে আযহারে পাঠরত অবস্থায় কয়েকবার তাঁর মাযার যিয়ারত করেছি। যা আযহার শরীফের পিছনদিকে অনতিদূরে অবস্থিত।

২. ফতহুল বারীঃ

হাফিজ শিহাবুদ্দিন আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখিত আরবী শারাহ হল ফতহুল বারী। তিনি মিসরে ৭৭৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৮১৭ হিজরীতে ফতহুলবারীর লেখণী শুরু করেন। ৮৪২ হিজরীতে এক লেখণী শেষ করেন। ৮৫২ হিজরী তাঁর ওফাত হয়। তিনি শাফেয়ী মাসলাকের ছিলেন।

উল্লেখ্য,আমি অধম জামে আযহারে পাঠরত অবস্থায় কয়েকবার তাঁর মাযার যিয়ারত করেছি।

৩. ইরশাদুস সারী ঃ আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দিন কাসতাল্লানীর কৃত শারহ গ্রন্থ।

৪. নুযহাতুল কারী ঃ এটি উর্দু ভাষায় কৃত তরজমা ও শারহ । এর লেখক হলেন আল্লামা শরীফুল হক্ব আমজাদি রহমাতুল্লাহি আলাই।

সহীহ্ বুখারীর সহীহ্ অনুবাদ

(ওহী,ঈমান ও ইলম অধ্যায়)

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ كتاب بدء الوحي

ওয়াহীর সূচনা

١ ـ باب كيف كان بدءُ الوَحْي إلىٰ رسولِ الله ﷺ

পরিচ্ছদ ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি কিভাবে ওহীর সূচনা হয়েছিল।

١ ـ حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَير قال: حدَّثَنا سُفْيَانُ قال: حدَّثَنا يحيىٰ بنُ سَعيدٍ الأنْصاريُّ قال: أَخْبرَني مُحمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بنَ وقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يقولُ: سمعتُ عمرَ بنَ الخَطَّاب رضي اللهُ عنه على المِنْبَرِ قال: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّـاتِ ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ ما نَوَىٰ ، فَمَنْ كانتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُها ، أَوْ إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُها ، فَهِجْرَتهُ إلى ما هَاجَرَ إلَيه».

[الحديث ١ ـ أطرافه في: ٥٤ ، ٢٥٢٩ ، ٣٨٩٨ ، ٥٠٧٠ ، ٦٦٨٩ ، ٦٩٥٣].

১. হযরাত আলক্বামা ইবনু ওয়াক্কাস লাইসি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি হযরাত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে মেম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি,'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ হে মানুষেরা! সকল কর্ম নিয়াতের উপরেই নির্ভরশীল। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সে রূপই হয়,যেরূপ সে নিয়াত করে। তাই যার হিজরত হবে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের উদ্দেশ্যে , তাহলে তার হিজরতও হবে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের জন্যই । ফলতঃ যার হিজরাত হবে দুনিয়া লাভ অথবা নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে , তাহলে তার হিজরাত সেই উদ্দেশ্যেই হবে, যার প্রতি সে হিজরত করেছে।'

٢ ـ باب

2 ـ حدّثنا عبدُ الله بنُ يُوسُفَ قال: أخبرَنا مَالِكٌ عن هِشام بنِ عُرْوَةَ عن أَبِيهِ عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، رضي الله عنها، أَنَّ الحارِثَ بنَ هِشام، رضي الله عنه، سَأَلَ رسولَ الله ﷺ فقالَ: يا رسولَ الله كيفَ يأْتِيكَ الوَحيُ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أَحْياناً يَأْتِيني مِثلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وقد وَعَيتُ عنهُ ما قالَ، وأَحْياناً يَتَمَثَّلُ لي المَلَكُ رَجُلاً فيُكَلِّمُني فأَعِي ما يَقولُ». قَالتْ عَائِشَةُ، رضي الله عنها، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ في اليَوْمِ الشَّدِيدِ البَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً. [الحديث ٢ ـ طرفه في: ٣٢١٥] [م= ك= ٤٣، ب= ٢٣، ح= ٢٣٣٣، أ= ٢٥٣٠٧ و٢٦٢٥٨].

২. উম্মুল মুমিনিন হযরাত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত,হযরাত হারিস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করলেন,'ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার নিকট ওহী কিরূপে আসে? তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন ঃ কখনও কখনও ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় আসে এবং যেটা আমার ওপরে খুবই শক্তিশালি হয়। অতঃপর ফারিশতা যা কিছু বলেন, তা আমি মুখস্ত করে নিই ফলে এই অবস্থা দূরীভূত হয় যায়, এবং কখনও কখনও ফারেশতা পুরুষ মানুষ বেশে এসে আমার সহিত কথা বলেন। সে যা বলে আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। হযরাত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইরশাদ করেন,প্রকৃতই আমি দেখেছি, প্রচন্ড শীতে ওহী নাযিল হত এবং যখন সে হুযুর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে বিচ্ছেদ হয়ে যেত; অবশ্যই তাঁর কপাল ঘর্ম নির্গত হত।

হাদিস নং ঃ - ৩

(3/ 000)- باب [من الوحي الرؤيا الصالحة] (٣/ ٠٠٠)

3 ـ **حدّثنا** يَحيَىٰ بنُ بُكَيرٍ قال: حدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيلٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ عن عَائِشَةَ أمِّ الْمُؤْمِنِينَ أنَّها قَالتْ: أَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكانَ لاَ يَرَى رُؤْيا إلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ، وَكانَ يَخْلُو بِغَارِ حِراءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيهِ ـ وهُوَ التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إلىٰ أهلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِها، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ في غارِ حِراءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقالَ: اقْرَأْ، قالَ: **«مَا أَنَا بِقارِىءٍ»**، قالَ: **«فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ قُلتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءٍ. فأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أرسَلَنِي فقالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: ما أَنا بِقَارِىءٍ، فأَخَذَنِي فغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فقال:** ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾﴾» فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ يَرْجُفُ فُؤادُهُ، فدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ ـ رضِيَ الله عنها ـ فقالَ **«زَمِّلوني زَمِّلوني»** فَزَمَّلُوهُ حتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: **«لَقَدْ خَشِيتُ على نَفْسِي»**. فَقالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ واللهِ ما يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَداً إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ الْكَلَّ وتَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَة حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بنِ أَسَدِ بنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وكانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرانِيَّ فيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بالْعِبْرانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أن يَكْتُبَ، وكانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ عَمِيَ، فَقالتْ لَهُ خَدِيجةُ: يا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنِ ابنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يا ابْنَ أَخِي مَاذا تَرَى؟ فأَخْبَرَهُ رَسولُ الله ﷺ خَبَرَ ما رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذا النَّامُوسُ الَّذي نَزَّلَ اللَّهُ على مُوسىَ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً، لَيْتَنِي أَكونُ حَيّاً إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُك. فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: **«أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟»** قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّراً، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرقةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ. [الحديث ٣ ـ أطرافه في: ٣٣٩٢، ٤٩٥٣، ٤٩٥٥، ٤٩٥٦، ٤٩٥٧، ٦٩٨٢].

[م=ك: ١، ب= ٧٣، ح= ١٦٠، أ= ٢٦٠١٨].

উম্মুল মোমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি ফরমিয়েছেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর ওহীর সূচনা উত্তম স্বপ্ন দ্বারা হয়েছিল। যে স্বপ্নই হুযুর দেখতেন তা একবারে উজ্জ্বল প্রভাতের ন্যায় প্রতীয়মান হত। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি হেরা গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাবার পূর্বে । এভাবে এক নাগাড়ে বেশ কয়েকদিন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট ফিরে এসে আবার এক সময়ের জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য নিয়ে যেতেন। এমতাবস্থায় হুযুরের উপর ওহী নাযীল হত যখন তিনি হেরা গুহায় থাকতেন। এভাবে ফেরেশতা হাজির হতেন এবং তিনি আরয করতেন-পড়ুন । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন- আমি পড়ি না। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন-পূণরায় ফেরেশতা তাকত দিয়ে চেপে ধরল এবং ছেড়ে দিল আর বলল, পড়ুন । আমি বললাম , 'আমি পড়ি না।' সে পূণরায় আমাকে ধরল এবং দ্বিতীয়বারও শক্তি দিযে আমায় চেপে ধরল। পূণরায় ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ পড়ুন ! আমি বললাম- আমি পড়ি না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন-তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনিভাবেই চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন-'পড়ুন আপনার (বরকতময়) রবের নামে,যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষদের জমাট রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার রব মহা মহিমান্বিত। (৯৬ঃ ১-৩ আয়াত)অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব আয়াত নিয়ে ফিরলেন। হুযুরেব(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তর কম্পিত হচ্ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাত খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদের নিকট এলেন এবং ফরমালেন,'আমাকে কম্বল ঢেকে দাও, 'আমাকে কম্বল ঢেকে দাও।' তিনি হুযুরকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। ভীতি

দুর হল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সকল ঘটনা জানিয়ে ফরমালেন, 'আমি আমার নিজের উপর আশংকা বোধ করছিলাম। হযরাত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন,আল্লাহর ক্বসম , কক্ষনও এরূপ হবে না । আল্লাহ রব্বুল আলামীন কখনও আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ আপনি তো আত্মীয় স্বজনদের সহিত সদাচরণ করেন। অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন,নিঃস্বদের সহযোগীতা করেন,মেহমানদের অ্যাপ্যায়ন করেন এবং হক্বপথে আগত মুসিবতে মাদাদ করেন। এরপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম). কে হযরাত খাদিজা স্বীয় চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নাওয়াফিল বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন ক্বুসাইয়ের নিকট নিয়ে গেলেন। ওরাকা জাহিলী যুগে নাসরানি হয়ে গিয়েছিলেন,তিনি আরবী ও ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন। আল্লাহ প্রদও তাওফিকে ইঞ্জিল শরীফকে ইবরানি ভাষায় লিখতেন এবং সেই সময় খুবই বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে হযরাত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! নিজের ভাতিজার কথা শুনুন ।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ওয়ারাকা জিজ্ঞাসা করলেন, ভাতিজা ! আপনি কী দেখেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ওয়ারাকা বললেন, ইনি সেই ফেরেশতা,যাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা মুসা আলাইহিস সালামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। হায় আফসোস! যদি সেই দিন আমার যুবকের শক্তি থাকত, হায় আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম , যেদিন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে।'হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন,'আমার কওম কী আমাকে বহিষ্কার করবে? তিনি বললেন-হ্যাঁ ! যখনই কোন ব্যাক্তি আপনার ন্যায় শরীয়াত নিয়ে আসে, তখনই তাঁর শত্রুতা করা হয়েছে, তাঁকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। যদি আমি আপনার যামানা পায়,তাহলে ভরপূর্ণ সাহায্য করব। তার কয়েকদিন পরে ওয়ারাকার ওফাত পান এবং ওহী আসার বিরতি ঘটে।

হাদিস নং -৪

4 - قالَ ابنُ شِهابٍ: وأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قال وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ: فقالَ فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنا أَنا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّماءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِراءٍ جَالِسٌ على كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، فَرُعِبْتُ منهُ فَرَجَعْتُ فَقُلتُ: زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢﴾ إلى قوله ﴿وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ﴾ [المدثر]. فَحَمِيَ الوَحْيُ وتَتَابَعَ». تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ وأَبُو صَالِحٍ، وَتَابَعَهُ هِلالُ بْنُ رَدَّادٍ عن الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ: بَوَادِرُهُ.

[الحديث أطرافه في: ٣٢٣٨، ٤٩٢٢، ٤٩٢٣، ٤٩٢٤، ٤٩٢٥، ٤٩٢٦، ٤٩٥٤، ٦٢١٤].
[م= ك= ١، ب= ٧٣، ح= ١٦١، أ= ١٥٠٣٩].

হযবাত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি ওহীর সিলসিলা বন্ধ হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে নিজ হাদিসে ইরশাদ করছেন যে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমি চলছিলাম হঠাৎ আসমান হতে একটি শব্দ শুনতে পেয়ে আমার দৃষ্টি উপরে তুললাম,দেখলাম সেই ফারিশতা আসমান ও যমিনের মাঝে একটা চেয়ারে উপবিষ্ট যিনি হেরা গুহায় আমার নিকটে এসেছিলেন। এতে আমি শংকিত হলাম অবিলম্বে আমি ফিরে এসে বললাম , আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা ওহী অবতীর্ণ করলেন,''হে কম্বল পরিহিত ,দন্ডায়মান হন,সতর্ক করুন;আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করুন; এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্র থেকে দূরে থাকুন। অতঃপর ওহী পূরোদমে ধারাবাহিক ভাবে অবতীর্ণ হতে লাগল। হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু সালেহ রাদিয়াল্লাহু অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হিলাল ইবনু বাগদাদ রাদিয়াল্লাহু যুহরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মামার فواده এর স্থলে بَـــوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

হাদিস নং -৫

5 - حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قال: حدّثنا أبُو عَوَانَةَ قَالَ: حدّثنا مُوسَى بنُ أبي عَائِشَةَ قال: حدثنا سَعِيد بنُ جُبَير عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَولِهِ تَعَالَى ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾﴾ [القيامة] قَالَ: كانَ رَسولُ الله ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنزِيلِ شِدَّةً، وَكانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأنَا أحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحَرِّكُهُمَا. وَقَالَ سَعِيدٌ: أنَا أحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فأنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾﴾ قَالَ جَمْعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأهُ ﴿فَإِذَا قَرَأنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾﴾ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وأنْصِتْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾﴾ [القيامة] ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا أنْ تَقْرَأهُ. فَكانَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا أتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأهُ. [الحديث ٥ - أطرافه في: ٤٩٢٧، ٤٩٢٨، ٤٩٢٩، ٥٠٤٤، ٧٥٢٤].
[م= ك= ٤، ب= ٣٤، ح= ٤٤٨، أ= ٣١٩١].

হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত,আল্লাহ তায়ালার বাণী- ''ওহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনি কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নিজের জিহ্বাকে নাড়বেন না।'' ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ব্যাখায় বর্ণনা করেন,রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআন নাযিল হওয়ার সময় কঠিনতা অনুভব করতেন,যখন জীব্রাইল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে আসতেন নিজের জিহ্বা এবং ঠোঁটকে হেলাতেন (পাশে পাশে পড়ার চেষ্টা করতেন)। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কঠিনতা অনুভব হত যা জানা যেত । হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য ঠোঁট হেলাচ্ছি,যেভাবে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠোঁট হেলাতেন। সাইদ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (হযরাত ইবনে আব্বাসের ছাত্র) বর্ণনা করেছেন,আমি তোমাদের নিমিত্তে আমার ঠোঁটকে হেলাচ্ছি যেরূপভাবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হেলাতেন। সুতরাং,তিনি তাঁর ঠোঁট মোবারক হেলালেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা আয়াত নাযিল করলেন,''ওহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য আপনি ওহী নাযিল হবার সময় নিজের জিহ্বা নাড়াবেন না,সেটি সংরক্ষণ করার ও পাঠ করানো আমার দায়িত্ব।'' *** ইবনুল আব্বাস বলেন,''এর

অর্থ হল নিঃসন্দেহে এটি আমার দায়িত্ব সেটি আপনার অন্তরে হেফাজত করার এবং তোমার দ্বারা তা পাঠ করানো।'' সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি।

হাদিস নং - ৬

6 - حدثنا عَبْدَان قالَ: أخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قالَ: أخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) قال وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: أخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قالَ: أخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قالَ: أخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ رسول الله ﷺ أجْوَدَ النَّاس وكانَ أجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقاهُ جِبْرِيلُ وكانَ يَلْقاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. [الحديث ٦ - أطرافه في: ١٩٠٢، ٣٢٢٠، ٣٥٥٤، ٤٩٩٧].
[م= ك= ٤٣، ب=١٢، ح= ٢٣٠٨، أ= ٢٦١٦ و٣٤٢٥].

হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মানবজাতির মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দানশীলতা সর্বাধিক হত রমযান শরীফে, যখন হযরাত জীবরাইল আলাইহিস সালাম নাবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) র সহিত সাক্ষাত করতেন। রমযান মাসের প্রতি রাত্রেই হযরাত জীবরাইল হযরাত জীবরাইল আলাইহিস সালাম নাবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) র সহিত সাক্ষাত করতেন এবং একে অপরকে কোরআন শরীফ তেলায়াত করে শোনাতেন। এই পক্রিয়া রমযান শরীফের শেষাবধি জারি থাকত। যখন হযরাত জীবরাইল আলাইহিস সালাম রাসুলুল্লাহর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহিত সাক্ষাত করতেন,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন।

তাখরিজ ঃ বুখারী ১৯০২,৩২২০,৩৫৫৪,৪৯৯৭;মুসলিম ৪৩/১২ হাদিস ৩২০৮; আহমাদ ৩৬১৬,৩৪২৫)

7 - **حدثنا** أبو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أخبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أخْبَرَهُ أنَّ أبا سُفْيَانَ بنَ حَرْبٍ أخْبَرَهُ أنَّ هِرَقْلَ أرْسَلَ إلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وكانُوا تجّاراً بِالشَّأمِ فِي المدَّةِ الَّتِي كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا أبا سُفْيانَ وكُفَّارَ قُرَيْشٍ فأتَوْهُ وهُمْ بإيلِيَاءَ، فَدَعاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظماءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعاهُمْ وَدَعا بتَرْجُمانِهِ **فَقالَ**: أَيُّكُمْ أقْرَبُ نَسَباً بِهَذَا الرَّجُلِ الذِي يَزْعُمُ أنَّهُ نَبيٌّ؟ **فَقال أبُو سُفْيَانَ،** قُلْتُ: أنا أقرَبُهُمْ نَسَباً. فَقال: أدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أصْحَابَهُ فاجْعلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ.

ثُمَّ قالَ لِتَرْجُمانِهِ: قُلْ لهمْ إنِّي سائِلٌ هذَا [عنْ هذَا الرَّجُلِ] فإنْ كَذَبَنِي فكَذِّبوهُ، فَوَاللَّهِ لوْلاَ الْحَياءُ مِنْ أنْ يأثِرُوا عَلَيَّ كَذِباً لَكَذَبْتُ عليْهُ.

ثمَّ كانَ أوَّلَ ما سألَنِي عنهُ أن قال: كَيْفَ نَسَبُهُ فيكُمْ؟ **قُلتُ**: هوَ فينَا ذُو نَسبٍ. **قال: فَهلْ** قال هذَا القَوْلَ مِنكُمْ أحَدٌ قَطُّ قبْلَهُ؟ **قُلْتُ**: لاَ. قالَ: فهلْ كان منْ آبائِهِ مِن ملِكٍ؟ **قُلتُ**: لا. **قال:** فأشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أم ضعفَاؤهُمْ؟ **فقُلْتُ**: بَلْ ضُعَفاؤهُمْ. قال: أيَزِيدُونَ أم يَنْقُصُونَ؟ **قُلتُ**: بَلْ يَزِيدُونَ. قال: فهَلْ يَرْتَدُّ أحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لدِينِهِ بَعْدَ أن يَدْخُلَ فِيهِ؟ **قُلتُ**: لاَ. **قال:** فَهلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بالكَذِبِ قَبْلَ أنْ يقُولَ ما قال؟ **قُلتُ**: لاَ. **قال:** فَهَلْ يَغْدِرُ؟ **قُلتُ**: لاَ، ونحْنُ منهُ في مُدَّةٍ لا نَدْرِي ما هوَ فاعِلٌ فِيهَا. قالَ: ولَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فيهَا شَيْئاً غيْرَ هَذِهِ الكَلِمَةِ. **قال:** فهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ **قُلتُ**: نعَمْ. **قال:** فكَيْفَ كان قِتالُكُمْ إيَّاهُ؟ **قُلتُ**: الْحَرْبُ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنا ونَنَال منهُ. **قال:** ماذَا يَأمُرُكُم؟ **قُلتُ**: يَقُولُ اعبُدُوا اللَّهَ وحدَهُ ولاَ تُشرِكُوا بِهِ شَيئاً، واترُكُوا مَا يَقُولُ آباؤكُم، ويَأمُرُنا بِالصَّلاةِ والصِّدْقِ والعَفَافِ والصِّلةِ.

فقال لِلتَّرْجُمانِ: قُل لَهُ: سألتُكَ عنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْت أنَّهُ فيكُم ذُو نَسَبٍ، فكذَلِكَ الرُّسُلُ تُبعثُ في نَسَبِ قَوْمِها. وسَألتُكَ هلْ قَال أحدٌ مِنكُم هَذا القَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أن لاَ. فقُلتُ: لَو كان أحدٌ قالَ هَذا القَوْلَ قَبلَهُ لَقُلتُ: رَجُلٌ يَتأسّى بِقَولٍ قِيلَ قَبلَهُ. وسَألتُكَ: هَلْ كان مِن آبائِهِ مِن مَلِكٍ؟ فَذَكرْتَ أن لا. قُلتُ: فَلو كان مِنْ آبائِهِ مِن مَلِكٍ قُلتُ: رجُلٌ يَطلُبُ مُلكَ أبِيهِ. وسَألتُكَ: هل كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبل أن يقُولَ ما قال؟ فَذَكَرت أن لاَ، فَقَدْ أعْرِفُ أنَّهُ لم يكُنْ لِيَذَرَ الكَذبَ عَلَى النَّاسِ ويكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسألتكَ: أشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أم ضُعفاؤهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أنَّ ضُعفاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وهُمْ أتْباعُ الرُّسُلِ. وسَألْتُكَ: أيَزِيدونَ أم يَنقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أنَّهُمْ يَزِيدونَ، وكَذَلِكَ أمْرُ الإيمَانِ حتَّى يَتِمَّ، وَسألتُكَ: أيَرْتَدُّ أحدٌ سَخْطَةً لدِينِهِ بعْدَ أن يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أنْ لاَ، وكَذلِكَ الإيمانُ حِينَ تُخالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلوبَ.

وسألتُكَ: هلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أن لاَ، وكذلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وسألتُكَ: بِمَا يأمُرُكمْ؟ فَذكَرتَ أنَّهُ يأمُرُكُمْ أن تعبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شيئاً وَيَنهاكُمْ عَن عبَادَةِ الأوثَانِ ويأمُرُكُم بِالصَّلاَةِ والصِّدْقِ والعَفَافِ؛ فإنْ كانَ ما تقُولُ حَقّاً فَسَيَمْلِكُ مَوضِعَ قَدَمَيَّ هاتَيْنِ، وقدْ كُنتُ أعلَمُ أنَّهُ خارِجٌ، لَم أكُنْ أظُنُّ أنَّهُ مِنكُم، فَلوْ أنِّي أعلَمُ أنِّي أخلُصُ إليهِ لَتَجشَّمْتُ لِقاءَهُ. ولَو كُنتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَن قَدَمِيهِ. ثُمَّ دَعا بِكتابِ رسولِ الله ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إلى عَظيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إلى هِرَقْلَ فَقرَأهُ فإذَا فِيهِ:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، من مُحمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ ورَسُولِهِ إلى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى. أمَّا بَعْدُ. فإنِّي أدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسْلاَمِ أسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فإنْ تَوَلَّيْتَ فإنَّ عَلَيكَ إثْمَ الأرِيسِيِّينَ[1]، و﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ٦٤﴾ [آل عمران]». قالَ أبو سُفيانَ: فلمَّا قالَ ما قالَ وفَرَغَ من قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عندَهُ الصَّخَبُ وارتَفَعتِ الأصوَاتُ وأُخرِجْنَا، فقُلتُ لِأصْحابِي حِينَ أُخرِجْنا: لَقَدْ أمِرَ أمْرُ ابنِ أبي كَبْشَةَ[1]، إنَّهُ يخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأصْفَرِ، فما زِلْتُ مُوقِناً أنَّهُ سَيظْهَرُ حَتَّى أدخلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإسْلاَمَ. وكان ابنُ النَّاطُورِ صاحِبُ إيلِيَاءَ وهِرَقْلَ سُقُفّاً عَلَى نَصَارَى الشَّأمِ، يُحدِّثُ أنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إيلِيَاءَ أصْبَحَ يَوماً خَبِيثَ النَّفسِ، فَقال بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنا هَيْئَتَكَ، قالَ ابنُ النَّاطُورِ: وكان هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ في النُّجُومِ، فقال لَهُمْ حِينَ سألُوهُ: إنِّي رأيتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ في النُّجومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَد ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِن هَذِهِ الأمَّةِ؟ قالوا: لَيسَ يَخْتَتِنُ إلاَّ الْيَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شأنُهُمْ، واكتُبْ إلى مَدَائِنَ مُلكِكَ فَيقْتُلُوا مَن فِيهِم منَ اليَهُودِ، فَبيْنَمَا هُم عَلَى أمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عن خَبَرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ

فلمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قال: اذْهَبُوا فانْظُرُوا أمُخْتَتِنٌ هوَ أمْ لاَ؟ فَنَظَرُوا إليهِ فَحَدَّثُوهُ أنَّهُ مُخْتَتِن. وسألَهُ عنِ الْعَرَبِ فَقال: هُمْ يَخْتَتِنُونَ!؟ قال هِرَقْلُ: هَذا مَلِكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إلى صاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وكان نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ، وسارَ هرَقْلُ إلى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حتَّى أتَاهُ كِتابٌ مِنْ صاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبيِّ ﷺ وأنَّهُ نَبيٌّ، فَأذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَماءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أمَرَ بِأبْوَابِها فَغُلِّقَتْ، ثمَّ اطَّلَعَ فقال: يا مَعْشَرَ الرُّومِ! هلْ لكُمْ فِي الْفَلاَحِ والرُّشْدِ وأن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبايِعُوا هَذَا النَّبيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إلى الأبْوابِ فَوَجَدُوها قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وأيِسَ مِنَ الإيمَانِ، قال: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وقال: إنِّي قُلتُ مقالَتِي آنِفاً أخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فقَدْ رَأيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ ورَضُوا عَنْهُ، فكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأنِ هِرَقْلَ رواه صالح بنُ كيسان ويونُس ومَعمَرٌ عن الزهري.

[الحديث ٧ ـ أطرافه في: ٥١، ٢٦٨١، ٢٨٠٤، ٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٤٥٥٣، ٥٩٨٠، ٦٢٦٠، ٧١٩٦، ٧٥٤١].

হাদিস নং - ৭

হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে বলেছেন,সম্রাট হিরাক্লিয়াস একদা তার নিকট বার্তাবাহক দ্বারা আহ্বান করলেন। তখন তাঁরা ব্যাবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিতে আবদ্ধ ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গিবর্গ সহ হিরাকলের নিকটে এসে পৌঁছালেন, তখন হিরাকল জেরুজালেমে অবস্থান করছিল। হিরাকল তাদেরকে তার মজলিসে ডাকল, তখন তার সাথে রোমের নেতৃত্বরা ছিল। এরপর তাদেরকে ডাকল ও অনুবাদককে ডাকল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এই যে ব্যক্তি নিজেকে নাবী বলে দাবী করেন,তোমাদের মধ্যে বংশের দিক হতে তার সবচেয়ে নিকট আত্নীয় কে?' আবু সুফিয়ান বললেন,আমি বললাম বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর নিকট আত্নীয়। হেরাকল বলল, তাকে আমার নিকটে নিয়ে এসো এবং তার সাথীদেরকেও তার নিকটে এসে পিছনে বসিয়ে দাও। অতঃপর,নিজের অনুবাদককে বলল- 'তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব,সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে।' আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহর ক্বসম ! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে- এ লজ্জা যদি আমার না থাকত , তবে অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।' এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে যে প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে, ' তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন ? আমি বললাম,'তিনি আমাদের মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের।' সে বলল,' তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনও কি কেও একথা বলেছে?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন,তাঁর বাপ দাদাদের মধ্যে কি

কেও বাদশাহ ছিলেন ? আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন,তাঁর বাপ দাদাদের মধ্যে কেও কি বাদশাহ ছিলেন ? আমি বললাম , 'না'। তিনি বললেন, 'সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে,না সাধারণ লোকেরা ? আমি বললাম, সাধারণ লোকেরা ।' তিনি বললেন, তাঁরা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে ? আমি বললাম তাঁরা বেড়েই চলেছে। তিনি বললেন,নবুয়তের দাবীর আগে তোমরা কি কখনও তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছো ? আমি বললাম , 'না'। তিনি বললেন,'তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন ?' আমি বললাম , 'না'। তবে আমারা তাঁর সহিত একটা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কি করবেন।' আবু সুফিয়ান বলেন, 'একথাটুকু ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি।' তিনি বললেন,' তোমরা কি তাঁর সাথে কখনও যুদ্ধ করেছ ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে ? 'আমি বললাম, 'তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়।' কখনও তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনও আমাদের পক্ষে আসে।' তিনি বললেন,'তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন ?' আমি বললাম,'তিনি বলেনঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করো না এবং তোমাদের বাপ দাদার ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদের সালাত আদায় করার,সত্য কথা বলার, নিষ্কলুষ থাকার এবং আত্নীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেন।' তারপর তিনি অনুবাদককে বললেন, 'তুমি তাকে বল , আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তুমি তার উত্তরে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের । প্রকৃতপক্ষে রাসুলগণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, একথা তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা ? তুমি বলেছ, 'না'। তাই আমি বলছি যে, আগে যদি কেও এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি বলতে পারতাম, এ এমন ব্যক্তি , যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে।

করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি,তাঁর পূর্বপূরুষদের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি না ? তুমি তার উত্তরে বলেছ, 'না'। তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকতেন ,তবে আমি বলতাম , ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি-এর আগে কখনও তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ কিনা ? তুমি বলেছ, 'না'। এতে আমি বুঝলাম ,এমনটি হতে পারে না যে,কেও মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি , শরীফ লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক ? তুমি বলেছ , সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এরাই হন রাসুলের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে ? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি,তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর কেও নারায হয়ে কি ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, 'না'। ঈমানের স্নিগদ্ধতা অন্তরে সাথে মিশে গেলে ঈমান এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি,তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কিনা ?তুমি বলেছ, 'না'। প্রকৃতপক্ষে রাসুলগণ এরূপই চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি , তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন ? তুমি বলেছ , তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মুর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন নামায আদায় করতে,সত্য কথা বলতে ও কলুষমুক্ত থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এ দু'পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন । নিঃসন্দেহে,আমি জানতাম ,তাঁর আর্বিভাব ঘটবে ; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, একথা ভাবিনি। আমি যদি নিশ্চিত জানতাম যে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারব,তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতাম । আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধুয়ে দিতাম। এরপর তিনি রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই পত্রখানি আনতে বললেন, যা তিনি দিহয়াতুল কালবীর মাধ্যমে বসরার শাসকের নিকট পাঠিয়েছিলেন।বসরার শাসক সে চিঠি হিরকেল কে দেয়। হিরাকেল তা পাঠ করলেন । তাতে লেখা ছিল-

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম । (আল্লাহর নামে শুরু,যিনি পরম দয়ালু দাতা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাকেল-এর প্রতি। শান্তি হোক তার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন ,নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরষ্কার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন,তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কেতাব! এসো সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই;যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি,কোন কারও সাথেও তার শরীক না করি এবং আমাদের কেও কাওকে আল্লাহ ব্যতীত রব রূপে মান্য না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তথা ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত না মানে , তবে হে মুসলমানরা তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম। (৩ঃ৬৪)

হযরাত আবু সুফীয়ান বলেন, হিরাকিল যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন,তখন সেখানে শোর হাঙ্গামা বেধে গেল। চীৎকার ও হৈ হল্লা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে দেয়া হল। অতঃপর আমি আমার সঙ্গীদের বললাম , আবু কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালি হয়ে উঠেছে। বনু আসফার এর সম্রাটও তাকে ভয় পাচ্ছেন! তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম,তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিলেন।

ইমাম যুহরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইবনে নাযুর ছিলেন জেরুজালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাকিলের বন্ধু ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের পাদ্রী। তিনি বলেন,

হিরাকেল যখন জেরুজালেম আসেন ,তখন তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তার একজন সহচর বলল,আমরা আপনার চেহারা আজ বিবর্ণ দেখছি । ইবনে নাযুর বললেন, হিরাকল ছিলেন জ্যোতিষী,জ্যোতিবির্দায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের বললেন,আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম খাতনাকারীদের সর্দার আর্বিভূত হয়েছেন।আচ্ছা বলতো, বর্তমান যুগে কোন জাতি খাতনা করে ? তারা বলল, ইয়াহুদীরা ছাড়া কেও খাতনা করে না।কিন্তু তাদের ব্যাপারে যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। অর্থাৎ, এসব ইয়াহুদীর কারণে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার রাজ্যের শহরগুলিতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইয়াহুদীকে মেরে ফেলে। তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল,তখন হিরাকিলের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল,যাকে গাসসানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সম্পর্কে খবর দিচ্ছিলেন।

হিরাকেল তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন,'তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখ,তার খাতনা হয়েছে কি-না । ' তারা তাকে নিয়ে গিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল , তার খাতনা হয়েছে। হিরাকেল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিল,'তারা খাতনা করে।' তারপর হিরাকেল তাদের বললেন, ' ইনিই (হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উম্মতের সর্দার। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এরপর হিরাকল রোমে তাঁর বন্ধু র উদ্দেশ্যে লিখলেন। তিনি জ্ঞানে তার সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাকল হিমস চলে গেলেন। হিমসে থাকতেই তাঁর কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠি এল,যা নাবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আর্বিভাব এবং তিনি ই যে প্রকৃত নাবী -এ ব্যাপারে হিরাকেলের মতের সমর্থন করেছিল। তারপর হিরাকেল তাঁর হিমস প্রাসাদে রোমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দিলেন। দরজা বন্ধ করা হল। তারপর তিনি সামনে

এসে বললেন, হে রোমবাসী! তোমরা কি কল্যাণ,হেদায়াত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও ? তাহলে এই নাবীর বায়আত গ্রহণ কর।' একথা শুনে তারা জংলী গাধার মত উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ অবস্থায় পেল।

হিরাকেল যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন,' ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আন।' তিনি বললেন, 'আমি একটু আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম। একথা শুনে তারা তাকে সাজদা করল এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হল । এই ছিল হিরাকেলের শেষ অবস্থা।

٢ ـ كتاب الإيمان

١ ـ باب قول النبي ﷺ «بُنِيَ الإسلامُ عَلى خَمْس»

وهو قولٌ وفِعلٌ ، ويَزِيدُ وينْقُصُ . قال الله تعالى : ﴿ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ﴾ ﴿ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى ﴾ ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدًى ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ﴾ ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنًا ﴾ وقولُه : ﴿ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا ﴾ . وقولُه جلَّ ذكرُهُ ﴿ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا ﴾ وقولُه تعالىٰ ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴾ والحُبُّ في اللهِ والبُغْضُ في اللهِ مِنَ الإيمان . وكَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز إلى عَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ : إنَّ للإيمانِ فَرائضَ وشَرائعَ وحُدوداً وسُنَناً ، فَمَنِ اسْتكْمَلها اسْتكمَلَ الإيمان ، ومَنْ لم يَسْتكْمِلْها لم يَسْتكْمِل الإيمانَ ، فإن أعِشْ فسأُبَيِّنُها لكم حتى تعملوا بها ، وإنْ أمُتْ فما أنا على صُحْبَتكم بحريص . وقال إبراهيمُ : ﴿ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ﴾ . وقال مُعاذٌ : اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ ساعةً . وقال ابنُ مَسْعودٍ : اليقينُ : الإيمانُ كلُّه . وَقال ابنُ عُمَرَ : لا يَبْلُغُ العَبْدُ حقيقةَ التَّقْوى حتى يَدَعَ ما حاكَ في الصَّدْر . وقال مُجاهِدٌ : ﴿ شَرَعَ لَكُم ﴾ أوصَيْناكَ يا مُحمَّد وإيّاهُ دِيناً واحِداً . وقال ابنُ عَبّاسٍ ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ : سَبيلاً وسُنَّة .

পর্ব (২) ঃ ঈমান (বিশ্বাস)

২/১ . অধ্যায় ঃ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী ঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী ঃ ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি ঃ মুখে স্বীকার এবং কর্মই হল ঈমান, এবং তা বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান দৃঢ় করে নেয় (সুরা ফাতহ্ ৪৮ঃ৪)। আমরা তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ ঃ১৩)। এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের অধিক হিদায়ত দান করেন। (১৯ঃ৭৬) এবং যারা সৎপথে অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের হিদায়ত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেয়। (৪৭ঃ১৭) যাতে মুমিনদেরদের ঈমান বেড়ে যায় (৭৪ঃ৩১) আল্লাহ তা'য়ালা আরও ইরশাদ করেন, ''সে তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বাড়িয়ে দিল ? তারা হল যাঁরা মু'মিন, তাদের ঈমান সে বাড়িয়ে দেয়''-(সুরা আত তাওবাহ ৯/১২৪) এবং তার বাণী, ''সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। একথা তাদের ঈমানের দৃঢ়তা বাড়িয়ে দিল''-(সুরা আল ইমরান ৩/১৭৩)। ''আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বাড়ালো। (সুরা আহযাব ৩৩/১৭৩) ''এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পেল''- (সুরাহ আহযাব ৩৩/২২)

আর আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা ও আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা করা ঈমানের অংশ। হযরাত উমার ইবনে আব্দুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু আদী ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'ঈমানের কতকগুলো ফরয,কতকগুলো হুকুম-আহকাম ,বিধি নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে । এগুলো যে পূর্ণভাবে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান পূর্ণ হয় না। আমি যদি জীবিত থাকি তবে অচিরেই 'তোমাদের কাছে বর্ণনা করব,যাতে তোমরা তার ওপর আমল করতে পার । আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে জেনে রাখ , তোমাদের সহচর্যে থাকার

জন্য আমি লালায়িত নই। হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, 'তবে এ তো কেবল প্রশান্তির জন্য'- (সুরাহ আল বাক্বারাহ ২/২৬)। হযরাত মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু ,'এসো আমাদের সঙ্গে বস,কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।' হযরাত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ইয়াক্বীন হল পূর্ণ ঈমান।' হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'বান্দা প্রকৃত তাকওয়া পৌঁছাতে পারে না,যতক্ষণ পর্যন্ত সে, মনে যে বিষয় সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তা পরিত্যাগ না করে।' মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ,হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি আপনাকে এবং নুহ আলাইহিস সালামকে একই ধর্মের আদেশ করেছি।'-(সুরাহ সুরা ৪২/১৩) । হযরাত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,'অর্থাৎ পথ ও পন্থা'- (সুরা আল মায়িদাহ ৫/৪৮)

٢ ـ باب دُعاؤُكُمْ إيمانكُمْ

٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَىٰ قالَ: أخبرَنا حَنْظَلَةُ بنُ أَبِي سُفْيَان عَنْ عِكْرِمَةَ بْن خَالِدٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِيَ الإسلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصلاةِ ، وإِيتاء الزَّكاةِ ، والحَجِّ ، وصَوْمِ رَمَضَانَ». [الحديث ٨ ـ طرفه في: ٤٥١٥].

২/২ , অধ্যায় ঃ তোমাদের দুআ তোমাদের ঈমান।

মহান রব্বুল আলামীনের বাণী ঃ 'বলে দিন, আমার প্রতিপালক তোমাদের একটুও পরওয়া করবেন না,যদি তোমরা ইবাদত না কর'-(সুরা আল ফুরক্বান ২৫/৭৭)।

সহীহ্ বুখারীর সহীহ্ অনুবাদ
হাদিস নং -৮.

হযরাত উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু------ হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,ইসলামের ভিত্তি পাচঁটি । ১. একথার সাক্ষ্য দান-আল্লাহ তা'আল ব্যতীত ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় হযরাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। ২. নামায ক্বায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া , ৪. হজ্ব করা এবং ৫.রমযান এর সিয়াম পালন করা।

٣ - باب أُمورِ الإيمان

وقول الله تعالى : ﴿لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية .

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরাতে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে কেও আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর ঈমান আনলে ,আখিরাত,ফিরিশতাগণ ,কিতাবসমূহ ও নাবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহর মুহাব্বাতে আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতিম-অভাবগ্রস্থ, মুসাফির,সাহায্য -প্রার্থীদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য সম্পদ দান করলে, নামায কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে। তারাই সত্য পরায়ণ ও তারাই মুত্তাক্বী। (আল বাক্বারাহ ২ঃ১৭৭)" অবশ্যই সফলতা লাভ করেছে মুমিনগণ" (সুরাহ মুমিনুন ২৩/১)

সহীহ্ বুখারীর সহীহ্ অনুবাদ
হাদিস নং -৯

٩ - حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قال: حدثنا أبو عامِرٍ العَقَدِيُّ قال: حدثنا سُليمانُ بنُ بلالٍ عن عبدِ الله بنِ دِينارٍ عن أبي صالحٍ عن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه عنِ النبيِّ ﷺ قال: «الإيمانُ بِضْعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةً ، والحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ».

৯.হযরাত আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরাত নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা আছে। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।

২/৪ অধ্যায় ঃ প্রকৃত মুসলমান সে-ই,যা জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।

٤ - باب المُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

١٠ - حدَّثَنا آدمُ بنُ أَبِي إياسٍ قال: حدَّثَنا شُعْبَةُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي السَّفَرِ وَإِسماعيلَ عنِ الشَّعْبيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رضي اللهُ عنهما عن النبيِّ ﷺ قال: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ مِن لِسانِهِ وَيَدِهِ ، والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهىٰ اللهُ عنه». قال أَبو عبدِ اللهِ وقال أبو مُعاوِيةَ: حدَّثَنا داودُ عن عامِرٍ قال: سَمِعْتُ عبدَ اللهِ عنِ النبيِّ ﷺ. وقال عبدُ الأعلىٰ ، عن داوُدَ عن عامِرٍ عن عبدِ اللهِ عنِ النبيِّ ﷺ. [الحديث ١٠ - طرفه في: ٦٤٨٤].

১০. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সে-ই মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে। হযরাত আবু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমার কাছে দাউদ ইবনে আবু হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন , তিনি বলেছেন যে,আমি আব্দুল্লাহ ইবনে

আমার রাদিয়াল্লাহু কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

২/৫ অধ্যায় ঃ ইসলামে উত্তম জিনিস কোনটি ?

٥ ـ باب أَيُّ الإِسلامِ أَفضَل؟

١١ ـ حدَّثنا سَعيدُ بنُ يَحيىٰ بنِ سَعيدٍ القُرَشِيُّ قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا أبو بُرْدَةَ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي بُرْدَةَ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي موسىٰ رضي اللهُ عنهُ قال: «قالوا: يا رسولَ اللهِ ، أيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ».

১১. হযরাত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, সাহাবে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন ঃ যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

২/৬ অধ্যায় ঃ খাবার খাওয়ানো ইসলামের অর্ন্তভুক্ত

(6/6) ـ باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ (٦/٦)

12 ـ **حدّثنا** عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قالَ: حدّثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِي الله عنهما، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [الحديث ١٢ ـ طرفاه في: ٢٨، ٦٢٣٦].
[م= ك= ١، ب= ١٤، ح= ٤٢، أ= ٦٧٦٥].

১২. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামে কোন কাজটি হল উত্তম ? ফরমালেন,' খাবার খাওয়ানো এবং প্রতিটি মুসলমানকে সালাম করা, যদিও তাকে সে না চেনে।

২/৭ অধ্যায় নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয় স্বীয় ভাইয়ের জন্যও সেটা পছন্দ করা ঈমানের অংশ ঃ

(7/7) ـ باب مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنفسِهِ (٧/٧)

13 ـ **حدّثنا** مُسَدَّدٌ قالَ: حدّثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ حُسَيْنٍ المُعلِّم قال: حدثنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». [م= ك= ١، ب= ١٧، ح= ٤٥، أ= ١٢٨٠١ و١٣٨٧٥].

হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত । হযরাত নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে ,যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

পাঠ করুন

'' সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা''

লেখক ঃ নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

২/৮ অধ্যায় ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত।

(8/8) ـ باب حُبُّ الرَّسولِ ﷺ مِنَ الإيمَانِ (৮/৮)

14 ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ قالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قالَ: حدثنا أَبُو الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله ﷺ قالَ: «**فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ**».

১৪. হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃসেই পবিত্র সত্তার শপথ,যার হাতে আমার প্রাণ , তোমাদের মধ্যে কেও প্রকৃত মুমিন হতে পারে না ,যতক্ষণ না তার নিকট আমি তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়।

15 ـ حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ (ح) وحدثنا آدَمُ قال: حدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قالَ: قالَ النَّبِي ﷺ: «**لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ**».
[م= ك= ١، ب= ١٦، ح٤٤، أ= ١٢٨١٤].

১৫. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেও প্রকৃত মুমিন হতে পারে না , যতক্ষণ না তার নিকট আমি তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়।

২/৯ অধ্যায় ঃ ঈমানের সুস্বাদ

(9/ 9)ـ باب حَلاَوَةِ الإيمَانِ (৮/ ৮)

16 ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالَ: حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قال: حدثنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «**ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ**»
[الحديث ١٦ ـ أطرافه في: ٢١، ٦٠٤١، ٦٩٤١].[م= ك= ١، ب= ١٥، ح= ٤٣، أ= ١٢٠٠٢].

১৬.হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে ,সে ঈমানের স্বাদ লাভ করে ঃ ১. আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার নিকট সমস্ত দুনিয়া হতে প্রিয় হবেন; ২. কারও সহিত যার ভালবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে ; ৩. মুসলমান হওয়ার পর কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপছন্দ করবে।

২/১০ অধ্যায় ঃ আনসারকে ভালবাসা ঈমামের চিহ্ন

(10/ 10)ـ باب عَلاَمَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ (১০/ ১০)

17 ـ حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ قال: حدثنا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبرٍ قال: سَمِعْتُ أَنَساً رضي الله عنه عَنِ النَّبِي ﷺ قال: «**آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ وآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ**». [الحديث ١٧ ـ طرفه ٣٧٨٤].[م= ك= ١، ب= ٣٣، ح= ٧٤، أ= ١٣٦٠٨].

১৭. হযরাত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরাত নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানের আলামত হল আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকের চিহ্ন হল আনসারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

২/১১ অধ্যায় ঃ

(11/ 11)ـ باب (১১/ ১১)

18 ـ حدّثنا أَبُو اليَمَان قال: أخبرَنَا شُعَيْبٌ عن الزُّهْرِيّ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عبدِ اللَّهِ أَنْ عُبادَةَ بنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه ـ وكان شَهِدَ بَدْراً وهُو أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ ـ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال وحَوْلَهُ عِصابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «**بايِعُونِي على أن لاَ تُشْرِكُوا باللَّهِ شَيْئاً ولاَ تَسْرِقوا ولاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وأَرْجُلِكُمْ، ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ، فمنْ وَفَى مِنْكُمْ فأَجْرُهُ على اللَّهِ، وَمَنْ أَصابَ مِن ذلكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ في الدُّنيا فَهُوَ كفَّارَةٌ لَهُ، وَمنْ أَصابَ مِنْ ذلكَ شَيْئاً ثم سَتَرَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شاءَ عَفَا عَنْه وإن شاءَ عَاقَبَهُ**» فَبَايَعْنَاهُ على ذلكَ.
[الحديث ١٨ ـ أطرافه في: ٣٨٩٢، ٣٨٩٣، ٣٩٩٩، ٤٨٩٤، ٦٧٨٤، ٦٨٠١، ٦٨٧٣، ٧٠٥٥، ٧١٩٩، ٧٢١٣، ٧٤٦٨].
[م= ك= ٢٩، ب= ١٠، ح= ١٧٠٩، أ= ٢٢٧٤١].

১৮. হযরাত ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ,যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল আকাবার একজন নাক্বীব,বর্ণনা করেন , রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পাশে সাহাবীদের মধ্যে এক সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আমরা কাছে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কারও শরীক করবে না, চুরি করবে না,ব্যভীচার করবে না,তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না , কাওকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহর কাছে। আর কেও এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা। আর কেও এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়ল এবং আল্লাহ তা পর্দায় রাখল,তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন । তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান তাকে শাস্তি দেবেন। আমরা এর উপর বায়আত গ্রহণ করলাম।

২/১২ অধ্যায় ঃ ফিতনা হলে পলায়ন দীনের অংশ

(12 /12)- باب مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ (১২/ ১২)

19 ـ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ عنْ أبِيهِ عن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّهُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يُوشِكُ أن يَكُونَ خَيرَ مالِ المُسْلِمِ غَنَماً، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبالِ ومَوَاقِعَ القَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ».

[الحديث ١٩ ـ أطرافه في: ٣٣٠٠، ٣٦٠٠، ٦٤٩٥، ٧٠٨٨]

১৯ . হযরাত আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সেদিন নিকটবর্তী , যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টির স্থানে চলে যাবে। ফিতনা হতে সে তার ধর্মে পলায়ন করবে।

২/১৩ অধ্যায় ঃ

(13/ 13) ـ باب قَوْلِ النبي ﷺ: أنَا أعْلَمُكُمْ بالله، وأنَّ المَعْرِفَةَ فِعْلُ القَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] (১৩/ ১৩)

হযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী , ‘ আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ তায়ালাকে অধিক জানি। আল্লাহ তায়ালা প্রতি বিশ্বাস অন্তরের কাজ ।’

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ (অনুবাদ) কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য পাকড়াও করবেন। (সুরা বাক্বারাহ ২/২২৫)

٢٠ ـ حدَّثنا محمدُ بنُ سَلام قال: أخبرَنا عَبْدةُ عنْ هِشَامٍ عنْ أَبِيهِ عنْ عائِشَةَ قالت: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أمَرَهمْ؛ أمَرَهمْ مِنَ الأعمالِ بما يُطِيقُونَ. قالوا: إنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يا رسولَ اللهِ ، إنَّ اللهَ قد غَفَرَ لكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حتى يُعْرَفَ الغَضَبُ في وَجْهِهِ ثُمَّ يقول: إنَّ أتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكمْ باللهِ أنا».

২০. হযরাত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীদের যখন কোন কাজের নির্দেশ দিতেন, তখন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দেশ দিতেন। একদা তাঁরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন, ‘‘ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ তা’আলা আপনাকে আগের ও পরের যা আপাত দৃষ্টিতে খেলাফ আওলা (শ্রেষ্টতর নয় এমন), সে সব কর্মসমূহ হতেও হেফাজতে রেখেছেন।’’* একথা শ্রবণ পূর্বক হুযুর নারায হলেন , এমনকি হুযুরের পবিত্র চেহারায় নারাযের চিহ্ন উদ্ভাসিত হচ্ছিল। পূণরায় ইরশাদ করলেন ঃ তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে আমিই অধিক ভয় করি ও বেশি জানি।

ব্যাখ্যা

*এটি হল উমদাতুল ক্বারীর ব্যাখ্যা। আর এটাই হল এর সঠিক ব্যাখ্যা যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আগের ও পরের সকল ক্রিয়া যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে শ্রেষ্টতরের খেলাফ (অর্থাৎ শ্রেষ্টতর নয় এমন ক্রিয়া) হতেও হেফাজতে রেখেছেন।

হুযুর আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এই আয়াতের তরজমা এইভাবে করেছেন-(অর্থ) সুতরাং, আল্লাহ তায়ালা তোমার কারণে গুণাহ মাফ করেছেন তোমার পূর্বদের ও তোমার পরবর্তীদের।

নুযহাতুল ক্বারীতে আল্লামা শরীফুল হক্ব আমজাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কতৃক তরজমা হল ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার আজকের পূর্বে এবং আজকের ও পরবতীর্ সকল গুণাহ হতে মাহফুজ (সুরক্ষিত) রেখেছেন।

١٤ ـ باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقىٰ في النّارِ مِنَ الإيمان

٢١ ـ حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثَنَا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةَ عنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمانِ: مَنْ كانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِواهُما ، ومَنْ أَحَبَّ عَبداً لا يُحِبُّه إِلَّا لله ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يعودَ فِي الكُفْرِ بعدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ كما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّار». [انظر الحديث: ١٦].

২১. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । হযরাত নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিনটি গুলি যার মধ্যে বিদ্যমান , সে ঈমানের স্বাদ পায়- ১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অন্য সকলের তুলনায় প্রিয়; ২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোন বান্দাকে মুহাব্বাত করে এবং ৩) আল্লাহ তা'আলা কুফর থেকে মুক্তি প্রদানের পর যে কুফর- ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতই অপছন্দ করে।

২/১৫ অধ্যায় ঃ ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরসমূহ আমলের বিবেচনায় ঃ

١٥ ـ باب تَفَاضُلِ أهلِ الإيمانِ في الأعمال

٢٢ ـ حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثَني مالكٌ عن عمرِو بنِ يحيىٰ المازِنِيِّ عنْ أَبيهِ عنْ أَبي سعيدٍ الخُدْرِي رضي الله عنهُ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «يَدْخُلُ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يقولُ اللهُ تعالىٰ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمانٍ ، فَيُخْرَجونَ منها قَدِ اسْوَدُّوا فيُلْقَوْنَ في نَهرِ الحَيَا ـ أو الحياةِ ، شَكَّ مالكٌ ـ فَيَنبتُونَ كما تَنْبُتُ الْحِبَّةُ في جانِبِ السَّيْلِ ، أَلم ترَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْراءَ مُلْتَوِيَةً»؟ .

২২. হযরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । হযরাত নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ ঈমান রয়েছে , তাকে দোযখ থেকে বের করো। এমতাবস্থায় এমনও লোকেদের বের করে আনা হবে, যারা পুড়ে কয়লার ন্যায় কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের হায়াতে কিংবা নহরে হায়াতে ফেলা হবে (হাদিস বর্ণনাকারী মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু শব্দ দুটির কোনটি- এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন)। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে,যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে ওঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলি কেমন হলুদ রংয়ের হয় ও ঘন হয়ে গজায়? হযরাত ওয়াহিব বলেন, ' আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 'হায়া'র স্থলে 'হায়াতুন' ও خردل من ايمان এর স্থলে خردل من خير বর্ণনা করেছেন।

٢٣ ـ حدَّثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ قال: حدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ صالحٍ عن ابنِ شِهابٍ عنْ أَبي أُمامَةَ بنِ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقول: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنا نائمٌ رَأَيتُ النَّاسَ يُعْرَضونَ عليَّ وعليهم قُمُصٌ ، منها ما يبلُغُ الثُّدِيَّ ، ومنها ما دُونَ ذٰلِكَ . وَعُرِضَ عليَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَعليه قميصٌ يَجُرُّهُ. قالوا: فما أَوَّلْتَ ذٰلِكَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: الدينَ».

[الحديث ٢٣ ـ أطرافه في: ٣٦٩١ ، ٧٠٠٨ ، ٧٠٠٩].

২৩. হযরাত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কয়েকজন লোককে আমার সম্মুখে আনা হচ্ছে। আর তাদের পরণে রয়েছে জামা । কারও জামা বুক পর্যন্ত আর কারও জামা এর নীচ পর্যন্ত । আর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে আমার সামনে আনা হল এমন অবস্থায় যে,তিনি তাঁর জামা(অধিক লম্বা হওয়ায়) টেনে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! এর তাবীর কী? ফরমালেন, দীন।

২/১৬ অধ্যায় ঃ লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ

١٦ ـ باب الحَيَاء مِنَ الإيمان

٢٤ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ قال: أخبرَنا مالكُ بنُ أنَسٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ سالمِ بنِ عبدِ اللهِ عنْ أبيهِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَرَّ على رجُلٍ منَ الأنْصارِ ـ وهو يَعِظُ أخاهُ في الحياء ـ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ ، فإنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإيمان». [الحديث ٢٤ ـ طرفه في: ٦١١٨].

২৪. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন আনসারীর সন্নিকট দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার ভাই কে লজ্জা ত্যাগের জন্য নসীহাত করছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইরশাদ করলেন ঃওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

২/১৭ অধ্যায় ঃ

١٧ ـ باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾

অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, নামায কায়িম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও

٢٥ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ المُسْنَدِيُّ قال: حدَّثَنَا أبو رَوحٍ الحَرَمِيُّ بنُ عُمَارة قال: حدَّثَنَا شُعْبةُ عن واقِدِ بنِ محمدٍ قال: سَمِعْتُ أبي يحدِّثُ عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلٰهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، ويُقِيموا الصلاةَ ، ويُؤْتُوا الزَّكاةَ. فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَموا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأموالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الإسلام ، وحسابُهم عَلَى اللهِ».

২৫. হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইরশাদ করলেন ঃ আমি লোকেদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও হযরাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল , আর নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে ,তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত।

١٨ ـ باب مَنْ قال إنَّ الإيمانَ هُوَ الْعَمَلُ

২/১৮ অধ্যায় ঃ যে বলে ঈমানই হল আমল।

٢٦ ـ حدَّثنا أحْمدُ بنُ يونُسَ وموسىٰ بنُ إسماعيلَ قالا: حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ قال: حدثنا ابنُ شِهابٍ عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أيُّ العَمَلِ أفْضَلُ فقال: «إيمانٌ باللهِ وَرَسولِهِ». قيل: ثم ماذا؟ قال: « الجهاد في سبيل الله». قيل: ثُمَّ ماذا؟ قال: «حَجٌّ مَبْرُور». [الحديث ٢٦ ـ طرفه في: ١٥١٩].

২৬. হযরাত আবু হুরাইরাহ রাাদয়াল্লাহ আনহু হতে বাণত । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন আমলটি উত্তম ?' ফরমালেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। জিজ্ঞেস করা হল , অতঃপর কোনটি ? ফরমালেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ।' প্রশ্ন করা হল, অতঃপর কোনটি ? ইরশাদ করলেন ঃ মাকবুল হজ্ব সম্পাদন করা।

١٩ ـ باب إِذَا لم يَكُنِ الإسلامُ عَلَىٰ الحَقيقَةِ ،
وكان عَلَىٰ الاِسْتِسْلامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ القَتْلِ

لِقولهِ تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا﴾ فإذا كان على الحَقِيقة فَهُوَ على قولهِ جَلَّ ذِكرُه: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُۗ﴾.

২/১৯ অধ্যায় ঃ ইসলাম গ্রহণ যদি সঠিক না হয় বরং , বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বা হত্যার ভয়ে হয়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ –

মহান আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী হবেঃ আরব মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম; আপনি বলে দিন, ''তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং তোমরা বল, আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিম হয়েছি।'' (সুরা হুজরাত ৪৯/১৪)

আর ইসলাম গ্রহণ খাঁটি হলে তা হবে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অনুযায়ী ঃ ''নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনিত একমাত্র দীন।'' -(সুরা আল ইমরান ৩/১৯) । ''আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন অন্বেষণ করবে তবে তা গৃহীত হবে না।'' (সুরা আল ইমরান ৩/৮৫)

٢٧ ـ حدَّثَنا أبو اليمان قال: أخبرَنا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قال: أخبرَنا عامِرُ بنُ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاص عن سَعدٍ رضي اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَعْطَىٰ رَهْطاً ـ وَسَعدٌ جالسٌ ـ فتركَ رسولُ اللهِ ﷺ رجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إليَّ. فقلتُ: يا رَسُولَ اللهِ مالَكَ عَنْ فُلانٍ؟ فَوَاللهِ إِني لأَراهُ مُؤْمِناً ، فقالَ: أَوْ مُسلِماً. فَسكتَ قَليلاً ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنهُ فَعُدْتُ لِمَقالَتِي ، فَقُلْتُ: مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً ، فَقَالَ: أَوْ مُسْلِماً. ثمَّ غَلَبَنِي ما أَعلَمُ منه فعُدْتُ لِمَقالَتِي، وعادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قال: «يا سَعدُ ، إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وغيرُهُ أَحَبُّ إِليَّ منهُ ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ في النَّار». ورواه يونُسُ وصالحٌ وَمَعْمَرٌ وَابنُ أخي الزُّهْريِّ عنِ الزُّهْرِيِّ.

[الحديث ٢٧ ـ طرفه في: ١٤٧٨].

২৭. হযরাত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে কিছু প্রদান করলেন। হযরাত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল। তাই আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর ক্বসম ! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি । হুযুর ইরশাদ ফরমালেন ঃ কিংবা মুসলিম । আমি তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম । তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি , তা (ব্যক্ত করার) প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম,আপনি অমুককে দানের ব্যাপারে বিরত রইলেন ? আল্লাহর শপথ! আমি তাকে মুমিন বলেই জানি । ইরশাদ ফরমালেন ঃ কিংবা মুসলিম। তখন আমি চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি , তা (ব্যক্ত করার) প্রবল হয়ে উঠল। আমি বললাম , তার কি হল ? আল্লাহ্‌র শপথ আমি তাকে মুমিন বলেই জানি । ইরশাদ ফরমালেন ঃ কিংবা মুসলিম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি , তা (ব্যক্ত করার) প্রবল হয়ে উঠল। এবং পূণরায় আমি কথা ব্যক্ত করলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূণরায় একই ইরশাদ ফরমালেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন ঃ সাদ ! আমি কখনও ব্যক্তি বিশেষকে দান করি,অথচ অন্যলোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তা এ আশংকায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে) আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন।

এ হাদীস ইউনুস ,সালিহ ,মামার এবং যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ভ্রাতুষ্পুত্র যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٠ ـ باب إِفْشَاء السَّلامِ مِنَ الإسلام

وقال عمَّارٌ: ثَلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فقدْ جَمَعَ الإيمانَ: الإنصافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلامِ لِلْعَالَمِ ، وَالإنْفاقُ مِنَ الإقْتار.

২/২০ অধ্যায় ঃ সালামের বিস্তার ঘটানো ইসলামে অন্তর্ভুক্ত

হযরাত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে পূর্ণ ঈমান লাভ করে ঃ ১) নিজ হতে ইনসাফ করা, ২) বিশ্বে সালামের প্রসার ঘটানো ,এবং ৩) অভাবী অবস্থাতেও দান খয়রাত করা।

٢٨ ـ حدَّثنا قُتَيْبَةُ قال: حدثنا اللَّيْثُ عنْ يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ عنْ أبي الخَيْرِ عنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأل رسولَ اللهِ ﷺ: «أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيرٌ؟ قال: تُطْعِمُ الطَّعامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرِفْ». [انظر الحديث: ١٢].

২৮.হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন,'ইসলামের কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম? হুযুর ইরশাদ করলেন ঃ তুমি লোকেদের খাদ্য খাওয়াবে এবং চেনা অচেনা সকলকে সালাম দেবে।

٢١ ـ باب كُفْرانِ العَشِيرِ ، وكُفْرٍ دون كفرٍ. فيهِ عنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ عنِ النَّبِيِّ ﷺ

২/২১ অধ্যায় ঃ স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্টি । আর এক কুফর (এর পর্যায়) অন্য কুফর থেকে ছোট।

٢٩ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطاءِ بنِ يَسارٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: قال النبيُّ ﷺ: «أُرِيتُ النارَ ، فإذا أكثرُ أهلِها النِّساءُ يَكْفُرْنَ. قيل: أَيَكفُرنَ باللهِ؟ قال: يَكْفُرنَ العَشِيرَ ، ويَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ. لَوْ أحسنتَ إلى إحداهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رأَتْ مِنْكَ شَيئاً قالتْ: ما رَأَيْتُ مِنكَ خَيْراً قَطُّ». [الحديث ٢٩ ـ أطرافه في: ٤٣١ ، ٧٤٨ ، ١٠٥٢ ، ٣٢٠٢ ، ٥١٩٧].

২৯. হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন,হযরাত নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি) তারমধ্যে অধিকাংশই মহিলা ; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে ? হুযুর ইরশাদ করলেন ঃ 'না, তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং অনুগ্রহ অস্বীকার করে।' তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারও প্রতি অনুগ্রহ করতে থাক , এরপর সে তোমার সামান্য কিছু অপছন্দনীয় দেখলেই বলে,' আমি কখনও তোমার নিকট সদ্ব্যবহার পাইনি।

٢٢ ـ باب المَعاصي مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيَّة. ولا يُكَفَّرُ صاحبُها بارْتِكابِها إلاَّ بالشِّرْك

২/২২ অধ্যায় ঃ গুণাহর কাজ জাহিলী যুগের অভ্যাস

٣٠ ـ حدَّثنا سُلَيمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا شُعْبَةُ عن واصِلٍ الأَحْدَبِ عنِ المَعْرورِ قال: لَقِيتُ أبا ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ وعليهِ حُلَّةٌ وعلى غُلامِه حُلَّةٌ ، فسألتُه عنْ ذلكَ فقال: إِنِّي سابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُه بأُمِّه ، فقال لي النبي: «يا أبا ذَرّ ، أَعَيَّرْتَهُ بأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فيكَ جاهِلِيَّة. إِخْوانُكمْ خَوَلُكمْ ، جَعَلَهمُ اللهُ تحتَ أيديكُمْ ، فَمَنْ كانَ أخوهُ تحتَ يدِه فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يأكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ ، ولا تُكلِّفوهمْ ما يَغْلِبُهم ، فإنْ كلَّفتموهُم فأعينوهُم».

[الحديث ٣٠ ـ طرفاه في: ٢٥٤٥ ، ٦٠٥٠].

৩০. হযরাত মারুর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি একদা রাবাযা নামক স্থানে আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু র সহিত সাক্ষাত করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড়(লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর ভৃত্যেরও পরণে অনুরুপ ছিল। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন ঃ আমি একবার জনৈক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইরশাদ করেন ঃ আবু যার ! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন

ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনও অন্ধকার যুগের স্বভাব বিদ্যমান। জেনে রাখো , তোমাদের দাস দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তাদের তোমাদের অধিনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা-ই পরায় । তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না। যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক । যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও,তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সহযোগীতা করবে।

باب ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ فسمَّاهُم الْمُؤْمِنين

অধ্যায় ঃ যদি মুমিনদের মধ্যে দু'দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে ফায়সালা করবে।

٣١ ـ حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ المُبارَكِ حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ حدثنا أيوبُ ويُونُسُ عنِ الحسَن عنِ الأَحْنَف بنِ قَيسٍ قال ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هٰذا الرَّجُل ، فَلَقِيَنِي أبو بكْرةَ فقال: أينَ تُرِيدُ؟ قلتُ: أنصُرُ هٰذا الرَّجُل. قال: ارْجِعْ ، فإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بسَيْفَيْهما فالْقاتِلُ والمقتولُ في النار ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ هٰذا القاتِلُ ، فما بالُ المقتول؟ قال: إنه كان حَرِيصاً على قتلِ صاحبِهِ». [الحديث ٣١ـ طرفاه في: ٦٨٧٥ ، ٧٠٨٣].

৩১. হযরাত আহনাফ ইবনে ক্বায়েস রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) ওই ব্যক্তি (হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে সাহায্যের নিমিত্তে বেরিয়েছিলাম। পথিমধ্যে হযরাত আবু বাকরার সহিত সাক্ষাত হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কোথায় যাচ্ছ ?'আমি বললাম , আমি উক্ত মহান ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি। তিনি বললেন - ফিরে যাও, কারণ , আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখী হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ হত্যাকারী

তো অপরাধী,কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? হুযুর ফরমালেন, 'নিশ্চয়ই সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।'

٢٣ ـ باب ظُلْم دُونَ ظُلْمٍ

২/২৩ যুল্মের ধরণ ঃ

٣٢ ـ حدَّثنا أبو الْوَلِيدِ قال: حدثنا شُعْبَةُ. ح. قال: وحدثني بِشْرٌ قال: حدثنا محمدٌ عنْ شُعْبَةَ عنْ سُلَيمانَ عنْ إبراهِيمَ عنْ عَلْقَمةَ عنْ عبدِ اللهِ قال: لمَّا نزَلتْ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ قال أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ: أيُّنا لم يَظْلِمْ؟ فأنْزَلَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾. [الحديث ٣٢ـ أطرافه في: ٣٣٦٠ ، ٣٤٢٨ ، ٣٤٢٩ ، ٤٦٢٩ ، ٤٧٧٦ ، ٦٩١٨ ، ٦٩٣٧].

৩২ . হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। ''যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি।'' এ আয়াত নাযীল হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীরা বললেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করেনি?' তখন আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াত নাযীল করেন ঃ ''নিশ্চয় শির্ক হল অধিকতর যুলুম''

٢٤ ـ باب علامةِ المنافق

২/২৪ অধ্যায় ঃ মুনাফিকের আলামত

٣٣ ـ حدَّثنا سُلَيمانُ أبو الرَّبيع قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ قال: حدثنا نافِعُ بنُ مالك بنِ أبي عامرٍ أبو سُهَيلٍ عن أبيهعن أبي هُرَيرَةَ عن النبيِّ ﷺ قال: «آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ. إذا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وإذا أُؤْتُمِنَ خان».

[الحديث ٣٣ـ أطرافه في: ٢٦٨٢ ، ٢٧٤٩ ، ٦٠٩٥].

৩৩. হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি - ১.যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ; ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

٣٤ ـ حدَّثنا قَبيصَةُ بنُ عُقْبَةَ قال: حدثنا سُفْيَانُ عنِ الأَعْمشِ عنْ عبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ عنْ مَسْروقٍ عنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كان مُنافِقاً خالصاً ، وَمَنْ كانتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنهنَّ كانتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النفاقِ حتى يَدَعَهَا: إذا أُؤْتُمِنَ خان ، وإذا حدَّث كَذَبَ ، وإذا عاهَدَ غَدرَ ، وإذا خاصَم فَجَرَ» تابعه شُعبةُ عنِ الأعمش.

[الحديث ٣٤ـ طرفاه في: ٢٤٥٩ ، ٣١٧٨].

৩৪. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে ; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালী গালাজ করে । হযরাত শু'বা হযরাত আমাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অনুসরণ করেছেন।

٢٥ ـ باب قِيام ليلةِ القَدْرِ مِنَ الإيمان

২/২৫ অধ্যায় ঃ লাইলাতুল ক্বদরে ইবাদতে রাত্রী জাগরণ ঈমানে শামিল

٣٥ ـ حدَّثنا أبو اليمان قال: أخبرَنا شُعَيبٌ قال: حدثنا أبو الزِّنادِ عن الأعرَجِ عنْ أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [الحديث ٣٥ـ أطرافه ٣٧ ، ٣٨ ، ١٩٠١ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٤].

৩৫. হযরাত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় নেকীর উদ্দেশ্যে ক্বদরের রাতে ইবাদত করবে,তার পূর্বের গুণাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

٢٦ ـ باب الجِهاد مِنَ الإيمان

২/২৬ অধ্যায় ঃ জিহাদ হল ঈমানের অংশ ।

٣٦ ـ حدَّثنا حَرَمِيُّ بنُ حَفْصٍ قال: حدثنا عبدُ الواحِدِ قال: حدثنا عُمارةُ قال: حدثنا أبو زُرْعةَ بنُ عَمرِو بنِ جَرِيرٍ قال: سمعتُ أبا هُرَيرةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «انْتَدبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ ـ لا يُخْرِجُهُ إلاَّ إيمانٌ بي وَتَصْدِيقٌ برُسُلي ـ أَنْ أُرجِعَهُ بما نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنِيمة ، أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنَّة . وَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي ما قَعَدْتُ خَلْفَ سريَّةٍ ، ولَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ في سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ، ثمَّ أُقْتَلُ ثمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُقتَلُ».

[الحديث ٣٦ـ أطرافه في: ٢٧٨٧ ، ٢٧٩٧ ، ٢٩٧٢ ، ٣١٢٣ ، ٧٢٢٦ ، ٧٢٢٧ ، ٧٤٥٧ ، ٧٤٦٣].

৩৬. হযরাত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এবং তার রাসুলের প্রতি ঈমানের কারণে বের হয়ে থাকে ,তবে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে তার পূণ্য বা গাণীমাত সহ ফিরিয়ে আনব কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাব।

আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম, তবে কোন সেনাদলের সঙ্গে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা ভালবাসিযে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই , পুনরায় জীবিত হই , পূনরায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই।

২/২৭ ঃ অধ্যায় ঃ রমাযানের নফল নামায ঈমানের অঙ্গ

٢٧ ـ باب تَطَوُّعِ قِيامِ رَمَضانَ مِنَ الإيمان

٣٧ ـ حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثَني مالكٌ عنِ ابنِ شهابٍ عنْ حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ عنْ أبي هُرَيرةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ قامَ رَمَضانَ إيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ».

[انظر الحديث: ٣٥].

৩৭.হযরাত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় রমাযানের রাতে পূণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(হাওয়ালাঃ- বোখারী শরীফ-৩৮,১৯০১,২০০৮,২০০৯,২০১৪; সহীহ মুসলিম-৭৫৯, সুনানে আবু দাউদ ১৩৭১,সুনানে তিরমীযি ৮০৮,সুনানে নেসায়ী ১৬০১,মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক ৭৭১৯,সুনানে বায়হাক্বী ২য় খন্ড ৪৯২ পৃঃ,মুসনাদে আহমাদ ২য় খন্ড ২৮১)

٢٨ ـ باب صَوْمِ رَمَضانَ احْتِساباً مِنَ الإيمان

২/২৮ অধ্যায় ঃ সাওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালম ঈমানের অঙ্গ

٣٨ ـ حدَّثنا ابنُ سَلام قال: أخبرَنا محمد بنُ فُضَيل قال: حدثنا يَحيىٰ بنُ سَعِيدٍ عنْ أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صامَ رَمَضانَ إيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[انظر الحديث: ٣٥ ، ٣٧].

৩৮. হযরাত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত ,আল্লাহুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানসহ পূণ্যের আশায় সিয়াম ব্রত পালন করে , তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় ।

٢٩ ـ باب الدِّين يُسْر ، وقول النبي ﷺ: «أحبُّ الدِّين إلى اللهِ الحَنيفيَّةُ السَّمْحة»

২/২৯ অধ্যায় ঃ দীন হল সহজ

হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সোজা ও মধ্যপন্থা দীন অধিক পছন্দনীয়।

٣٩ ـ حدَّثنا عبدُ السَّلام بنُ مُطَهَّرٍ قال: حدثنا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بنِ محمدٍ الغَفَارِيِّ عنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعنِ النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فسَدِّدوا وقارِبوا ، وأبْشِرُوا ، واسْتَعِينُوا بالغَدْوَةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ منَ الدُّلْجَةِ». [الحديث ٣٩ ـ أطرافه في: ٥٦٧٣ ، ٦٤٦٣].

৩৯. হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,নিশ্চয় দীন হল সহজ। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দীন তার উপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা সঠিক পন্থা অবলম্বন কর এবং সঠিক পন্থার নিকটে থাক এবং জান্নাতের সু-সংবাদ শ্রবণ কর, সকাল সন্ধায় ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত কর।

٣٠ ـ باب الصَّلاة مِنَ الإيمانِ ، وقول اللهِ تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ يعني صلاتَكم عندَ البَيتِ

২/৩০ অধ্যায় ঃ নামায ঈমানে শামিল

মহান রব্বুল আ'লামীনের বাণী ঃ আল্লাহ এরূপ নন যে,তোমাদের ইমানকে ব্যর্থ করবেন।

অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ মুখী হয়ে আদায়কৃত তোমাদের সলাতকে নষ্ট করবেন না।

٤٠ - حدَّثنا عَمرُو بن خالِدٍ قال: حدثنا زُهَيْرٌ قال: حدثنا أبو إسحاق عنِ البَراءِ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ أوَّلَ ما قَدِمَ المَدِينةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدادِهِ - أو قال أخْوالِهِ - مِنَ الأَنْصارِ ، وأنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تكونَ قِبلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ ، وأنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاةٍ صَلَّاهَا صَلاةَ العَصْرِ ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ ، فَدَارُوا - كَمَا هُمْ - قِبَلَ البَيتِ. وَكَانَتِ اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ؛ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وأَهْلُ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ البَيْتِ أَنْكَرُوا ذٰلِكَ.

قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسحاقَ عنِ البَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى القِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا ، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فيهم. فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾.

[الحديث ٤٠ - أطرافه في: ٣٩٩ ، ٤٤٨٦ ، ٤٤٩٢ ، ٧٢٥٢].

৪০. হযরাত বার'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা হতে হিজরাত করে সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তাঁর নানাদের গোত্রে বা মামা গোত্রে এসে ওঠেন। তিনি ষোল -সতের মাস বাইতুল মাক্বদিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। কিন্তু হুযুরের পছন্দ ছিল যে, তাঁর ক্বীবলা বাইতুল্লাহর দিকে হোক । আর তিনি প্রথম যে সালাত আদায় করেন, তা ছিল আসরের সালাত এবং তাঁর সঙ্গে আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন লোক বের হয়ে এক মাসজিদের মুসল্লী কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তখন রুকু অবস্থায় ছিলেন । তখন তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী

রেখে বলছি যে, এই মাত্র আমি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মাক্কাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এসেছি. তখন তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায় ই বাইতুল্লার দিকে ঘুরে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু যখন বায়তুল মাকদিস এর দিকে সালাত আদায় করতেন তখন ইয়াহুদিদের ও আহলি কিতাবদের নিকট এটা খুব ভাল লাগত;কিন্তু তিনি যখন বাইতুল্লাহর দিকে তাঁর মুখ ফিরালেন তখন তারা এটা খুব অপচ্ছন্দ করল। যুহায়র রাদিয়াল্লাহু বলেন,আবু ইসাহক্ব রাদিয়াল্লাহু হযরাত বারা'আ বর্ণিত হাদিস বিদ্যমান,ক্বিবলার পরিবর্তনের কিছু পূর্বে বেশ কিছু লোক ইনতেকাল করে এবং কিছু লোক শহীদ হয়ে যায়,তাঁদের ব্যাপারে আমরা কি বলব,সেটা আমাদের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেন, (অনুবাদ) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নামায কে বিনষ্ট করবেন না।

পাঠ করুন
সুন্নী দর্পণ পত্রিকা
যোগাযোগ ৯৭৩২০৩০০৩১

٣١ ـ باب حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ

২/৩১ অধ্যায় ঃ সুন্দর ভাবে ইসলাম গ্রহণ

٤١ ـ قالَ مالِكٌ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَها ، وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ القِصاصُ: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ ، والسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عنْهَا».

৪১.হযরাত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে , তিনি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামী সৌন্দর্য গ্রহণ করে,তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার পূর্বের সকল গুনাহকে মাফ করে দেন। তার পরবর্তী প্রতিটি নেকী দশ গুন হতে সাতশ গুন পর্যন্ত হয়। আর একটি অপকর্ম তার সমপরিমান মন্দ প্রতিফল । অবশ্য আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দেন তবে তা অন্য ব্যাপার।

٤٢ ـ حدَّثَنَا إِسْحاقُ بنُ مَنْصورٍ قال: حدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ عنْ هَمَّامٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكم إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها إِلَىٰ سَبْعِمئَةِ ضِعْفٍ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُها تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا».

৪২.হযরাত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেও যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সে যে আমালে সালেহ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (পূণ্য)লেখা হয়। আর সে যে পাপ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই পাপ লেখা হয়।

٣٢ ـ باب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ

২/৩২. অধ্যায় ঃ আল্লাহ তা'য়ালা নিকট নিয়মিত আমল অধিক প্রিয়

٤٣ ـ حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى حدثنا يَحيىٰ عنْ هِشَامٍ قالَ: أخبَرَنِي أبي عن عائشَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيها وَعِنْدَها امرأةٌ. قال: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنَةُ ـ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا ـ قال: «مَهْ ، عليكم بما تُطِيقون ، فوَاللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حتَّى تَمَلُّوا». وكان أَحَبَّ الدِّينِ إليهِ مادامَ عليهِ صاحِبُهُ. [الحديث ٤٣ ـ طرفه في: ١١٥١].

৪৩. হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর নিকট আসেন,তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উত্তর দিলেন, অমুক মহিলা,এ বলে তিনি তাঁর নামাযের কথা উল্লেখ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ থাম, তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ,ততটুকুই তোমাদের করা উচিৎ । আল্লাহর শপথ ! আল্লাহ তা'য়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত সাওয়াব দিতে বিরত হন না,যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়। আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল সেটাই, যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।

٣٣ ـ باب زِيادَةِ الإيمانِ وَنُقْصَانِهِ ، وقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى﴾ ﴿وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنًا﴾ وقال: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فإذا ترك شيئاً من الكمالِ فهوَ ناقِص

৩৩ অধ্যায় ঃ ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস

আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ এবং আমি তাদের মধ্যে হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছি। সুরা কাহাফ ১৮/১৩) যাতে মুমিনদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। সুরা মুদাস্সির ৭৪/৩১) তিনি আরও ইরশাদ করেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম - সুরা আল মায়েদাহ৫/৩ । পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেওয়া হলে তা অপূর্ণ হয়।

٤٤ ـ حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قالَ: حدَّثَنا هِشَامٌ قال: حدثنا قَتَادةُ عنْ أَنَسٍ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قال: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وفي قَلبِهِ وَزْنُ شَعِيرةٍ مِن خَير ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَال: لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وفي قَلبِهِ وزنُ بُرَّةٍ مِنْ خَير ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْر».

قال أبو عبدِ اللهِ: قال أَبَانُ: حَدَّثنا قَتَادَةُ حدثنا أَنَسٌ عنِ النبيِّ ﷺ: «مِنْ إِيمانٍ» مَكَانَ «مِنْ خَيْر». [الحديث ٤٤ ـ أطرافه في: ٤٤٧٦ ، ٦٥٦٥ ، ٧٤١٠ ، ٧٤٤٠ ، ٧٥٠٩ ، ٧٥١٠ ، ٧٥١٦].

৪৪. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমানও পূণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমানও পূণ্য বিদ্যমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অনু পরিমানও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আবু আব্দুল্লাহ বলেন, আবান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এবং তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে নেকীর স্থলে ঈমান শব্দটি রিওয়ায়াত করেছেন। (৪৪৭৬, ৬৫৬৫,৭৪১০,৭৪৪০,৭৫০৯,৭৫১০,৭৫১৬ ; মুসলিম ১/৮৪ হাদিস ১৯৩, আহমাদ ১২১৫৪)।

٤٥ ـ حدَّثنا الحَسنُ بنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بنَ عَونٍ حدَّثَنَا أَبو العُمَيْسِ أخبَرَنا قَيسُ بنُ مُسْلِمٍ عنْ طارِقِ بنِ شِهابٍ عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَن رَجُلاً مِنَ اليهودِ قال لهُ: يا أميرَ المؤْمِنينَ ، آيـةٌ في كِتابِكم تَـقْرَؤونَها لو علينا مَعْشَرَ اليهودِ نَزَلَتْ لاتَّخَذْنَا ذٰلكَ اليومَ عِيداً. قال: أيُّ آيةٍ؟ قال: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ قَالَ عُمَرُ: قدْ عَرَفْنا ذٰلكَ اليومَ وَالمَكَان الذي نَزَلَتْ فيهِ عَلَىٰ النبيِّ ﷺ: وَهُوَ قائمٌ بِعَرَفةَ ، يومَ جُمُعة. [الحديث ٤٥ ـ أطرافه في: ٤٤٠٧ ، ٤٦٠٦ ، ٧٢٦٨].

৪৫.হযরাত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , জনৈক ইহুদি বললঃ হে , আমিরুল মুমিনীন! আপনাদের কেতাবে একটি আয়াত রয়েছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের জাতির উপর অবতীর্ণ হত,তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে খুশির দিন হিসাবে পালন করতাম । তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বললঃ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনিত করলাম-(সুরাহ মায়েদাহ ৫/৩) । হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন আর সেটা ছিল জুমু'য়ার দিন। (৪৪০৭,৪৬০৬,৭২৬৮,মুসলিম ৪৩/১ হাদিস ৩০১৭)

٣٤ ـ باب الزَّكاة مِنَ الإسلامِ ، وقولُهُ:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾

অধ্যায় ঃ যাকাত ইসলামের মধ্যে গণ্য ।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ তাদের হুকুম করা হয়েছিল,আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তারই ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে, যাকাত আদায় করতে। আর এই হল সঠিক দীন।

٤٦ ـ حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثني مالِكُ بنُ أَنَسٍ عنْ عَمِّهِ أبي سُهَيلِ بنِ مالكٍ عن أبيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ يقولُ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثائرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوتِهِ ولا يُفْقَهُ ما يَقُولُ ، حتىٰ دَنا ، فإذَا هُوَ يَسْأَلُ عنِ الإسْلامِ ، فَقَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ والليلةِ. فقال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال: لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ. قال: رسُولُ اللهِ ﷺ: وَصِيامُ رَمَضَانَ. قالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قال: لا ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ. قال: وَذَكَرَ له رسولُ اللهِ ﷺ الزَّكاةَ ، قال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال: لا ، إِلاَّ أَن تَطَوَّعَ. قال: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يقولُ: وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا ولا أَنقُصُ. قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

[الحديث ٤٦ ـ أطرافه في: ١٨٩١ ، ٢٦٧٨ ، ٦٩٥٦].

৪৬. হযরাত তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত , তিনি বলেন নাজদবাসী এক ব্যক্তি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকটে হাজির হল তার মাথার চুল ছিল এলমেলো। আমরা তার কথায় মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সে কি বলছিল আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না । এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন;দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে বলল,আমার উপর এ ছাড়া আরও নামায আছে? তিনি বললেন,'না',তবে নফল আদায় করতে পার । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,আর রমযানের রোযা। সে বলল, আমার উপর এ ছাড়া আরও রোযা আছে ? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,'না', তবে নফল আদায় করতে পার। বর্ণনা কারী বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্মুখে যাকাত সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। সে বলল, আমার উপর এছাড়া আরও দেয় রয়েছে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,না',তবে নফল হিসাবে দিতে পার।'

বর্ণনাকারী বলেন,'সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন, 'আল্লাহর ক্বসম ! আমি এর হতে বেশিও করব না এবং কমও করব না ।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে সফল হবে যদি সত্য বলে থাকে।'

٣٥ ـ باب اتِّباع الجَنَائِزِ مِنَ الإيمانِ

২/৩৫ অধ্যায় ঃ জানাযার পিছনে থাকা ঈমানের অঙ্গ

٤٧ ـ حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَلِيٍّ الْمَنْجوفيُّ قال: حدَّثَنَا رَوْحٌ قال: حدَّثَنَا عَوْفٌ عنِ الحسنِ ومحمدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن اتَّبَعَ جَنازَةَ مُسْلمٍ إيماناً واحْتِساباً ، وَكَانَ مَعَهُ حتى يُصَلَّى عليها وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِها ، فإنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بقيراطَيْنِ كلُّ قِيراطٍ مِثلُ أُحُدٍ. ومَنْ صَلَّى عليها ثمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فإنَّهُ يَرْجِعُ بِقيراطٍ».

تابَعَهُ عُثمانُ المُؤَذِّنُ قال: حدَّثَنا عَوفٌ عنْ محمدٍ عن أبي هُرَيرةَ عنِ النبيِّ ﷺ... نَحْوَهُ.

[الحديث ٤٧ ـ طرفاه في: ١٣٢٣ ، ١٣٢٥].

৪৭.হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মুসলমান জানাযায় অনুগমন করে এবং তার সলাতে জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে , সে দুই ক্বীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি ক্বীরাত হল উহুদ পর্বতের ন্যয়। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে , তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে , সে এক ক্বীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। হযরাত উসমান আল -মুয়াযযিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনূরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

٣٦ ـ باب خوف المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لا يَشْعُرُ

২/৩৬ অধ্যায় ঃ অজান্তে মু'মিনেব আমল বিনষ্ট হবার ভয়

وقال إبراهيمُ التَّيْمِيُّ: ما عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَىٰ عَمَلِي إلاَّ خَشِيتُ أَنْ أكونَ مُكَذِّباً. وقالَ ابنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أدْرَكتُ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ ﷺ كلُّهمْ يَخافُ النِّفاقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، ما مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقولُ إنَّهُ عَلَىٰ إيمانِ جِبْرِيلَ وَمِيكائيلَ. وَيُذْكَرُ عن الحسَنِ: ما خافَهُ إلاَّ مُؤْمِنٌ ، ولا أَمِنَهُ إلاَّ مُنافِقٌ ، وما يُحْذَرُ مِنَ الإصْرارِ عَلَىٰ النِّفَاقِ والعِصْيانِ مِنْ غَيرِ تَوْبَةٍ ، لِقَولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

হযরাত ইবরাহীম তায়মীয়ু রাহমাতুল্লাহি আলাই বলেনঃ আমার আমলের সাথে যখন আমার কথা তুলনা করি তখন আশঙ্কা হয়,আমাকে যেন মিথ্যাবাদী দলভুক্ত না করে দেওয়া হয়। ইবনু আবু মুলায়কাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এমন ত্রিশজন সাহাবীকে

পেয়েছি,যাঁরা সকলেই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয় করতেন। তাঁরা কেও এ কথা বলতেন না যে,তিনি জীবরাইল আলাইহিসসালাম ও মীকাইল আলাইহিস সালাম এর তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান বাসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত। নিফাকের ভয় মু'মিনিই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিত থাকে। তাওবা না করে পরস্পর লড়াই করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে সর্তক থাকা । কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং তাঁরা (মুত্তাকিরা) যা করে ফেলে তার পূনরাবৃত্তি করে না।"

٤٨ ـ حدَّثنا محمدُ بنُ عَرْعَرَةَ قال: حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ زُبَيْدٍ قال: سَأَلْتُ أبا وائِلٍ عنِ المُرْجِئةِ ، فقال: حدَّثني عبدُ اللهِ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «سِبابُ المُسْلِمِ فُسوقٌ وَقِتالُهُ كُفْر».

[الحديث ٤٨ ـ طرفاه في: ٦٠٤٤ ، ٧٠٧٦].

৪৮. যুবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি বলেন ঃ আমি আবু ওয়াইল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মুরজিআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম,তিনি বললেন, আমাকে হযরাত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস বর্ণনা করেছেন যে,নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন,মুসলমানদের গালী দেওয়া ফিস্‌ক এবং তাদের সহিত লড়াই করা হল কুফ্‌র।

٤٩ ـ أخبرَنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جَعْفَرٍ عنْ حُمَيدٍ عنْ أَنَسٍ قال: أخبرَني عُبادةُ بنُ الصامِتِ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بليلةِ القَدْرِ ، فتَلاحى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمينَ ، فقال: إنِّي خَرَجتُ لأُخْبِرَكُمْ بِليلةِ القَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلاحى فُلانٌ وَفُلانٌ فرُفِعتْ ، وعَسَى أَنْ يَكونَ خَيراً لكم ، الْتَمِسوها في السَّبْعِ والتِّسْعِ والخَمْس».

[الحديث ٤٩ ـ طرفاه في: ٢٠٢٣ ، ٦٠٤٩].

৪৯.হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,আমাকে ওবাদাতা ইবনু সামিত খবর দিয়েছেন-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হলেন। তখন দুজন ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,আমি তোমাদের লাইলাতুল ক্বদরের খবর দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম ; অবশ্য অমুক অমুক ঝগড়া করছিল। ফলতঃ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে(লাইলাতুল ক্বদরের নির্দিষ্ট দিন সম্পর্কিত জ্ঞান)। আর হয়ত এটা হতে পারে তোমাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক। তোমরা লাইলাতুল ক্বদরের নামায সাতাশ,উনত্রিশ কিংবা পঁচিশের রাত্রিতে অনুসন্ধান করবে। (বোখারী শরীফ ২০২৩-,৬০৪৯)

٣٧ ـ باب سُؤالِ جِبْرِيلَ النبيَّ ﷺ عنِ الإيمانِ ، والإسلامِ ، والإحْسَانِ ، وعِلم السَّاعةِ وبيانِ النبيِّ ﷺ له. ثمَّ قال: جاءَ جِبريلُ عليهِ السلامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ، فَجَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ دِيناً. وما بَيَّنَ النبيُّ ﷺ لِوَفْدِ عبدِ القَيْسِ مِنَ الإيمانِ. وقوله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

২/৩৭ অধ্যায়ঃ হযরাত জিববাইল আলাইহিস্ সালাম কতৃক আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ঈমান,ইসলাম,ইহসান ও ক্বীয়ামাত জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন ঃ

স্বয়ং জিবরাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ঈমান,ইসলাম,ইহসান,ও কীয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন আর তাঁকে দেয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তর। তারপর হুযুবসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-হযরাত জ্রীবাইল আলাইহিস সালাম তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে তালিম দিতে এসেছিলেন। সুতরাং নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই সমস্ত বিষয়কে দ্বীন বলে

অ্যাখায়িত করেছেন। ঈমান সম্পর্কে আব্দুস কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যে বিবরণ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেনঃ কেও ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না। (সুরা আল ইমরান ৩/৮৫)

٥٠ ـ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ أخبرَنا أبو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عنْ أَبِي زُرْعَةَ عن أَبِي هُرَيرةَ قال: كانَ النبيُّ ﷺ بارِزاً يَوْماً للنَّاسِ ، فأتاهُ رَجُلٌ فقالَ: ما الإيمانُ؟ قال: الإيمانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ ، وَمَلاَئِكَتِهِ ، وَبِلِقَائِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وتُؤْمِنَ بالبَعْثِ. قال: ما الإسْلامُ؟ قال: الإسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ ولا تُشْرِكَ بِهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَصومَ رَمَضَانَ. قال: ما الإحْسَانُ؟ قال: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فإِنْ لمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَراكَ. قال: مَتَى السَّاعةُ؟ قال: ما المسؤولُ عنها بأعلمَ مِنَ السائلِ. وسأُخبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِها: إذا وَلَدَت الأَمَةُ رَبَّها؛ وإِذَا تَطَاوَلَ رُعاةُ الإِبِلِ البُهْمِ في البُنْيانِ ، فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ. ثُمَّ تَلا النبيُّ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ الآيةَ. ثمَّ أَدْبَرَ. فقال رُدُّوهُ. فلم يَرَوا شَيئاً. فقال: هٰذا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ. قال أبو عَبدِ اللهِ: جَعلَ ذٰلكَ كلَّهُ مِنَ الإيمانِ.

[الحديث ٥٠ ـ طرفه في: ٤٧٧٧].

৫০ঃ হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা নাবী কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন,এমন সময় তাঁর নিকট হযরত জীব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে জিজ্ঞাসা করলেন-ঈমানের সংগা কী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন-ঈমান হল যে, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো;এবং তার ফারিশ্তার উপর;এবং তার সহিত সাক্ষাতের উপর;তার রসুলের উপর;এবং মৃত্যুর পর জিবীত হওয়ার উপর। আবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করলেন-ইসলামের সংগা কী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,ইসলাম হল,তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সহিত কাউকেও শরীক করবে না; নামায কায়েম কর আর ফরয যাকাত আদায় কর;রমযানের রোযা রাখ। হযরত জিবরাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূনরায় জিজ্ঞাসা করলেন-ইহসানের

সংগা কী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,'তুমি আল্লাহ তা'য়ালার এরূপভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছো। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও,তবে (বিশ্বাস রাখ) তিনি তোমাকে দেখছেন।' হযরাত জিবরাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূনরায় জিজ্ঞাসা করলেন - ক্বীয়ামত কবে হবে? হুযুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. ইরশাদ করলেন,'এ ব্যপারে, যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে,তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি শীঘ্রই তোমাকে তার কিছু লক্ষণ বর্ণনা করবো। বাঁদি যখন তাঁর প্রভুকেপ্রসব করবে এবং উটের নগন্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মানে প্রতিযোগিতা করবে। (ক্বীয়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অর্ন্তভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জ্ঞাত নয়। অতঃপর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তেলায়াত করলেনঃ ক্বীয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট..।(সুরা লোকমান ৩১/৩৪)

পূনরায় জিবরাইল আলাইহিস সালাম পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,তাঁকে পূনরায় ডাকো। তখন সাহাবীরা আর কাউকে দেখতে পেলেন না। হুযুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-তিনি জিবরাইল ছিলেন,যিনি লোকেদেরকে তাদের দ্বীন শেখানোর নিমিত্তে এসেছিলেন।

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যাবতীয় বিষয়তে দ্বীন বলে গন্য করেছেন।

٣٨ ـ باب

٥١ ـ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حَمْزَةَ قال: حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ صالحٍ عن ابنِ شِهابٍ عنْ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ الله أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ قال: أَخْبَرَني أبو سُفيانَ أنَّ هِرَقْلَ قال لهُ: سَأَلْتُكَ هل يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصونَ فَزَعَمتَ أَنَّهم يَزِيدونَ ، وكذٰلك الإيمانُ حتَّى يَتمَّ. وسألْتُك هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدينهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه؟ فَزَعَمْتَ أنْ لا ، وكذلك الإيمانُ حينَ تُخالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلوبَ لا يَسْخَطُه أحَدٌ. [انظر الحديث ٧].

৫১. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু সুফিয়ান ইবনু হারব আমার নিকট বর্ণনা করেন,হিরাক্লিয়াস তাঁকে বলে ছিল ,আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা ইমানদারগণ সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি উত্তর দিয়েছিলে, তারা সংখ্যায় বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপারে এরূপই থাকে যতক্ষণ না তা পূর্ণতা লাভ করে। আর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেও তাঁর দ্বীন গ্রহণ করার পর তা অপছন্দ করে মুরতাদ হয়ে যায় কি-না ? তুমি উত্তর দিয়েছিলে,'না'। প্রকৃত ঈমান এরূপই , ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপছন্দ করে না।

٣٩ ـ باب فضل مَن اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

অধ্যায়ঃ ২/৩৯ ওই ব্যক্তির ফযীলাত যে স্বীয় দ্বীন হেফাজত করার জন্য সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করেঃ

٥٢ ـ حدَّثنا أبو نُعَيم حدَّثنا زَكرِيَّاءُ عن عامِرٍ قال: سمعتُ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ يقول: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «الحَلالُ بيِّنٌ ، والحَرَامُ بيِّنٌ ، وَبَيْنَهما مُشبَّهاتٌ لا يَعْلَمُها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ. فمن اتَّقَى المُشَبَّهاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وعِرْضَهِ ، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ كراعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشكُ أَنْ يُواقعَه. أَلا وإنَّ لكلِّ مَلِكٍ حِمىً ، أَلا إنَّ حِمَى اللهِ في أَرْضِهِ مَحارِمُهُ. أَلا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّه ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كله ، ألاَ وَهِيَ الْقَلْبُ». [الحديث ٥٢ ـ طرفه: ٢٠٥١].

৫২. হযরাত নুমান ইবনু বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি বলেনঃআমি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে,হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এই দুয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহেজনক বিষয়সমূহ যা অনেকেরই অজানা । যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহে

লিপ্ত হয়ে পড়ে,তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়,যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশে পাশে চরায়, অচিরেই সেগুলির সে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখ যে,প্রত্যেক বাদশারই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে । আরও জেনে রাখ যে,আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নিষিদ্ধ কাজ সমূহ। জেনে রাখো শরীরের মধ্যে একটি গোশ্তের টুকরো আছে,তা যখন ঠিক হয়ে যায়,গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়,গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ ,সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর। (বোখারী ২০৫১; মুসলিম ২২/২০ হাদিস ১৫৯৯,আহমাদ ১৮৩৯৬,১৮৪০২)

٤٠ ـ باب أداء الخُمُسِ مِنَ الإيمانِ

২/৪০ অধ্যায় ঃ গণীমতে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা ইমানের মধ্যে শামিল।

٥٣ ـ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ الجَعْدِ قال: أخبرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي جَمْرَةَ قال: كنتُ أَقْعُدُ معَ ابنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُني على سَرِيره ، فقالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لكَ سَهْماً مِنْ مالي. فأقمتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ قال: إنَّ وفدَ عبدِ القَيْسِ لما أَتَوُا النبيَّ ﷺ قال: مَنِ القَوْمُ ـ أوْمَنِ الْوَفْدُ؟ ـ قالوا: رَبيعةُ. قال: مَرْحَباً بالقَوْمِ ـ أَوْ بالوَفْدِ ـ غيْرَ خَزايا ولا نَدَامَى. فقالوا: يا رسولَ اللهِ ، إنَّا لا نَسْتَطيعُ أَنْ نأْتِيكَ إلاَّ في الشَهر الحرَام ، وبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هذا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، فَمُرْنا بَأمرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ به مَنْ وَرَاءَنَا ، وَنَدخُلُ به الجنَّةَ وسألوهُ عنِ الأشْرِبَةِ. فَأَمَرَهم بأرْبَع وَنَهاهُم عن أربع: أَمَرَهم بالإيمان باللهِ وحدَه. قال: أَتَدْرُونَ ما الإيمانُ باللهِ وحدَهُ؟ قالُوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ ، قال: شَهادَةُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَأَنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، وإقامُ الصلاةِ ، وإيتاءُ الزَّكاةِ ، وصِيامُ رَمَضَانَ ، وأَنْ تُعطوا مِنَ المَغْنَم الخُمُسَ. وَنَهاهُمْ عن أربَع: عنِ الحَنْتَمِ ، والدُّبَّاءِ ، والنَّقِير ، والمُزفَّت ـ ورُبَّما قال: المقَيَّر ـ وقال: احفَظوهنَّ ، وأخبِروا بهنَّ مَنْ وراءَكم. [الحديث ٥٣ ـ أطرافه في: ٨٧ ، ٥٢٣ ، ١٣٩٨ ، ٣٠٩٥ ، ٣٥١٠ ، ٤٣٦٨ ، ٤٣٦٩ ، ٦١٧٦ ، ٧٢٦٦ ، ٧٥٥٦].

৫৩.হযরাত আবু জামরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ তুমি আমার কাছে যেও, আমি তোমাকে আমার ধন-সম্পদ হতে কিয়দংশ প্রদান করব। আমি তাঁর সাথে দু'মাস থাকলাম। অতঃপর একদা তিনি বললেন, আব্দুল ক্বায়েস-এর প্রতিনিধি দল আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট আগমন করলে ,হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-"তোমরা কোন গোত্রের?" কিংবা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,কোন দলেব প্রতিনিধি ? তার বলল,রাবীআ গোত্রের । তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমালেন-"স্বাগতম সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই আগমন করেছে।" তারা বলল ,হে,আল্লাহর রাসুল ! শাহরুল হারাম ব্যতুত অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রীয় কাফিরদের বসবাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট নির্দেশ দেন,যাতে করে আমরা যাদের পিছনে এসেছি তাদের অবগত করাতে পারি এবং যাতে করে আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারি । তারা পানীয় সমন্ধেও জিজ্ঞেস করল। তখন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ এবং চারটি বিষয় হতে নিষেধ করলেন। তাদেরকে 'এক আল্লাহ'তে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বললেনঃ এক আল্লাহর প্রতি কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তা কি তোমরা অবগত আছ? তাঁরা বললেন,'আল্লাহ ও তার রসুলই অধিক জ্ঞাত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমালেন-তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দেওয়া যে,

আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল এবং সলাত প্রতিষ্ঠা করা,যাকাত আদায় করা , রমযানের সিয়ামব্রত পালন করা;আর তোমরা গানীমাতের মাল হতে এক - পঞ্চমাংশ আদায় করবে। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয় হতে বিরত থাকতে বললেন । আর তা হচ্ছেঃ সবুজ কলস, শুকনো কদুর খোল , খেজুর বৃক্ষের গুড়ি হতে তৈরী বাসন এবং আলকাতরা দ্বারা রাঙ্গানো পাত্র। রাবী বলেন, বর্ণনাকারী (মুযাফ্ফাত এর স্থলে) কখনও আন্নাক্বীর উল্লেখ করেছেন (দু'টিশব্দের অর্থ একইরূপ)। তিনি আরও বলেন , তোমরা এ বিষয়গুলো ভালো করে জেনে নাও এবং অন্যদেরও এগুলো অবগত কর।

٤١ ـ باب ما جاءَ أنَّ الأعمالَ بالنِّيَّةِ والحِسبةِ ، ولكلِّ امرىءٍ ما نَوَىٰ. فدخَلَ فيهِ الإيمانُ والوُضوءُ والصلاةُ والزَّكاةُ والحجُّ والصومُ والأحكامُ. وقال اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ عَلَى نيَّتِه. وَنَفَقةُ الرَّجُلِ على أهلِهِ ـ يَحْتَسِبُها ـ صدَقَةٌ. وقال: ولكنْ جِهادٌ ونِيَّة

২/৪১ অধ্যায়ঃ আমাল সমূহ সংকল্প ও পূণ্যের আকাঙ্খা অনুযায়ী, প্রতিটি ব্যক্তির প্রাপ্য তার সংকল্প অনুযায়ী।

সুতরাং, ঈমান ওযূ ,সলাত, যাকাত, হাজ্জ,সিয়াম এবং অন্যান্য বিধানসমূহ সবই এর অর্ন্তভুক্ত।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ "বলুন,প্রত্যেকেই আপন স্বভাব অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে থাকে।" (সুরা আল ইস্‌রা ১৭/৮৪)

অর্থাৎ ,সংকল্প অনুসারে। মানুষ তার পরিবার বর্গের জন্য পূণ্যের আশায় যা ব্যয় করে তা সাদক্বাহ। নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-তবে কেবল জিহাদ ও নিয়াত অবশিষ্ট রয়েছে।

٥٤ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ قال: أخبرَنا مالكٌ عن يَحيىٰ بنِ سَعيدٍ عنْ محمدِ بنِ إبراهيمَ عنْ عَلْقَمَةَ بنِ وَقَّاصٍ عن عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الأعمالُ بالنِّيَّةِ ، ولِكلِّ امرىءٍ ما نَوَى ، فَمَنْ كانتْ هِجْرَتُه إلى اللهِ ورسولِهِ فهجرتهُ إلى اللهِ ورسولِهِ ، وَمَنْ كانتْ هِجرتُه لِدُنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَتزوَّجُها فهجرتهُ إلى ما هاجرَ إليه». [انظر الحديث: ١].

৫৪.হযরাত ওমার ইবনে খাদ্দাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,সকল কর্ম নিয়াত গুলির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে , যা সে নিয়াত করে। সুতরাং যার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরাত আল্লাহ ও রসুলের দিকে হবে। আর যার হিজরাত দুনিয়া অর্জন কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে তাঁর হিজরাত সে উদ্দেশ্যেই হবে।(মুসলিম ৩৩/৪৫ হাঃ ১৯০৭,আহমাদ ১৬৮)

٥٥ ـ حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ قال: حدَّثَنا شُعبةُ قال: أخبرَني عَدِيُّ بن ثابتٍ قال: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ يَزيدَ عنْ أبي مَسْعودٍ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ على أَهْلِهِ يَحْتَسِبُها فَهُوَ له صَدَقَة». [الحديث ٥٥ ـ طرفاه في: ٤٠٠٦ ، ٥٣٥١].

৫৫.হযরাত আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,মানুষ স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য পূণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে তখন সেটা তার জন্য সাদক্বাহ হয়ে যায়। (বোখারী ৪০০৬,৫৩৫১)

٥٦ ـ حدَّثنا الحَكَمُ بنُ نافعٍ قال: أخبرَنا شُعَيبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قال: حدَّثَني عامرُ بنُ سعْدٍ عن سعدِ بنِ أبي وَقَّاص أنَّهُ أخبرَهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِها وجهَ اللهِ إلَّا أُجِرْتَ عليها ، حتَّىٰ ما تَجْعَلُ في في امرأتِكَ». [الحديث ٥٦ ـ أطرافه في: ١٢٩٥ ، ٢٧٤٢ ، ٢٧٤٤ ، ٣٩٣٦ ، ٤٤٠٩ ، ٥٣٥٤ ، ٥٦٥٩ ، ٥٦٦٨ ، ٦٣٧٣ ، ٦٧٣٣].

৫৬.হযরাত সা'আদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় করনা কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।' (বোখারী শরীফ ১২৯৫,২৭৪২,২৭৪৪,৩৯৩৬,৪৪০৯,৫৩৫৪, ৫৬৫৯,৫৬৬৮,৬৩৭৩,৬৭৩৩ মুসলিম ২৫/১)

২/৪২ঃ হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণীঃ মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য,তার রসুলের সন্তুষ্টির জন্য ,মুসলিম নেতৃত্ববৃন্দের জন্য এবং সমগ্র মুসলিমের জন্য কল্যান কামনা করা হল দ্বীন। আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ যদি আল্লাহ্ ও তার রসুলের প্রতি আস্থা রাখে।' (সুরাহ আত্-তাওবাহ্ ৯/৯১)

٤٢ ـ باب قولِ النبي ﷺ: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، وقولِه تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

অধ্যায় ঃ ২/৪২ . অধ্যায় ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ঃ দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর রসুলের জন্য,মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সমগ্র মুসলিম জন্য।"

٥٧ - حدّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدَّثَنا يحيى عن إسماعيلَ قال: حدَّثني قَيسُ بنُ أبي حازِم عنْ جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: «بايَعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ على إقامِ الصلاةِ ، وإيتاءِ الزَّكاةِ ، والنُّصْحِ لِكلِّ مُسْلم». [الحديث ٥٧ ـ أطرافه في: ٥٢٤ ، ١٤٠١ ، ٢١٥٧ ، ٢٧١٤ ، ٢٧١٥ ، ٧٢٠٤].

৫৭.হযরাত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল-বাজালী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বায়'য়াত গ্রহণ করেছি সলাত কায়েম করার ,যাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের মঙ্গল কামনা করার। বোখারী ৫২৪,১৪০১, ২১৫৭,২৭১৪,২৭১৫,৭২০৪;মুসলিম ১/২৩)

٥٨ - حدَّثنا أبو النُّعْمَانِ قال: حدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ عن زِيادِ بنِ عِلاقةَ قال: سَمِعْتُ جَرِيرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ يومَ ماتَ المغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وأثْنىٰ عليهِ وقال: عليكمْ باتِّقاءِ اللهِ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ ، والوقارِ والسَّكِينةِ ، حتَّى يأْتِيَكمْ أميرٌ ، فإِنَّما يَأْتِيكمُ الآنَ. ثُمَّ قال: اسْتَعْفوا لأَميرِكمْ ، فإِنَّهُ كانَ يُحِبُّ العَفْوَ. ثم قال: أما بعدُ فإِنِّي أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ قلتُ: أُبايِعُكَ على الإِسْلَامِ. فَشَرَطَ عَلَيَّ: «والنَّصْحِ لِكلِّ مُسْلِمٍ» ، فبايَعْتُهُ على هٰذَا ، ورَبِّ هٰذَا المَسْجِدِ إِنِّي لناصِحٌ لَكُمْ. ثمَّ اسْتَغْفَرَ ، ونزل.

৫৮.হযরাত যিয়াদ ইবনু ইলাকা রহমাতুল্লহি আলাই হতে বর্ণিত . তিনি বলেনঃ মুগীরাহ ইবনু শুবাহ যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন আমি জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ এর নিকট শুনেছি , তিনি মেম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা এক আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কোন অংশীদার নাই এবং নতুন কোন নেতার আগমন না হওয়া পর্যন্ত শৃঙ্খলা বজায় রাখ। অতি সত্তর তোমাদের নেতা আগমন করবেন। অতঃপর হযরাত জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাদের নেতার জন্য ক্ষমা চাও; কেননা,তিনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন। অতঃপর বললেন, একদা আমি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে আরয করলাম , আমি আপনার

নিকট ইসলামের বায়'য়াত নিতে চাই। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত দিয়ে বললেনঃ 'আর সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করবে।' অতঃপর আমি তাঁর নিকট এ শর্তের উপর বায়'য়াত নিলাম। এ মাসজিদের প্রতিপালকের শপথ! আমি তোমাদের মঙ্গলকামনাকারী। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং মিম্বার হতে নেমে গেলেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

٣ - كتاب العلم

পর্ব (৩) ঃ -কেতাবুল ইলম

١ - باب فضلِ العِلْمِ

وقولِ اللهِ تعالى: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾
وقوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾.

৩/১ অধ্যায়ঃ- ইলমের ফাযীলাত

এবং আল্লাহ তায়ালার এই ইরশাদঃ-তোমাদের মধ্যে যারা ইমান নিয়ে এসেছে এবং যাদের ইল্ম প্রদান করা হয়েছে,আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা যা কিছু আমল কর আল্লাহ তা'য়ালা তা পূর্ণ খবর রাখেন। -(সুরা মুজাদালাহ ৫৮/১১)

এবং আল্লাহ তা'য়ালার ইরশাদ, " হে আমাদের প্রতিপালক! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি কর।" (সুরাহ্ ত্ব-হা ২০/১১৪)

٢ ـ باب مَنْ سُئِلَ عِلْماً وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيث فاتمَّ الحديثَ ثم أجابَ السائلَ

٥٩ ـ حدَّثنا محمد بنِ سِنانٍ قال: حدَّثنا فُلَيْحٌ. ح. وحدَّثني إبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُلَيْح قال: حدَّثني أَبي قال: حدثني هِلالُ بنُ عليٍّ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عنْ أَبِي هُرَيرَةَ قال: بَيْنما النَّبيُّ ﷺ في مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القومَ جاءَهُ أعْرَابيٌّ فقالَ: مَتَىٰ السَّاعةُ؟ فمَضَىٰ رسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ. فقالَ بعضُ القوم: سَمِعَ ما قال فكَرِهَ مَا قَالَ ، وقال بعضهم: بلْ لَمْ يَسْمَعْ. حتّى إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قال: أَيْنَ السائلُ عنِ السَّاعةِ؟ قال: ها أنا يا رسولَ اللهِ! قال: «فإِذَا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانْتَظِرِ السَّاعة». قال: كيفَ إِضَاعَتُها؟ قال: «إِذَا وُسِّدَ الأمرُ إِلى غيرِ أَهْلِهِ فانْتَظِرِ الساعةَ». [الحديث ٥٩ ـ طرفه في: ٦٤٩٦].

৩/২ অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি হতে কোন বিষয়ের জ্ঞান প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে এবং সে তার কথা বার্তায় লিপ্ত থাকলে,সে তার কথা সম্পূর্ণ করে ,পূণরায় প্রশ্নকারী প্রশ্নের উত্তর দেয়।

৫৯. হযরাত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত ,তিনি বলেনঃ একদা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সাহাবাদের সম্মুখে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। একজন গ্রাম্যব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ক্বীয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বীয় হাদিস বর্ণনায় লিপ্ত থাকলেন। কোন কোন সাহাবী মন্তব্য করলেন, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার(প্রশ্নকারীর) কথা শ্রবণ করেছেন কিন্তু তার কথা অপছন্দ করেছেন। আবার কেউ কেউ বললেন, বরং তিনি শুনতেই পাননি। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচনা শেষ করে ইরশাদ করলেন,সে কোথায়? রাবী বর্ণনা করেন, আমার ধারণা যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রসঙ্গে বললেন,যাকে আমি ক্বীয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে দেখেছিলাম। ঐ প্রশ্নকারী বললেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি এখানে রয়েছি। হুযুর ইরশাদ করলেন, যখন আমানত বরবাদ করে দেওয়া হবে তখন তোমরা ক্বীয়ামতের অপেক্ষা

করবে।প্রশ্নকারী বলল,আমানত কিভাবে বরবাদ হবে? হুযুর ইরশাদ করলেন, যখন কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে,তখন তুমি ক্বীয়ামতের অপেক্ষা করবে।' (৬৪৯৬) সুনানে তিরমীযি ২৩৮৫,সহীহ মুসলিম ১৬১,সহীহ ইবনে হাব্বান ১০৫;)

٣ ـ باب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بالعِلْمِ

٦٠ ـ حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ عارِمُ بنُ الفَضْلِ قال: حدَّثَنا أبو عَوَانَةَ عنْ أَبِي بِشْرٍ عنْ يوسُفَ بنِ ماهَكَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو قال: تَخَلَّفَ عنَّا النبيُّ ﷺ في سَفْرَةٍ سافَرْنَاها ، فأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصلاةُ ونحنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنا نَمْسَحُ على أَرْجُلِنا ، فَنَادَى بأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتينِ أو ثلاثاً. [الحديث ٦٠ ـ طرفاه في: ٩٦ ، ١٦٣].

৩/৩ অধ্যায়ঃ উচ্চস্বরে জ্ঞানমূলক কথা বলাঃ

৬০. হযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বললেন,কোন এক সফরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পিছুনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের নিকট পৌঁছলেন, এদিকে আমরা আসরের নামায আদায় করতে বিলম্ব করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযু করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতেপানি দ্বারা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চস্বরে ইরশাদ করলেন ঃ (অধৌত) পায়ের গোড়ালিগুলির জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার একথা বললেন।

٤ ـ باب قولِ المحدِّثِ: «حدَّثنا» أو «أخبرَنا» و«أنبأنا»

وقال لنا الحُمَيْدِيُّ: كان عندَ ابن عُيَيْنَةَ حدَّثَنا وأخبرَنا وأنبأنا وسمعتُ واحداً. وقال

ابن مَسْعودٍ: حدَّثنا رسولُ اللهِ ﷺ وهو الصَّادِقُ المَصْدوقُ. وقَال شَقيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ كلمةً. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله ﷺ حَدِيثَيْن. وقال أبو العالية: عن ابنِ عبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ. وقال أنسٌ: عنِ النبيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عن ربِّهِ عزَّ وجلَّ. وقال أبو هُرَيْرَة: عنِ النبيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عن ربِّكُمْ عزَّ وجلَّ.

৩/৪ অধ্যায় ঃ মুহাদ্দিসের উক্তি ঃ হাদ্দাসানা ,আখবারানা ,আম্বাআনা

হযরাত হুমাইদি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, ইবনু ওয়াইনাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতে হাদ্দাসানা ,আখবারানা,আম্বাআনা একই অর্থবোধক। হযরাত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হলেন সাদিকুল মাসদুক। এবং হযরাত শাফিক হযরাতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন - আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি কথা শুনেছি এবং হযরাত হুযাইফা বলেন,আমাদেরকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবুল আলিয়া বলেন-হযরাতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নাবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে ঃ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বীয় রব আযযা ওয়া জাল্লা হতে বর্ণনা করেন,এবং হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে ,তিনি তোমাদের মহিমাময় ও সুমহান প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন'...।

٦١ ـ حدَّثنا قُتَيْبَةُ حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعْفَرٍ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُها ، وإِنَّها مَثَلُ المُسْلِمِ ، فَحدِّثُوني مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ البَوادي. قال عبدُ اللهِ: وَوَقَعَ في نَفْسِي أَنَّها النَّخْلَةُ ، فاسْتَحْيَيْتُ. ثمَّ قالوا: حدِّثْنا ما هِيَ يا رَسُولَ اللهِ ! قال: هيَ النَّخْلة».

[الحديث ٦١ ـ أطرافه في: ٦٢ ، ٧٢ ، ١٣١ ، ٢٢٠٩ ، ٤٦٩٨ ، ٥٤٤٤ ، ٥٤٤٨ ، ٦١٢٢ ، ٦١٤٤].

৬১. হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ইরশাদ করেন, বৃক্ষ সমূহের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার পাতা ঝরে না ।আর সেটা হল মুসলিমদের ন্যয়। তোমরা আমাকে বলো,সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেদের ধারণা জঙ্গলের দিকে চলে গেল। হযরাত আব্দুল্লা বিন ওমর বলেনঃ আমার অন্তরের মধ্যে এল যে, সেটি হল খেজুরের গাছ। কিন্তু আমার (বলতে) লজ্জা পেল। পূণরায় সাহাবীগণ বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ 'হাদ্দিসনা' (আমাদের বলুন) -সেটি কোন বৃক্ষ? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করলেনঃ ওটা হল খেজুরের গাছ।

٥ ـ باب طرح الإمامِ الْمَسْأَلَةَ على أَصْحابِهِ لِيَخْتَبِرَ ما عِنْدَهم مِنَ العِلْمِ

٦٢ ـ حدَّثنا خالِدُ بنُ مَخْلَدٍ حدَّثَنا سُلَيمانُ حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ دِينارٍ عن ابنِ عُمَرَ عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُها وإِنَّها مَثَلُ المُسْلِمِ ، حَدِّثُوني ما هِيَ؟ قال فوقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ البَوادي. قال عبدُ اللهِ: فوقَعَ في نَفْسِي أَنَّها النَّخْلَةُ. ثُمَّ قالوا: حَدِّثْنا ما هِيَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: هي النَّخْلة». [انظر الحديث: ٦١].

৩/৫ অধ্যায়ঃ শিষ্যদের জ্ঞান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষকের কোন বিষয় উত্থাপন করা।

৬২. হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ইরশাদ করেন, বৃক্ষ সমূহের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার পাতা ঝরে না । আর সেটা হল মুসলিমদের ন্যায়। তোমরা আমাকে বলো,সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেদের ধারণা জঙ্গলের দিকে চলে গেল। হযরাত আব্দুল্লা বিন ওমর বলেনঃ আমার অন্তরের মধ্যে এল যে, সেটি হল খেজুরের গাছ। কিন্তু আমার (বলতে) লজ্জা পেল। পূণরায় সাহাবীগণ বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ 'হাদ্দিসনা' (আমাদের বলুন) -সেটি কোন বৃক্ষ? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করলেনঃ ওটা হল খেজুরের গাছ।

٦ ـ باب ما جاءَ في العِلْمِ ، وقولِهِ تعالى ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

৩/৬ অধ্যায়ঃ ইল্‌ম সম্পর্কে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

এবং আল্লাহ তা'য়ালার ইরশাদ-'আপনি বলুনঃহে আমার রব! আমার জ্ঞানকে বর্ধিত করো।' (ত্ব-হা ১১৪)

٦٣ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ قال: حدَّثنَا الليثُ عنْ سعيدٍ ـ هو المَقْبُرِيُّ ـ عنْ شَرِيكِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مالكٍ يقول: بَيْنما نحنُ جُلوسٌ معَ النبيِّ ﷺ في المسجد دَخَلَ رَجُلٌ على جَمَل فأناخَهُ في المسجدِ ثمَّ عَقَلَهُ ثم قال لهم: أَيُّكُمْ محمدٌ ـ والنَّبيُّ ﷺ مُتَّكِىءٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ـ فقلنا: هذا الرجُلُ الأبيضُ المُتَّكِىءُ ، فقال له الرجُل: ابن عبدِ المطَّلِبِ. فقال له النبي ﷺ: قدْ أَجَبْتُكَ. فقال الرجلُ للنبيِّ ﷺ: إِني سائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عليكَ في المَسْأَلةِ ، فلا تَجِدْ عليَّ في نَفْسِكَ. فقال: سَلْ عمَّا بَدَا لَكَ. فقال: أَسْأَلكَ بِرَبِّكَ ورَبِّ مَنْ قَبْلَك ، آللهُ أرسلكَ إلى الناس كلِّهِمْ؟ فقال: اللهُمَّ نَعم. قال: أَنْشُدُكَ باللهِ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَواتِ الخَمْس في اليوم والليلة؟ قال: اللهُمَّ نَعم. قال: أَنْشُدُكَ باللهِ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصومَ هٰذَا الشهرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قال: اللهُمَّ نَعم. قال: أَنْشُدُكَ باللهِ. آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائنا فتَقْسِمَها على فُقَرائِنا؟ فقال النبيُّ ﷺ: اللَّهمَّ نعم. فقال الرَّجُلُ: آمَنْتُ بما جِئتَ بهِ ، وأنا رسولُ مَنْ وَرائِي مِنْ قَومِي ، وأنا ضِمَامُ بنُ ثَعْلَبةَ أخو بني سَعْدِ بنِ بَكْر. رواه مُوسى وعليُّ بن عبدِ الحميد عنْ سُليمانَ عن ثابتٍ عن أنسٍ عنِ النَّبيِّ ﷺ بهذا.

৬৩. হযরাত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা মাসজিদে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। তখন একজন ব্যক্তি সাওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল। মাসজিদে (প্রাঙ্গনে) সে তাঁর উটটি বেধেঁ দিল। অতঃপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন,''তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে? আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন।আমরা বললাম,'এই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ফর্সা ব্যক্তিটিই হলেন তিনি।'

অতঃপর লোকটি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লক্ষ্য করে বললেন,'হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র !' নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁকে বললেন,আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি? লোকটি বলল,আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আপনার অন্তরে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করলেন,'তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর।'

সে বলল, 'আমি আপনাকে স্বীয় প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি,আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানবকূলের প্রতি রসুলরূপে প্রেরণ করেছেন?' হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেনঃ 'আল্লাহ সাক্ষী,হ্যাঁ।' সে বলল,' আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন?' হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ সাক্ষী,হ্যাঁ। ' সে বলল , 'আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমাযান) সিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন?' হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ইরশাদ করলেনঃ ' আল্লাহ সাক্ষী , হ্যাঁ। সে বলল,' আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সাদক্বাহ (যাকাত) আদায় করে

দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিতে? হুযুর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ সাক্ষী ,হ্যাঁ।' অতঃপর লোকটি বলল,'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আপনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা (যে শরীয়াত) এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার গোত্রের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইবনু সা'লাবা, বানী সা'আদ ইবনু বকর এর ভ্রাতা।

ইমাম বোখারী ফরমিয়েছেনঃ উক্ত হাদিসটি মুসা ও আলি ইবনু আব্দুল হামিদ রহমাতুল্লাহি আলাই বর্ণনা করেছেন, হযরত সুলাইমান হতে তিনি সাবিত হতে তিনি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧ ـ باب ما يُذْكَرُ في المُناوَلَةِ ، وكتاب أهلِ العِلمِ بالعلمِ إلى البُلدان

وقال أنسٌ: نَسَخَ عثمانُ المَصاحِفَ فبَعثَ بها إلى الآفاقِ ، ورَأَى عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ وَيحيى بنُ سَعيدٍ ومالكٌ ذلكَ جائِزاً. واحتجَّ بعضُ أهلِ الحِجازِ في المُناوَلَةِ بحديثِ النبيِّ ﷺ حَيثُ كَتبَ لأميرِ السَّرِيَّةِ كتاباً وقال: لا تَقْرَأْهُ حتَّى تَبْلغَ مكانَ كذا وكذا ، فلما بَلغَ ذلكَ المكانَ قَرَأَهُ عَلَى الناسِ وأخْبرَهُم بأمرِ النبيِّ ﷺ.

৩/৭ অধ্যায়ঃ শায়খ কতৃক ছাত্রকে হাদীস শরীফ বর্ণনার অনুমতি প্রদান এবং আলিম কতৃক ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরাত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন শরীফের বহু কপি তৈরি করিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। 'আব্দুল্লা ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ ও মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এটাকে জায়েয মনে করেন। কোন কোন হিজাযবাসী ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদানের ব্যপারে নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদীস শরীফ দিয়ে দলীল পেশ করেন যে , যখন তিনি একটি সেনাদলের প্রধানকে একখানি পত্র দেন এবং তাঁকে বলে দেন ,অমুক অমুক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত এটা পাঠ করোনা। যখন উক্ত স্থানে পৌঁছায় তখন তাঁরা লোকেদের সম্মুখে সেগুলি পাঠ করে শোনায় এবং নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হুকুমের বার্তা দেন।

٦٤ ـ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ سعدٍ عنْ صالحٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُبَيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعودٍ أن عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ أخبرَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَ بِكتابِهِ رَجُلاً وأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلى عظيمِ البَحْرَين ، فَدَفَعَهُ عظيمُ البَحْرِينِ إلى كِسْرىٰ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ ، فحسِبْتُ أَنَّ ابنَ المُسَيَّبِ قال: فدَعا عليهِمْ رسولُ اللهِ ﷺ أنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

[الحديث ٦٤ ـ أطرافه في: ٢٩٣٩ ، ٤٤٢٤ ، ٧٢٦٤].

৬৪. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং তাকে বাহরিনের গর্ভনর-এর নিকট তা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বাহরিনের গর্ভনর তা কিসরার নিকট দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সেটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। ইবনে শিহাব বলেনঃ আমার ধারণা যে ইবনে মুসাইব বলল যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য বদ দোয়া করে ছিলেন যে, তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। (সুনানে নেসাই ৮৮৪৬; আস সুনানুল কুবরা লিল নেসাই ৫৮৫৯)

٦٥ ـ حدَّثنا محمدُ بنُ مُقاتِلٍ أَبو الحَسَنِ أخبرَنا عبدُ اللهِ قال: أخْبرَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتادَةَ عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قال: كَتَبَ النبيُّ ﷺ كِتاباً ـ أو أرادَ أنْ يكتُبَ ـ فقيل له: إنَّهم لا يَقْرَؤُونَ كِتاباً إلَّا مَخْتُوماً ، فاتَّخَذَ خاتَماً مِنْ فِضَّةٍ ، نَقْشُهُ: محمدٌ رَسُولُ اللهِ. كأَنِّي أَنْظُرُ إلى بَياضِهِ في يَدِهِ ، فقلتُ لقَتادَةَ: مَنْ قال نَقْشُهُ محمدٌ رسولُ الله؟ قال: أَنَسٌ.

[الحديث ٦٥ ـ أطرافه في: ٢٩٣٨ ، ٥٨٧٠ ، ٥٨٧٢ ، ٥٨٧٤ ، ٥٨٧٥ ، ٥٨٧٧ ، ٧١٦٢].

৬৫. হযরত আনাস বিন মালিক রাদয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র লিখলেন কিংবা কোন পত্র লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলা হলঃ তারা শুধুমাত্র সেই লেখনীই পাঠ করে যার মধে সীলমোহর থাকে। অতঃপর তিনি একটি রুপোর আংটি বানালেন

যার মধ্যে 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' খোদিত ছিল। যেন আমি হুযুরের পবিত্র হস্তে আংটির শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। হযরত শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি বললাম,কে বলেছে যে, তাঁর নকশায় 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' ছিল। তিনি বললেন-আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

٨ ـ باب مَنْ قَعَدَ حيثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ ، ومَنْ رأىٰ فُرْجَةً في الحَلْقةِ فجلسَ فيها

৩/৮ অধ্যায়ঃ মাজলিসেব শেষ প্রান্তে বসা এবং মাজলিসের অভ্যন্তরে ফাঁক দেখে বসা।

٦٦ ـ حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثني مالكٌ عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طَلحةَ أن أبا مُرَّةَ مَوْلىٰ عقِيل بنِ أبي طالبٍ أخبرَهُ عن أبي واقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بَينما هوَ جالسٌ في المسجدِ والناسُ معهُ إذْ أَقْبَلَ ثلاثةُ نَفَرٍ ، فأَقبَلَ اثنانِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ وذهبَ واحدٌ. قال فوقفَا عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ ، فأمَّا أَحَدُهما فرأَى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيها ، وأَمَّا الآخَرُ فجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وأَمَّا الثالثُ فأَدْبَرَ ذاهباً ، فلمَّا فَرَغَ رسولُ اللهِ ﷺ قال: «أَلَا أخبِرُكُمْ عنِ النَّفَرِ الثلاثةِ؟ أَمَّا أحدهمْ فأوى إلى اللهِ فآواه اللهُ ، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا اللهُ منه ، وأما الآخر ، فأَعْرَضَ فأَعْرَضَ اللهُ عنه» . [الحديث ٦٦ ـ طرفه في: ٤٧٤].

৬৬. হযরাত ওয়াক্কিল আল লায়সি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মাসজিদে বসে ছিলেন; হুযুরের সাথে আরও লোকজন ছিল। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসলো। তন্মধ্যে দু'জন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দিকে এগিয়ে আসলেন এবং একজন চলে গেলেন। হযরাত আবু ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাঁরা দুজন রসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তাঁদের একজন মাজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অপরজন

তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। যখন রাসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবসর হলেন(সাহাবীদের উদ্দেশ্যে) করে ইরশাদ করলেনঃআমি কি তোমাদের এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না ? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল,তাই আল্লাহও তায়ালাও তার ব্যাপারে হায়া ফরমালেন(স্বীয় শান মোতাবিক) আর অপরজন (মাজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলেন,তাই আল্লাহ তায়ালাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

٩ ـ باب قول النبيِّ ﷺ «رُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعى من سامِعٍ»

৩/৯ অধ্যায় ঃ নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ হলঃ কিছু ক্ষেত্রে যাদের নিকট হাদিস পৌঁছানো হয়, তারা শ্রোতা অপেক্ষা অধিক আয়ত্ত রাখতে পারে।

٦٧ ـ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدَّثنا ابنُ عَوْنٍ عن ابنِ سِيرينَ عن عبدِ الرحمٰنِ ابنِ أبي بَكْرَةَ عن أَبيهِ ذَكَرَ النبيَّ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِه وَأَمْسَكَ إِنْسانٌ بِخِطامِهِ ـ أو بِزِمامِه ـ قال: أَيُّ يَومٍ هذا؟ فسَكَتْنا حتىٰ ظَنَنَّا أنه سيُسَمِّيهِ سِوَىٰ اسْمِهِ. قال: أليسَ يومَ النَّحرِ؟ قلنا: بلَىٰ. قال: فَأَيُّ شَهرٍ هٰذا؟ فسَكَتْنا حتىٰ ظَنَنَّا أَنَّه سَيُسَمِّيه بغير اسمه ، فقال: أَلَيْسَ بِذي الحِجَّةِ؟ قلنا: بَلَىٰ. قال: فإنَّ دِماءَكمْ وأَمْوَالكمْ وأَعْرَاضَكمْ بَيْنكم حَرامٌ كَحرْمَةِ يومِكم هٰذا ، في شَهْرِكُمْ هٰذَا ، فِي بَلَدِكمْ هٰذا. لِيُبْلِغ الشاهِدُ الغائبَ ، فإنَّ الشاهِدَ عَسَىٰ أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ منه . [الحديث ٦٧ ـ أطرافه في: ١٠٥ ، ١٧٤١ ، ٣١٩٧ ، ٤٤٠٦ ، ٤٦٦٢ ، ٥٥٥٠ ، ٧٠٧٨ ، ٧٤٤٧].

৬৭. হযরাত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যাক্তি উটের লাগাম ধরে ছিল। হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেনঃ আজ কোন দিন?আমরা চুপ রইলাম

এবং ধারণা করলাম যে,হুযুর অচিরেই তিনি এ দিনটির কোন অন্য নাম দেবেন। তিনি বললেনঃ এটা কি ক্বুরবানীর দিন নয় ?আমরা বললাম,কেন নয়! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন মাস ? আমরা নীরব রইলাম আর ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এর আলাদা কোন নাম দেবেন। তিনি ইরশাদ করলেন,এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয় ?আমরা বললাম, কেন নয়! হুযুর ইরশাদ করলেন,তোমাদের রক্ত ,তোমাদের ধন-সম্পদ,তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম ওইরূপ,যেরূপ আজকের দিনের পবিত্রতা এ মাসে এবং এ শহবের মধ্যে । এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের উচিৎ তারা (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এসব কথা পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার চেয়ে অধিক আয়ত্তে রাখতে পারবে। (বোখারী ১০৫ ,১৭৪১, ৩১৯৭,৪৪০৬,৪৬৬২,৫৫৫০,৭০৭৮,৭৪৪৭সহীহ মুসলিম ১২৭৯,তিরমীযি ১৫২০)

١٠ ـ باب العِلم قبلَ القولِ والعَمل ، لِقَولِ اللهِ تعالى: ﴿فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ فَبَدأَ بالعِلم

وأَنَّ العُلَماءَ هم وَرَثَةُ الأَنْبياءِ ، وَرَّثُوا العِلمَ ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحظٍّ وافِرٍ ، ومَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطلُبُ به علماً سَهَّلَ اللهُ له طرِيقاً إلى الجنَّة . وقال جَلَّ ذِكْرُه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟﴾ . وقال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ﴾ ﴿وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ ، وقال: ﴿هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ . وقال النبيُّ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً يُفَقِّهْهُ» . وإِنَّما العِلمُ بالتَّعَلُّم . وقال أَبو ذَرّ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصامةَ على هٰذِهِ ـ وأَشَارَ إلى قَفَاهُ ـ ثُمَّ ظَنَنتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمةً سَمِعْتُها مِنَ النبيِّ ﷺ قبلَ أَنْ تُجيزوا عليَّ لأَنْفَذْتُها . وقال ابنُ عبَّاسٍ: كونوا رَبَّانِيِّينَ حُكَماءَ فُقَهاءَ . ويقال: الرَّبَّانيُّ الذي يُرَبِّي الناسَ بِصِغار العِلمِ قبل كِبارِه .

৩/১০ অধ্যায়ঃ বলা ও করার পূর্বে জ্ঞান আবশ্যক।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ 'সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।' (সুরা মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। আল্লাহ ইলম দ্বারা আরাম্ভ করেছেন। আলিমগণই নাবীগণের উত্তরাধিকারী। তাঁরা জ্ঞানেব উত্তরাধিকারী হয়েছেন। যে জ্ঞান অর্জন করে সে বিরাট অংশ লাভ করে।

আর যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথ অতিক্রম করে,আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাঁকে ভয় করে। (সুরা ফাতির ৩৫/২৮) আল্লাহ তা'য়ালা আরও ইরশাদ করেনঃ আলিমগণ ব্যতীত তা কেউ অনুধাবন করে না।' -(সুরা আল-আনকাবুত ২৯/৩৪)অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ তারা বলবে , আমরা যদি শুনতাম অথবা উপলব্ধি করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নাম বাসী হতাম না। -(সুরা মুলক ৬৭/১০)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'বল , যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? (সুরাহ জুমার ৩৯/৯)। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের ইলম দান করেন। আর অধ্যায়নের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়। হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,যদি তোমরা এখানে তরবারী রাখ, অতঃপর আমি বুঝতে পারি যে,তোমরা সে তরবারী আমার উপর চালাবার পূর্বে আমি একটু কথা বলার সুযোগ পাব,তবে আমি যা নাবীয়েআকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, অবশ্যই তা বলে ফেলব। হুযুরেআকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ঃ উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, 'তোমরা রব্বানী হয়ে যাও। ' (সুরাহ আল ইমরান ৩/ ৭৯)এখানে 'রব্বানীইন' এর অর্থ হল প্রজ্ঞাবান,আলিম ও ফকীহগণ। আরও বলা হয় রব্বানী সে ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

١١ ـ باب ما كانَ النبيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهمْ بالمَوْعِظَةِ والعِلْمِ كيْلا يَنْفِروا

৩/১১ অধ্যায় ঃ হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নসীহত ও জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে সাহাবীদের প্রতি খেয়াল করতেন যেন তাঁরা ধৈর্যহারা না হয়ে যায়।

٦٨ ـ حدَّثنا محمدُ بنُ يُوسُفَ قال: أخبرَنا سُفْيانُ عنِ الأَعْمَشِ عن أبي وائلٍ عنِ ابنِ مَسعودٍقال: كان النبيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنا بالمَوْعِظَةِ في الأَيَّامِ كَراهةَ السَّآمةِ علينا.

[الحديث ٦٨ ـ طرفاه في: ٧٠ ، ٦٤١١].

৬৮. হযরত ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযুরেআকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন দিনে নাসীহাত করতেন, আমদের অধৈর্য হওয়াকে অপছন্দ করার জন্য। (বোখারী ৭০,৬৪১১; মুসলিম ৫০/১৯ হাঃ ২৮২১ আহমাদ ৪০৬০)

٦٩ ـ حدَّثنا محمد بن بَشَّارٍ قال: حدَّثَنا يحيىٰ بن سَعيدٍ قال: حدَّثَنا شُعْبةُ قال: حدثني أبو التَّيَّاحِ عن أنسٍعن النبيِّ ﷺ قال: «يَسِّروا ولا تُعَسِّروا ، وبَشِّروا ولا تُنَفِّروا».

[الحديث ٦٩ ـ طرفه في: ٦١٢٥].

৬৯. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না,মানুষকে সু সংবাদ দাও,বিরক্তি সৃষ্টি করো না। (বোখারী ৬১২৫ ; মুসলিম ৩২/৩ হাঃ ১৭৩৪)

١٢ ـ باب مَنْ جَعَلَ لأَهلِ العِلْمِ أيَّاماً مَعلومةً

٧ ـ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قال: حدَّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصورٍ عن أبي وائل قال: كان عبدُ اللهِ يُذَكِّرُ الناسَ في كلِّ خَمِيسٍ ، فقال له رجُلٌ: يا أبا عبدِ الرحمٰنِ لَوَدِدْتُ أنَّكَ ذَكَّرْتَنا كلَّ يَوْمٍ. قال: أما إنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذٰلِكَ أنِّي أكْرَهُ أنْ أُمِلَّكُمْ ، وإنِّي أتَخَوَّلُكُمْ بالمَوْعظَةِ كما كانَ النبيُّ ﷺ يَتَخوَّلُنا بها مَخَافَةَ السَّآمَةِ علينا. [انظر الحديث: ٦٨].

৩/১২ অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আহলে ইল্মদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করেন।

৭০.হযরাত আবু ওয়াইল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হযরত

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতি বৃহস্পতিবার লোকেদের নসীহাত করতেন। তাঁকে একজন বলেন, ‘হে আব্দুর রহমান! আমার ইচ্ছা জাগে , যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহাত করেন। তিনি বললেনঃ একাজ থেকে আমাকে যা বাধা দেয় তা হল , আমি তোমাদের ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না । আর আমি নাসীহাত করার ব্যপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি খেয়াল রাখি, যেরূপ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ক্লান্তির আশংকায় আমাদের প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখতেন।

١٣ ـ باب مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيراً يُـفَـقِّـهْـهُ في الدِّين

٧١ ـ حدَّثنا سَعيدُ بنُ عُفَيرٍ قال: حدَّثَنا ابنُ وَهْبٍ عن يونُسَ عنِ ابنِ شِهابٍ قال: قال حُمَيدُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ سَمِعْتُ مُعاويةَخَطيباً يقولُ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقول: «مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيراً يُـفَقِّهْهُ في الدِّينِ. وإنَّما أنا قاسِمٌ ، واللهُ يُعطِي. ولن تَزالَ هٰذِه الأُمَّةُ قائمةً على أَمْرِ اللهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خالَفَهمْ حتىٰ يأتيَ أَمْرُ الله». [الحديث ٧١ ـ أطرافه في: ٣١١٦، ٣٦٤١، ٧٣١٢، ٧٤٦٠].

৩/১৩ অধ্যায়ঃ আল্লাহ তা’য়ালা যার মঙ্গল চান,তাকে দীনের জ্ঞান প্রদান করেন।

৭১. হযরাত হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হযরাত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুৎবায় বলতে শুনেছি ,তিনি বলেনঃআমি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি-আল্লাহ তা’য়ালা যার মঙ্গল চান তাকে দীনের ইলম দান করেন। আমি বিতরণ কারী মাত্র ,আল্লাহ তা’য়ালাই হলেন দাতা। সর্বদাই এ উম্মাত দীনের উপর ক্বায়েম থাকবে আর কারও বিরোধীতায় তার কোন ক্ষতি হবে না ঐ পর্যন্ত যে আল্লাহ তা’য়ালার হুকুম চলে আসবে । (অর্থাৎ ক্বীয়ামত)। (৩১১৯,৩৬৪১,৭৩১২,৭৪৬০)

١٤ ـ باب الفهْمِ في العِلم

٧٢ ـ حدَّثَنا عليٌّ حدَّثنا سُفيانُ قال: قال لي ابنُ أبي نُجَيح عن مجاهِدٍ قال: صَحِبْتُ ابنَ عُمَرَ إلى المَدِينةِ فلَمْ أَسْمَعْهُ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ ﷺ إلاَّ حَدِيثاً واحِداً قال: كُنَّا عندَ النبيِّ ﷺ ، فأُتِي بِجُمَّارٍ فقال: «إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُها كَمَثَلِ المُسْلِم. فأردتُ أَنْ أَقولَ هيَ النَّخْلةُ، فإذا أنا أصغَرُ القومِ فسَكتُّ. قال النبي ﷺ: «هيَ النَّخلة». [انظر الحديث: ٦١، ٦٢].

৩/১৪ ইলম বা জ্ঞানের সঠিক অনুধাবন।

৭২. হযরাত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন , আমি মাদীনা সফর পর্যন্ত ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তাঁকে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা একদা নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটছিলাম। তখন তাঁর নিকট খেজুর গাছের (অভ্যন্তরের কোমল অংশ) মাথি আনা হল। অতঃপর তিনি বললেনঃ বৃক্ষরাজির মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার দৃষ্টান্ত মুসলিমেব ন্যায়। তখন আমি বলতে চাইলাম যে, তাহল খেজুর বৃক্ষ.কিন্তু আমি লোকেদের মধ্যে বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ হওয়ার কারণে নীরব থাকলাম। অতঃপর নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ 'সেটা হল খেজুর বৃক্ষ।' (৬১)

١٥ ـ باب الاغْتِباطِ في العِلم والحِكمةِ

وقال عُمَرُ: تَفَقَّهوا قبلَ أن تَسُودوا. قال أبو عبد اللهِ: وبعد أن تَسودوا. وقد تَعَلَّمَ أَصحابُ النبيِّ ﷺ في كِبَرِ سِنِّهِمْ.

৩/১৫ অধ্যায়ঃ ইলম্ ও হিকমাহ এর ক্ষেত্রে উৎসাহিত হওয়া।

হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন,তোমরা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জ্ঞান অর্জন করো। হযরাত আবু আব্দুল্লাহ(ইমাম বুখারী) বলেন, আর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কেননা নাবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও ইলম্ অর্জন করেছেন।

٧٣ ـ حدَّثنا الحُميدي قال: حدَّثَنا سُفيانُ قال: حدَّثني إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ ـ على غيرِ ما حدَّثَناهُ الزُّهريُّ ـ قال: سَمعتُ قَيسَ بنَ أبي حازِمٍ قال: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا حَسَدَ إلاَّ في اثنَتيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ اللهُ مالاً فسُلِّطَ على هَلَكَتِهِ في الحقِّ ، ورَجُلٌ آتاهُ اللهُ الحكمةَ فهُوَ يَقْضي بها ويُعَلِّمُها». [الحديث ٧٣ ـ أطرافه في: ١٤٠٩ ، ٧١٤١ ، ٧٣١٦].

৭৩. হযরাত আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন নাবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেছেনঃ কেবল দু'টি বিষয়ে ইর্ষা করা বৈধ; ১) সে ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদ প্রদান করেছেন,অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন; ২) সে ব্যক্তির উপর ,যাকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রজ্ঞা দান করেছেন,অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে তা অন্যকে শিক্ষা দেয়। (১৪০৯,৭১৪১,৭৩১৬;মুসলিম ৬/৪৭ হাদিস ৮১৬)

١٦ ـ باب ما ذُكِرَ في ذَهَابِ مُوسىٰ ﷺ في البحرِ إلى الخَضِرِ وقولِهِ تعالىٰ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾

৩/১৬ অধ্যায় ঃ সমুদ্রে হযরাত খাযির আলাইহিস সালাম এর নিকট হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম এর গমন ।

আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী ঃ ''আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন।''

٧٤ـ حدَّثني محمدُ بن غُرَيرٍ الزُّهْرِيُّ قال: حدَّثَنا يَعْقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثَني أبي عنْ صالحٍ عنِ ابنِ شِهابٍ حَدَّثَ أنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ عبدِ اللهِ أخبَرَهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ تَمَارَى هُوَ والحُرُّ بنُ قَيسِ بنِ حِصْنٍ الفَزَارِيُّ في صاحِبِ موسىٰ ، قال ابنُ عبَّاسٍ: هو خَضِرٌ. فَمرَّ بِهما أُبيُّ بنُ كَعْبٍ فَدَعاهُ ابنُ عباسٍ فقال: إنِّي تمارَيتُ أنا وصاحِبي هٰذا في صَاحِبِ موسىٰ الذي سَأَلَ موسَىٰ السَّبيلَ إلىٰ لُقِيِّهِ ، هلْ سَمعتَ النبيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ قال: نعم ، سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «بينما موسَىٰ في مَلأٍ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ إذْ جَاءَه رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَم أَحَداً أَعْلَمَ منكَ؟ قَالَ مُوْسَىٰ: لا. فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ: بَلَىٰ ، عَبْدُنا خَضِرٌ ، فَسَأَلَ مُوسَىٰ السَّبيلَ إليهِ فَجَعَلَ اللهُ لهُ الحُوتَ آيةً ، وقِيلَ له: إذا فَقَدْتَ الحوتَ فَارْجِع فإنَّكَ سَتَلْقَاهُ. وكانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الحوتِ في البَحْرِ. فقالَ لِمُوسَىٰ فَتَاهُ: ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ ، فَوَجَدا خَضِراً ، فكانَ مِنْ شَأْنِهما الذي قَصَّ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ».

[الحديث ٧٤ ـ أطرافه: في ٧٨ ، ١٢٢ ، ٢٢٦٧ ، ٢٧٢٨ ، ٣٢٧٨ ، ٣٤٠٠ ، ٣٤٠١ ، ٤٧٢٥ ، ٤٧٢٦ ، ٤٧٢٧ ، ٦٦٧٢ ، ٧٤٧٨].

৭৪.হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি এবং ইবনু কায়েস ইবনু হিসান আল ফাযারীর মধ্যে হযরাত মুসা আলাইহিস্ সালামের সহচর্য সম্পর্কে বাদানুবাদ হল। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,তিনি হলেন হযরাত খাযির (আলাইহিস্সালাম) । ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে হযরাত উবাই ইবনে কা'ব যাচ্ছিলেন। হযরাত ইবনে আব্বাস তাঁকে ডেকে বললেনঃ আমি এবং আমার এ ভাই হযরাত মুসা আলাইহিস সালামের সহচর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছি,যাঁর সহিত সাক্ষাতের জন্য হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি নাবী আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন,হ্যাঁ । আমি নাবী আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কে বলতে শুনেছি , একদা মুসা আলাইহিস সালামবানী ইসরাইলের কোন এক মাজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল,আপনি কি জ্ঞাত যে, আপনার চেয়ে বড় আলেম (জ্ঞানী) কেও আছে কী? হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন,

. 'না'। তখন আল্লাহ তা'য়ালা হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন - হ্যাঁ ,আমার বান্দা খাযির । অতঃপর মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পথ সন্ধান চাইলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা মাছকে তাঁর জন্য নির্দশন বানিয়ে দিলেন। এবং তাঁকে বলা হল-যখন তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন ফিরে যাবে। কারণ , কিছু সময়ের মধ্যেই তুমি তাঁর সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি সমুদ্রে সে মাছের নির্দশন অনুসরণ করতে থাকলেন। হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম কে তাঁর সঙ্গী (ইউশা ইবনু নুন) বললেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের নিকট বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমরা তো সেটারই সন্ধান করছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চললেন।" (সুরা কাহাফ ১৮/৬৩-৬৪)(অনুবাদ)

١٧ ـ باب قولِ النبيِّ ﷺ «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتابَ»

٧٥ـ حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ قال: حدَّثَنا عبدُ الْوَارِثِ قال: حدَّثَنا خالدٌ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ضَمَّني رسُولُ اللهِ ﷺ وقال: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتابَ».

[الحديث ٧٥ ـ أطرافه في: ١٤٣ ، ٣٧٥٦ ، ٧٢٧٠].

৩/১৭ অধ্যায়ঃ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ ! আপনি তাকে কেতাব শিক্ষা দেন।

৭৫. হযরাত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমার স্বীয় বক্ষের সহিত লাগালেন এবং দোয়া করলেন," হে আল্লাহ! একে কেতাবের জ্ঞান শেখাও"। (বোখারী ১৪২,৩৭৫৬,৩২৭০)

١٨ ـ باب مَتىٰ يَصِحُّ سَماعُ الصغيرِ؟

٧٦ ـ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ قال: حدَّثَني مالِكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بن عُتْبةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكباً عَلَىٰ حِمَارٍ أَتانٍ ـ وأَنَا يومَئِذٍ قد ناهَزْتُ الاحْتِلامَ ـ ورَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنىً إلى غيرِ جِدارٍ ، فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعضِ الصَّفِّ ، وأرسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ فَدَخلتُ في الصفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عليَّ.

৩/১৮ অধ্যায়ঃছোট কোন বয়সের শোনা কথা গ্রহণ যোগ্য।

৭৬.হযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি সাবালক হবার নিকটবর্তী বয়সে একদা একটি গাধা কিংবা গাধীর উপর চড়ে ছিলাম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিনায় নামায আদায় করছিলেন সম্মুখে কোন দেওয়াল ব্যতীতই। তখন আমি কোন এক কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম এবং গাধীটিকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি কাতারের ভিতরে ঢুকে পড়লাম ; কিন্তু এতে কেও আমাকে নিষেধ করনেনি। (বোখারী ৪৯৩,৮৬১,১৮৫৭,৪৪১২; মুসলিম ৪/৪৭, হাদিস ৫০৪)

٧٧ ـ حدَّثني محمدُ بنُ يوسُفَ قال: حدَّثَنا أبو مُسْهِرٍ قال: حدَّثَني محمدُ بنُ حَرْبٍ حدَّثَني الزُّبَيْدِيُّ عنِ الزُّهْرِيِّ عن محمودِ بنِ الرَّبيعِ قال: عَقَلْتُ منَ النَّبيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّها في وَجْهِي وأنا ابنُ خَمْسِ سِنينَ مِنْ دَلْوٍ. [الحديث ٧٧ـ أطرافه في: ١٨٩، ٨٣٩، ١١٨٥، ٦٣٥٤، ٦٤٢٢].

৭৭.হযরাত মাহমুদ ইবনুর রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্মরণে রয়েছে নাবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বালতি হতে পানি নিয়ে আমার চেহারায় কুল্লি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক। (১৮৯,৮৩৯,১১৮৫,৬৩৫৪,৬৪২২)

١٩ ـ باب الخروجِ في طَلَبِ العِلْمِ

وَرَحَلَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ مَسِيرةَ شَهْرٍ إلى عَبدِ اللهِ بنِ أُنَيْسٍ في حَدِيثٍ واحد

৩/১৯ অধ্যায় ঃ জ্ঞান অধ্যায়নের জন্য বের হওয়া ।

হযরাত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র একটি হাদীসের জন্য হযরাত আব্দুল্লা ইবনু উনায়স রাদিয়াল্লাহুর নিকটে এক মাসের পথ সফর করে গিয়েছিলেন।

٧٨ ـ حدَّثنا أبو القاسمِ خالدُ بنُ خَلِيٍّ قال: حدَّثَنا محمدُ بنُ حربٍ قال: قال الأوزاعِيُّ أخبرَنا الزُّهْرِيُّ عنْ عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ بنِ مَسْعودٍ عنِ ابنِ عبَّاس أنه تمارَى هوَ والحُرُّ بنُ قيس بنِ حِصْنٍ الفَزارِيُّ في صاحبِ موسىٰ ، فمرَّ بِهما أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ فَدَعاهُ ابنُ عبَّاس فقال: إني تمارَيتُ أنا وصاحِبي هٰذَا في صاحبِ موسىٰ الذي سألَ السَّبيلَ إلى لُقِيِّهِ ، هل سمعتَ رسولَ اللهِ ﷺ يَذكُرُ شأنَهُ؟ فقال أُبيٌّ: نَعَمْ سَمِعتُ النبيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأنَهُ يقول: «بَينما مُوسىٰ في مَلإٍ من بني إسرائيلَ إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فقال: أَتَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ منكَ؟ قال موسىٰ: لا . فأوحىٰ اللهُ عزَّ وجلَّ إلى موسىٰ: بَلَىٰ ، عَبْدُنا خَضِرٌ ، فسألَ السَّبيلَ إلى لُقِيِّهِ ، فجعلَ اللهُ لهُ الحوتَ آيةً ، وَقِيلَ له: إذا فَقَدْتَ الحُوتَ فارجِعْ فإنَّكَ سَتَلْقاهُ ، فكانَ موسىٰ ﷺ يَتَّبِعُ أَثَرَ الحُوتِ في البَحْرِ. فقالَ فتىٰ موسىٰ لموسىٰ: أَرَأَيْتَ إذْ أَوَينا إلى الصخرةِ فإنِّي نسيتُ الحوتَ ، وما أنسانِيه إلاَّ الشيطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. قال موسىٰ: ذٰلِكَ ما كنَّا نَبْغِي. فارتدا على آثارِهما قَصَصاً ، فوَجدَا خَضِراً. فكان مِنْ شأنِهما ما قَصَّ اللهُ في كتابه». [انظر الحديث: ٧٤].

৭৮.হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি এবং ইবনু কায়েস ইবনু হিসান আল ফাযারীর মধ্যে হযরাত মুসা আলাইহিস্ সালামের সহচর্য সম্পর্কে বাদানুবাদ হল। ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে হযরাত উবাই ইবনে কা'ব যাচ্ছিলেন। হযরাত ইবনে আব্বাস তাঁকে ডেকে বললেনঃ আমি এবং আমার এ ভাই হযরাত মুসা আলাইহিস সালামের সহচর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছি,যাঁর সহিত সাক্ষাতের জন্য হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। হযরাত আবি উবাই বললেন,হ্যাঁ । আমি নাবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কে বলতে শুনেছি , একদা মুসা আলাইহিস সালাম বানী ইসরাইলের কোন এক মাজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল,

মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন - কেন নেই! আমার বান্দা খাযির । অতঃপর মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পথ সন্ধান চাইলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা মাছকে তাঁর জন্য নির্দশন বানিয়ে দিলেন। এবং তাঁকে বলা হল-যে স্থানে তুমি মাছটি হারিয়ে যেতে দেখবে, সেখানে ফিরে যাবে। পূণরায় কিছু সময়ের মধ্যেই তুমি তাঁর সাথে মিলিত হবে। তখন তিনিসমুদ্রে সে মাছের নির্দশন অনুসরণ করতে থাকলেন। হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম কে তাঁর সঙ্গী (ইউশা ইবনু নুন) বললেন, ''আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের নিকট বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমরা তো সেটারই সন্ধান করছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চললেন।'' (সুরা কাহাফ ১৮/৬৩-৬৪)(অনুবাদ)

পরবর্তীতে তাঁরা হযরাত খিযির আলাইহিস সালাম কে পেলেন। এ হল তাদের দুজনের ঘটনা ,যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (বোখারী ৭৪)

٢٠ ـ باب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وعَلَّمَ

٧٩ ـ حدَّثنا محمدُ بنُ العَلَاءِ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ أُسامةَ عنْ بُرَيدِ بنِ عبدِ اللهِ عن أبي بُرْدةَ عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ قال: «مَثَلُ ما بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلمِ كَمَثَلِ الغَيْثِ الكثيرِ أصابَ أرضاً ، فكانَ منها نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الماءَ فأَنْبَتَتِ الكَلأَ والعُشْبَ الكثيرَ ، وكانتْ منها أجادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ فنفَعَ اللهُ بها النَّاسَ فشَرِبُوا وسَقَوا وزَرَعوا ، وأصابَتْ مِنْها طائِفَةً أُخرىٰ إنَّما هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كَلأً . فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ في دِينِ اللهِ ونَفَعَهُ ما بَعَثَنِي اللهُ به فَعَلِمَ وعَلَّمَ ، ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذٰلِكَ رأساً ولم يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذي أُرْسِلْتُ به» . قال أبو عبد الله : قال إسحاق : وكان منها طائفةٌ قَيَّلَتِ الماءَ : قَاعٌ يَعْلُوه الماءُ ، والصَّفْصَفُ : المسْتَوي منَ الأرض .

৩/২০. অধ্যায় ঃ শেখা ও শেখানোর ফযীলাত

৭৯. হযরাত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , নবীয়ে আক্কদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে হিদায়াত ও ইল্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে । পরে আল্লাহ তা'য়ালা তা দিয়ে মানুষের ফায়দা দেন। তারা নিজেরা পান করে ও নিজেদের গবাদী পশুদের পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি রয়েছে যা একবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকাতে পারে ,না কোন ঘাস পাতা উৎপাদন করে। এই হল সেই ব্যক্তির ন্যায় যে দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শেখায় । আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত-যে সে দিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহর যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি,তা গ্রহণও করে না । হযরাত আবু আব্দুল্লাহ (বুখারী) রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ হযরাত ইসহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু উসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুথেকে বর্ণনা করেছেনঃ কিছু যমীন পানিকে শোষন করে নেয়। ক্বা-আ এর অর্থ হল যার উপর পানি উচ্চ হয়। এবং সাফ সাফের অর্থ হল আমরা এবং যমীন। (সহীহ মুসলিম ২২৮২ ,)

٢١ ـ باب رفع العلم ، وظهورِ الجهل. وقال رَبيعةُ: لا ينبغي لأحدٍ عندَهُ شيءٌ منَ العِلمِ أن يُضَيِّعَ نفسَه

৩/২১ অধ্যায় ঃ জ্ঞানের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার।

হযরাত রাবেয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যার নিকট সামান্য পরিমাণ জ্ঞান রয়েছে ,সে যেন নিজের জ্ঞানকে বিলুপ্ত না করে।

٨٠ ـ حدَّثنا عِمرانُ بنُ مَيْسَرةَ قال: حدَّثَنا عبدُ الوارِثِ عن أبي التَّيَّاحِ عن أنسٍ قال: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ مِنْ أَشْراطِ السَّاعةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلمُ ، وَيَثْبُتَ الجهلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنى». [الحديث ٨٠ ـ أطرافه في: ٨١ ، ٥٢٣١ ، ٥٥٧٧ ، ٦٨٠٨].

৮০. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, অবশ্যই ক্বীয়ামতের আলামতের মধ্যে হল-ইল্মকে উঠিয়ে নেওয়া হবে,অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে,মদ্যপানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা (ব্যভিচার) বিস্তার লাভ করবে। (বোখারী ৮১,৫২৩১,৫৫৭৭,৬৮০৮; মুসলিম ৪৭/৪ হাদিস ২৬৭১)

٨١ ـ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدَّثَنا يَحيَىٰ عن شُعبةَ عن قتادةَ عن أنسٍ قال: لأُحَدِّثَنَّكم حديثاً لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي ، سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مِنْ أَشْرَاطِ الساعةِ أَنْ يَقِلَّ العِلمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنى ، وتكثرَ النِّساءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ حتَّى يكونَ لِخَمْسِينَ امرأةً القَيِّمُ الْواحِدُ». [انظر الحديث: ٨٠].

৮১. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি তোমাদের অবশ্যই এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব ,যা আমার পর তোমাদের আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইরশাদ করতে শুনেছি - 'ক্বীয়ামতের কিছু আলামত হল ঃ ইলম হ্রাস পাবে,অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে,ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষদের সংখ্যা কমে যাবে। এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রী লোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে পরিচালক। (বোখারী ৮০)

٢٢ ـ باب فضْلِ العِلمِ

٨٢ ـ حدَّثنا سَعيدُ بنُ عُفَيرٍ قال: حدَّثَني اللَّيْثُ قال: حدَّثني عُقَيلٌ عن ابنِ شِهابٍ عن حَمزةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ ابنَ عمرَ قال: سَمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «بَيْنا أَنا نائمٌ أُتِيتُ بقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حتَّىٰ إِنِّي لأَرَىٰ الرِّيَّ يَخرُجُ في أظفاري ، ثمَّ أَعْطَيْتُ فضلي عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ». قالوا: فما أَوَّلْتَهُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «العلم».

[الحديث ٨٢ ـ أطرافه في: ٣٦٨١ ، ٧٠٠٦ ، ٧٠٠٧ ، ٧٠٢٧ ، ٧٠٣٢].

৩/২২ অধ্যায়ঃ ইল্মের ফযীলাত

৮২. হযরাত ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - কে বলতে শুনেছি , একদা আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার নিকট এক পিয়ালা দুধ নিয়ে আসা হল। আমি তা পান করলাম। এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে, সে পরিতৃপ্ত আমার নখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর আমি অবশিষ্টাংশ উমার ইবনে খাত্তাব কে দিলাম। সাহাবীগণবললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন-" তা হল ইল্ম।" (বোখারী ৩৬৮১,৭০০৬.৭০০৭.৭০২৭,৭০৩২; মুসলিম ৪৩/২ হাদিস ২৩৯১)

٢٣ ـ باب الفُتْيا وهُوَ واقفٌ على الدَّابةِ وغيرها

٨٣ ـ حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثَني مالكٌ عن ابنِ شِهابٍ عن عيسىٰ بنِ طلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ في حَجَّةِ الْوَداعِ بِمِنىً لِلناسِ يَسْأَلونَهُ فجاءَهُ رجُلٌ فقال: لم أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ. فجاءَ آخَرُ فقال: لم أَشْعُرْ فَنَحرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قال: ارْمِ ولا حَرَجَ. فما سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلاَّ قال: افعلْ ولا حَرَجَ. [الحديث ٨٣ ـ أطرافه في: ١٢٤ ، ١٧٣٦ ، ١٧٣٧ ، ١٧٣٨ ، ٦٦٦٥].

৩/২৩ অধ্যায় ঃ প্রশ্ন করা এ অবস্থায় যে আলিম বাহনের উপর দন্ডায়মান।

৮৩. হযরাত ইসমাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের দিনে মিনায় দন্ডায়মান অবস্থায় মানুষদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। একজন ব্যক্তি এসে বললেন, আমি বুঝতে পারিনি কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ যাবেহ কর ,কোন ক্ষতি নেই। পূণরায় এক ব্যক্তি এসে বলল-আমি বুঝতে পারিনি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন- কঙ্কর ছুঁড়ো , কোন অসুবিধা নেই। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সেদিন আগে বা পরে করা যে কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথায় বলছিলেনঃ 'কর,কোন ক্ষতি নেই।' (বোখারী ১২৪,১৭৩৬,১৭৩৭,১৭৩৮,২২২৫)

٢٤ ـ باب من أجابَ الفُتْيا بإشارةِ اليَدِ والرَّأْسِ

٨٤ ـ حدَّثنا موسَىٰ بنُ إسْمَاعيلَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ قال: حدَّثنا أَيُّوبُ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ في حَجَّتِهِ فقَالَ: ذَبَحْتُ قبلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَأَوْمَأَ بِيدِهِ قال: ولا حَرَجَ. قالَ: حَلَقْتُ قبلَ أَنْ أَذْبَحَ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: ولاَ حَرَجَ.

৩/২৪ অধ্যায় ঃ হাত ও মাথার ইশারায় মাসয়ালার জবাব প্রদান।

৮৪. হযরাত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হজের সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হলেন। কোন একজন বললেন ঃ আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই যাবেহ (কুরবানী) করে ফেলেছি। হযরাত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্ত মোবারক দ্বারা ইঙ্গিত করে ইরশাদ করলেনঃ কোন অসুবিধা নেই।আর এক ব্যক্তি

বললেনঃ আমি যাবেহ করার পূর্বেই মাথা মুন্ডন করে ফেলেছি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্ত মোবারক দ্বারা ইঙ্গিত করলেন ঃ কোন ক্ষতি নেই। (বোখারী ১৭২১,১৭২২,১৭২৩,১৭৩৪,৬৬৬৬)

٨٥ ـ حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرَنا حَنْظَلَةُ بنُ أَبِي سُفيانَ عنْ سالمٍ قال: سَمعتُ أبا هُرَيرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «يُقْبَضُ العِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الجَهْلُ والفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ». قيل: يا رسُولَ اللهِ وما الهرْجُ؟ فقالَ: هٰكذا بِيدِه فحرَّفَها ، كأَنَّهُ يُريدُ القَتْلَ.

[الحديث ٨٥ ـ أطرافه في: ١٠٣٦ ، ١٤١٢ ، ٣٦٠٨ ، ٣٦٠٩ ، ٤٦٣٥ ، ٤٦٣٦ ، ٦٠٣٧ ، ٦٥٠٦ ، ٦٩٣٥ ، ٧٠٦١ ، ٧١١٥ ، ٧١٢١].

৮৫. হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ (শেষ যামানায়) ইলম্ উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে এবং হারাজ বেড়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল,ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারজ কী? তিনি হস্ত মোবারক দ্বারা ইশারা করে ইরশাদ করলেন ঃ'এ রকম' । যেন তিনি এর দ্বারা হত্যা বুঝিয়েছিলেন। (বোখারী ১০৩৬,১৪১২,৩৬০৮,৪৬৩৫,৬০৩৭,৬৫০৬,৬৯৩৫,৭০৬১,৭১১৫, ৭১২১)

٨٦ ـ حدَّثنا موسىٰ بن إسماعيلَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ قال: حدَّثنا هِشامٌ عنْ فاطمةَ عَنْ أسماءَ قالت: أَتيتُ عائشةَ وهيَ تُصلِّي ، فقلتُ: ما شَأْنُ الناسِ؟ فأشارتْ إلى السماء ، فإذا النَّاسُ قِيامٌ فقالت: سُبحانَ اللهِ. قلتُ: آية. فأشارَتْ بِرَأْسِها ـ أي: نعم ـ فقمتُ حتى تَجلَّاني الغَشْيُ ، فجعلتُ أصبُّ علَىٰ رَأْسي المَاءَ. فَحَمِدَ اللهَ عزَّ وجلَّ النبيُّ ﷺ وأثنىٰ عليهِ ثمَّ قال: ما مِنْ شيءٍ لمْ أَكُنْ أُرِيتهُ إلاَّ رأَيْتُهُ فِي مَقامِي ، حتَّى الجنةُ والنار. فأُوحِيَ إليَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ في قُبورِكمْ مِثْلَ ، أو قريبَ ـ لا أدري أيَّ ذٰلِكَ قالتْ أسماءُ ـ مِنْ فِتنةِ المسيح الدَّجَّال ، يُقال: ما عِلمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فأمَّا الْمُؤْمِنُ ، أو المُوقِنُ ـ لا أدْرِي بأيِّهمَا قالت أَسماءُ ـ فيقولُ هُوَ محمدٌ رسُولُ اللهِ جَاءَنا بالبَيِّنَاتِ والهُدَىٰ ، فأَجَبْنا واتَّبَعْنا ، هوَ محمدٌ (ثلاثاً). فيقال: نَمْ صالحاً ، قد عَلِمنا إنْ كنتَ لَموقِناً به. وأمَّا المُنَافِقُ. أَوِ المُرْتابُ ـ لا أدري أيَّ ذٰلِكَ قالتْ أسماءُ ـ فَيَقُولُ: لا أدرِي ، سمعتُ النَّاسَ يقولون شيئاً فقُلْتُه. [الحديث ٨٦ ـ أطرافه في: ١٨٤ ،

৮৬. হযরাত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত ,তিনি বলেন, আমি হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট আসলাম। তিনি তখন নামায রত অবস্থায় ছিলেন। আমি বললাম , মানুষের কী হয়েছে? তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন সকল লোক (সলাতে কুসুফ এর জন্য) দাঁড়িয়ে রয়েছে। হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইরশাদ করলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম,এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন,'হ্যাঁ'। অতঃপর আমি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি (দীর্ঘতার কারণে) আমার জ্ঞান হারিয়ে যাবার উপক্রম হল। তাই আমি মাথায় পানি ঢালতে আরাম্ভ করলাম। পরে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন ঃ যা কিছু আমাকে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি , তা আমি আমার এ স্থানে দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, 'অবশ্যই তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় ফেলা হবে যা দাজ্জালের ন্যায়(কঠিন) অথবা তার কাছাকাছি বিপদ দিযে পরীক্ষা হবে।'

(রাবী বর্ণনা করেন) আমার স্মরণে নাই যে,হযরাত আসমা কি বলেছেন, বলা হবে(কবরের মধ্যে) ঃ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ছিল? এখন ইমান আনয়নকারী কিংবা বিশ্বাসী (রাবী বর্ণনা করে) আমার খেয়াল নেই যে হয়রাত আসমা কি বলেছিলেন। তখন সে বলবে (কবরবাসী) ঃ ইনি হলেন মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমাদের নিকট মুজিযা ও হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহন কবেছিলাম এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম) ইত্তিবা করেছিলাম। তিনি মুহাম্মাদ (রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) । তিনবার এরূপ বলবে। তখন তাঁকে বলা হবে , আরামে ঘুমিয়ে থাক, আমরা জানতে পারলাম যে,অবশ্যই তুমি(দুনিয়ায়) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর বিশ্বাসী ছিলে। আর রইল মুনাফিক অথবা মুরতাদ (সন্দেহ পোষনকারী), (তাদের প্রসঙ্গে

রাবী বলেন) আমার স্মরণে নেই যে,হযরাত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কি বলেছেন। বরং তারা বলবে (মুনাফিক ও মুরতাদরা)ঃ আমি কিছুই জানি না। মানুষকে(তাঁর সম্পর্কে) যা বলতে শুনেছি , আমিও তাই বলেছি।(বোখারী ১৮৪,৯২২,১০৫৩,১০৫৪,১০৬১,১২৩৫,১৩৭৩, ২৫১৯,২৫২০,৭২৮৭;মুসলিম ১০/২ হাদিস ৯০৫)

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা হুযুর আলাইহিস সালাম কে যে সকল কিছুর গায়েবের খবর প্রদান করা হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লামা বদরুদ্দিন আহমদ আইনি (ওফাত ৮৫৫ হিঃ) উদ্ধৃতি করেনঃ উক্ত হাদীস শরীফে হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন-যা কিছু আমাকে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি , তা আমি আমার এ স্থানে দেখতে পেয়েছি; এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও।-উক্ত হাদিসে মা মিন শাইইন শব্দ সমূহ রয়েছে, আর যা হল সাধারণ হতে সাধারণতর অর্থাৎ সকলকিছু। এছাড়াও এটা হল নাকেরা তাহতা নাফী যেটাও সাধারণতরের ফায়দা দেয়। যার অর্থ হলঃ ওই সকল বস্তু যা দেখা সম্ভব সেসব কিছু উক্তস্থানে দাঁড়িয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দর্শন করেছেন। এটা হল আকলি বিশেষ আবার উরফি বা ব্যবহৃত অর্থে-হুযুর আলাইহিস সালাম ওই সকল বস্তু সমূহ দর্শন করেছেন, যেগুলির সম্পর্ক দীন ও আখেরাত প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

٢٥ ـ باب تحريضِ النبي ﷺ وَفْدَ عبدِ القيس عَلَىٰ أَنْ يَحفَظُوا الإيمانَ ، والعِلْمَ ، ويُخْبِروا مَنْ وَراءهمْ

وقالَ مالكُ بنُ الحُوَيرثِ: قال لنا النبيُّ ﷺ: «ارجعوا إلى أَهْلِيكُمْ فعَلِّمُوهُمْ».

٨٧ ـ حدَّثنا محمدُ بن بَشَّارٍ قالَ: حدَّثَنَا غُنْدَرٌ قالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قال: كُنْتُ أَتَرْجِمُ بينَ ابنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فقال: إن وَفْدَ عبدِ القَيْسِ أَتَوُا النبيَّ ﷺ فقال: مَنِ الوَفْدُ ـ أَوْ القَوْمُ ـ قالوا: ربيعةُ. فقال: مَرْحَباً بالقَوْمَ ـ أَوْ بالوَفْدِ ـ غيرَ خَزايا ولاَ نَدَامىٰ. قالوا: إنَّا نَأْتيكَ مِنْ شُقَّةٍ بعيدةٍ ، وبيننا وبينَكَ هٰذا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، ولا نَسْتَطيعُ أَنْ نأْتِيَكَ إلاَّ في شَهْرٍ حَرام ، فمُرْنَا بأمرٍ نخبرُ به مَنْ وراءَنا نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ. فأَمَرَهُمْ بأَرْبَعٍ ، ونَهَاهُمْ عنْ أَرْبَعٍ: أَمَرهُمْ بالإيمَانِ باللهِ عزَّ وجلَّ وَحْدَهُ ، قال: هلْ تَدْرَونَ ما الإيمانُ باللهِ وحدَه؟ قالوا: اللهُ ورسولُهُ أَعلمُ. قال: شهادةُ أَنْ لا إِلٰهَ إلاَّ اللهُ وأَنَّ محمداً رسولُ اللهِ. وَإِقامُ الصلاةِ ، وإِيتاءُ الزكاةِ ، وصومُ رَمَضانَ ، وَتُعطوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ. ونهاهم عن الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ قال شُعبةُ: رُبَّما قال النَّقِير ، وربَّما قال المُقَيَّر . قال: احفظوه وأَخْبِرُوه مَنْ وَرَاءَكم.

[انظر الحديث: ٥٣].

৩/২৫ অধ্যায়ঃ আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরবর্তীদেরকে তা জানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উদ্বুদ্ধকরণ।

হযরাত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের গোত্রের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।

৮৭. হযরাত আবু জামরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও লোকেদের মধ্যে ভাষান্তরের কাজ করতাম। একদা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আব্দুল ক্বায়েসের গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট আসলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেনঃ তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বললেনঃ তোমরা কোন গোত্রের ? তাঁরা বলল, রাবীয়াহ গোত্রের । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, স্বাগতম। এ গোত্রের প্রতি অথবা এ প্রতিনিধি দলের প্রতি , এরা কোনরুপ অপদস্ত ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল,'আমরা বহু দূর হতে আপনার নিকট এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে কাফিরদের এই অনিষ্টকারী গোত্রের বাস। আমরা নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত আপনার নিকট আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দেন , যা আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের নিকট পৌঁছাতে এবং তার ওয়াসীলায় আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তখন তিনি তাদের চারটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি কাজ নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কীরূপে হয় জান? তারা বললঃ আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভাল জানেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ তা হল স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামা হলেন আল্লাহর রসুল,নামায আদায় করা,যাকাত আদায় করা এবং রমাযান মাসের সিয়াম পালন করা আর তোমরা গনীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশদান করবে। আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো কদুর খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরা দ্বারা রঙ করা পাত্র ব্যবহার করতে। শুবা বলেন,কখনও (আবু জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরি পাত্রের কথাও বলেছেন আবার তিনি কখনও 'আন নাক্বীর 'এর স্থলে আল মুক্বির বলেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ তোমরা এগুলি মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের নিকট পৌঁছে দাও। (৫৩)

٢٦ ـ باب الرحلةِ فِي المَسْأَلَةِ النَازِلَةِ وتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

٨٨ ـ حدَّثنا محمد بنُ مُقَاتِلٍ أبو الحَسَنِ قال أخبرَنا عبدُ اللهِ قال: أخبرَنا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَينٍ قال: حدَّثني عبدُ اللهِ بنُ مُلَيكَةَ عن عُقبةَ بنِ الحارِثِ أَنَّه تَزوَّجَ ابنةً لأبي إهابِ بنِ عَزِيزٍ فأَتَتْه امرأةٌ فقالَتْ: إنِّي قد أرضَعْتُ عُقْبَةَ والتي تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَها عُقْبَةُ: ما أعلمُ أَنَّكِ أَرْضَعتِني، ولا أَخْبَرْتِني. فَرَكِبَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ بالمَدينةِ، فسَألَهُ، فقالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: كيف وقد قيلَ؟ ففارَقَها عُقْبَةُ، ونَكَحَتْ زَوجاً غيرَه.

[الحديث ٨٨ ـ أطرافه في: ٢٠٥٢، ٢٦٤٠، ٢٦٥٩، ٢٦٦٠، ٥١٠٤].

৩/২৬. অধ্যায় ঃ উত্থিত মাসলার উদ্দেশ্যে সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা প্রদান।

৮৮. হযরাত উকবাহ ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,তিনি ইহাব ইবনু আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কন্যাকে বিবাহ করলে,তাঁর নিকট এক মহিলা এসে বলল, আমি উক্ববা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে এবং সে যাকে বিবাহ করেছে তাকে দুধ পান করিয়েছি। হযরাত উক্কাহ বললেন, আমি জানি না তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ , আর ইতিপূর্বে তুমি আমাকে একথা জানাও নি। অতঃপর তিনি মাদিনা মানওয়ারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলেন এবং হুযুর কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ এ কথার পর তুমি কীভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে? অতঃপর হযরাত উক্কাহ তাঁর স্ত্রীকে পৃথক করে দিলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামীর সহিত বিবাহে আবদ্ধ হল। (বোখারী ২০৫২,২৬৪০,২৬৫৯,২৬৬০,৫১৯৪)

٢٧ ـ باب التَّنَاوُبِ في العلمِ

৩/২৭ ঃ ইল্‌ম শিক্ষার জন্য পালা করা।

٨٩ ـ حدَّثنا أبو اليَمَانِ أَخبرَنا شُعَيبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ. ح. قال أبو عبدِ الله وقال ابنُ وَهبٍ أخبرَنا يونُسُ عنِ ابنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبِي ثَوْرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ عن عمر قال: كنتُ أَنا وجارٌ لي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بني أُمَيَّةَ بنِ زيدٍ ـ وهيَ مِنْ عَوالي المدينةِ ـ وكنَّا نَتَناوَبُ النُّزولَ عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ، يَنْزِلُ يَوماً وأَنْزِلُ يوماً، فإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبرِ ذٰلِكَ اليومِ مِنَ الوحيِ وغيرِه، وإذا نَزَلَ فَعَلَ مِثلَ ذٰلِكَ. فنزَلَ صاحِبِي الأَنْصارِيُّ يومَ نَوبتِهِ فضرَبَ بابي ضَرْباً شَدِيداً فقال: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ، فخرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قد حدثَ أمرٌ عظيم... قال: فدخلتُ على حفصةَ فإِذَا هي تبكي، فقلتُ: طَلَّقَكُنَّ رسولُ اللهِ؟ قَالَتْ: لا أدري. ثمَّ دخلتُ على النبيِّ ﷺ فقلتُ وأنا قائم: أطلقتَ نساءكَ؟ قال: لا. فقلتُ: اللهُ أكبرُ.

[الحديث ٨٩ ـ أطرافه في: ٢٤٦٨، ٤٩١٣، ٤٩١٤، ٤٩١٥، ٥١٩١، ٥٢١٨، ٥٨٤٣، ٧٢٥٦، ٧٢٦٣].

৮৯.হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনি উমায়ইয়াহ ইবনু যায়েদের মহল্লায় বাস করতাম। এ মহল্লাটি ছিল মাদীনা (শরীফের) উচ্চ এলাকায়। আমরা দুজনে পালাক্রমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর নিকট উপস্থিত হতাম। তিনি একদিন আসতেনআর আমি একদিন আসতাম। যেদিন আমি আসতাম সেদিন ওহীর প্রভূতির খবব নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। আর তিনি যেদিন আসতেন সেদিন তিনিও তাই করতেন। অতঃপর একদা আমার আনসারী সাথী তাঁর পালার দিন আসলেন এবং (সেখান খেতে ফিরে) আমার দরজায় খুব জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। (আমার নাম নিয়ে,) বলতে লাগলেন, তিনি কী এখানে আছেন? আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর দিতে গেলাম। তিনি বললেন, এক বড় ঘটনা ঘটে গেছে। আমি তখনই হযরাত হাফসার (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নিকট গেলাম। তিনি ক্রন্দন করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদের ত্বালাক দিয়েছেন? তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন,'আমি জানি না।' অতঃপর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গেলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকে বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কি আপনার স্ত্রীদের ত্বালাক দিয়েছেন? জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ 'না'। আমি তখন বললাম, 'আল্লাহু আকবার'। (বোখারী ২৪৬৮,৪৯১৩,৪৯১৫,৫১৯১,৫২১৮,৫৮৪৩,৭২৫৬, ৭২৬৩)

٢٨ ـ باب الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ والتَّعْلِيمِ إذَا رأىٰ مَا يَكْرَه

٩٠ ـ حدَّثَنا محمدُ بن كثيرٍ قال: أخبرنا سُفيانُ عن ابنِ أبي خالدٍ عَنْ قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ عن أَبِي مَسْعودٍ الأَنْصَارِيِّ قال: قال رَجُلٌ يا رسولَ اللهِ لا أكادُ أُدْرِكُ الصَّلاةَ مِمَّا يُطوِّلُ بِنا فلانٌ. فَمَا رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ فِي مَوْعِظةٍ أَشَدَّ غَضَباً مِنْ يَوْمِئذٍ فَقَالَ: «أيُّها النَّاسُ إنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّىٰ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهم المَرِيضَ والضَّعيفَ وذا الحاجةِ».

[الحديث ٩٠ ـ أطرافه في ٧٠٢، ٧٠٤، ٦١١٠، ٧١٥٩].

৩/২৮ অধ্যায় ঃ কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখলে নাসীহাত ও তালিমের সময় রাগ প্রদর্শন করা.।

৯০. হযরাত আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি অমুক ব্যক্তির লম্বা নামায পড়ানোর জন্য (জামায়াতের সহিত) নামায আদায় করতে পারিনা। ফলতঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই দিনের তুলনায় অধিক রাগান্বিত হতে কখনও দেখিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ হে লোকেরা ! তোমরা (নামাযীদের) বিরক্তি সৃষ্টি কর। অতএব যে লোকেদের নিয়ে নামায আদায় করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী ,দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে। (বোখারী ৭০২,৭০৪,৬১১০,৭১৫৯)

٩١ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قال: حدَّثَنا أبو عامرٍ قال: حدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ بِلالٍ المَدِيني عن رَبيعةَ بنِ أَبِي عبدِ الرحمٰنِ عن يَزيدَ مولىٰ المُنْبَعِثِ عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ أَنَّ النبيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عنِ اللُّقَطَةِ فقال: «اعرِفْ وكاءَها ـ وعِفَاصَها ، ثم عرِّفها سنةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا ، فإن جَاءَ ربُّها فأدِّها إليهِ» قال: فَضَالَّةُ الإبلِ ؟ فَغَضِبَ حتّى احمرَّتْ وجْنَتاهُ ـ أو قال: احمرَّ وجهُهُ ـ فَقَالَ: «وَمَالَكَ وَلَها؟ مَعَها سِقاؤُهَا وحِذَاؤُها تَرِدُ الماءَ وَتَرْعَىٰ الشَّجَرَ ، فَذَرْها حتَّى يَلْقاها رَبُّها» قال: فَضالَّةُ الغَنَم؟ قال: «لكَ أو لأَخِيكَ أو للذِّئبِ».

[الحديث ٩١ ـ أطرافه في: ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٢٩، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٥٢٩٢، ٦١١٢].

৯১. হযরাত যায়দ ইবনু খালিদ জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেনঃ তার বাঁধনের রশি অথবা বললেন,থলে-ঝুলি ভাল করে চিনে রাখ। অতঃপর একবছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাক। তারপর (মালিক পাওয়া না গেলে) তুমি তা ব্যবহার কর। অতঃপর যদি এর প্রাপক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। সে বলল, হারানো উটের ব্যাপারে কী করতে হবে? এ কথা শুনে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন রাগ করলেন যে, তাঁর গাল মোবারক দ্বয় লাল হয়ে গেল। অথবা বর্ণনাকারী বলেন ,তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ইরশাদ করলেন ঃ'' উট নিয়ে তোমার কী হয়েছে? তার তো পানির মশক ও শক্ত পা রয়েছে। পানির নিকট যেতে পারে এবং গাছ খেতে পারে । কাজেই তাকে ছেড়ে দাও এমন সময়ের মধ্যে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। '' সে বলল ,' হারানো ছাগল পাওয়া গেলে? তিনি বললেন,'সেটি তোমার হবে,নাহলে তোমার ভাইয়ের,না হলে বাঘের।'(বোখারী২৩৭২,২৪২৭.২৪২৮.২৪২৯, ২৪৩৬,২৪৩৮,৫২৯২,৬১১২)

٩٢ ـ حدَّثنا مُحمدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قال: سُئِلَ النبيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فلمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قال للناسِ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ. قال رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ. فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سالِمٌ مَوْلىٰ شَيْبَةَ. فلمَّا رأىٰ عُمرُ ما فِي وَجْهِهِ قال: يا رَسُولَ اللهِ إنَّا نَتُوبُ إِلىٰ اللهِ عزَّ وجلَّ. [الحديث ٩٢ ـ طرفه في: ٧٢٩١].

৯২.হযরাত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন , নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অধিক প্রশ্ন করা হল যেগুলি পছন্দনীয় ছিল না। যখন প্রশ্ন অত্যাধিক করা হল তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিমায় চলে এলেন এবং ইরশাদ করলেনঃ তোমাদের যার যেটা জানা প্রয়োজন প্রশ্ন কর। প্রসঙ্গত, এক জন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন,আমার পিতা কে?হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেনঃ তোমার পিতা হল হুযাইফা। পরবর্তীতে অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমার পিতা কে?হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন ঃ সালিম যে শাইবার আযাদ কৃত গোলাম। যখন হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র আলোকোজ্জ্বল চেহারা মুবারক লক্ষ্য করলেন তখন বললেন ঃ‘ ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমরা সকলে মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট তাওবাহ করছি।’ (বোখারী ৭২৯১; মুসলিম ৪৩/৩৭ হাদিস

٢٩ ـ باب مَنْ بَرَكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ المُحَدِّثِ

٩٣ ـ حدَّثنا أبو اليمان قال: أَخبرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بنُ مالكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عبدُ اللهِ بنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ. ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يقولَ «سَلُونِي» فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا باللهِ رَبًّا ، وبالإِسْلاَمِ دِيناً ، وبِمُحمدٍ ﷺ نَبِيًّا. فَسَكَتَ. [الحديث ٩٣ ـ أطرافه في: ٥٤٠ ، ٧٤٩ ، ٤٦٢١ ، ٦٣٦٢ ، ٦٤٦٨ ، ٦٤٨٦ ، ٧٠٨٩ ، ٧٠٩٠ ، ٧٠٩١ ، ٧٢٩٤ ، ٧٢٩٥].

৩/২৯ ঃ অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি ইমাম কিংবা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু পেতে বসে যায

৯৩.হযরাত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এলেন। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনু হুযাফাহ

দাঁড়িয়ে বললেন, আমার পিতা কে? রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেনঃ তোমার পিতা হচ্ছে হুযাইফা। পূণরায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারংবার ইরশাদ করলেনঃ আমাকে প্রশ্ন কর। তখন হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু স্বীয় জানুপেতে বসে বললেন ঃ আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক মেনে ,ইসলামকে দীন মেনে এবং হযরাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নাবী হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট রয়েছি। পূণরায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব হলেন।(বোখারী ৫৪০, ৭৪৯,৪৬২১,৬৩৬২,৬৪৬৮,৬৪৮৬,৭০৮৯.৭০৯০,৭০৯১,৭২৯৪,৭২৯৫; মুসলিম ৪৩/৩৭ হাদিস ২৩৫৯,আহমাদ ১২৬৫৯)

٣٠ ـ باب من أعادَ الحديثَ ثَلاثاً لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَلاَ وَقولَ الزُّورِ» ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُها

وقال ابنُ عُمَرَ: قال النبيُّ ﷺ: «هَلْ بَلَّغْتُ»؟ ثلاثاً.

٩٤ ـ حدَّثنا عَبْدَةُ قال: حدَّثَنَا عبدُ الصَّمَدِ قال: حدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ المُثَنَّىٰ قال: حدَّثَنَا ثُمَامَةُ بنُ عبدِ اللهِ عن أَنَسٍ عنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثاً ، وإِذَا تَكَلَّمَ بكلمةٍ أَعَادَها ثلاثاً. [الحديث ٩٤ ـ طرفاه في: ٩٥ ، ٦٢٤٤].

৩/৩০ঃ অধ্যায় ঃ বোধগম্যতার জন্য হাদিস তিনবার বলা ঃ

৯৪. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই সালাম দিতেন,তিনবার বলতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন। (বোখারী ৯৫,৬২৪৪)

٩٥ ـ حدَّثنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ اللهِ حدَّثَنَا عبدُ الصمدِ قال: حدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ المثنَّىٰ قال: مُنَفِّرُونَ ، فَمَنْ صَلَّىٰ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِم المَرِيضَ والضَّعيفَ وذا الحاجةِ».

[الحديث ٩٠ ـ أطرافه في ٧٠٢ ، ٧٠٤ ، ٦١١٠ ، ٧١٥٩].

৯৫. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন তখন তা (লোকেদের)বোধগম্যতার জন্য তিনবার বলতেন। আর যখন কোন গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন। (বোখারী ৯৪)

٩٦ ـ حدَّثَنا مُسدَّدٌ قال: حدَّثَنا أَبو عَوَانَةَ عن أَبِي بِشْرٍ عن يوسفَ بن ماهكَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو قال: تَخَلَّفَ رسولُ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ سَافَرْنَاه ، فأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصلاةَ صَلاةَ العَصْرِ ونحنُ نَـتَوَضَّأُ ، فجَعَلْنَا نَمْسَحُ على أَرْجُلِنَا ، فَنَادَىٰ بأَعْلَىٰ صَوتِهِ: «وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّارِ» مرَّتَين أَو ثلاثاً. [انظر الحديث: ٦٠].

৯৬. হযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বললেন,কোন এক সফরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পিছুনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট পৌঁছলেন, এদিকে আমরা আসরের নামায আদায় করতে বিলম্ব করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযু করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। হুযুর উচ্চস্বরে বললেনঃ (অধৌত) পায়ের গোড়ালিগুলির জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার একথা বললেন। (বোখারী ৬০)

٣١ ـ باب تعليم الرَّجُلِ أَمَتَهُ وأَهْلَهُ

٩٧ ـ أَخْبَرَنَا محمدٌ ـ هوَ ابنُ سَلامٍ ـ حدَّثَنَا المُحارِبِيُّ قَالَ: حدَّثَنَا صالحُ بنُ حَيَّانَ قال: قال عامرٌ الشَّعْبِيُّ حدَّثني أَبو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قال: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لهمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ آمَنَ بنبيِّه وآمن بمحمدٍ ﷺ ، والعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حقَّ اللهِ وحقَّ مَوالِيهِ ، ورَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَها فَأَحسَنَ تَأْدِيبَها ، وعلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعليمَها ، ثُمَّ أَعْتَقَها فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ».

ثم قال عامِرٌ: أعطَيْناكَها بِغَيْرِ شيءٍ ، قد كان يُرْكَبُ فِيما دُونَها إلى المَدِينةِ.

[الحديث ٩٧ ـ أطرافه في: ٢٥٤٤ ، ٢٥٤٧ ، ٢٥٥١ ، ٣٠١١ ، ٣٤٤٦ ، ٥٠٨٣].

৩/৩১ অধ্যায়ঃ নিজের দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান ।

৯৭. হযরাত আবু বুরদা রাদিয়াল্লাহ আনহু তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিন প্রকার লোকেদের জন্য দুটি সাওয়াব রয়েছে ঃ ১) আহলে কিতাব-যে ব্যক্তি তার নাবীর উপর ঈমান এনেছে এবং সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর উপর ঈমান এনেছে। ২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক্ব আদায় করে এবং তার মালিকেরও হক্ব আদায় করে। ৩) যার একটি বাঁদি ছিল , সে তাকে আদাব শিখিয়েছে বরং সুন্দর আদাব শিখিয়েছে এবং তাকে তালিম দিয়েছে বরং সুন্দর তালিম দিয়েছে পূণরায় তাকে (দাসী হতে) মুক্ত করে দিয়েছে পূণরায় তাকে বিবাহ করেছে। তাহলে তাকে দুটি সাওয়াব দেওয়া হবে।

অতঃপর বর্ণনাকারী আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু (তাঁর ছাত্রকে) বলেন,তোমাকে কোন কিছুর বিনিময় ব্যতীতই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম,অথচ পূর্বে এর চেয়ে ছোট ইবারতের হাদীসের জন্যও লোকেরা (দুর-দুরান্ত থেকে) সাওয়ার হয়ে মাদীনায় আসত। (বোখারী ২৫৪৪,২৫৪৭,২৫৫১,৩০১১,৩৪৪৬, ৫০৮৩;মুসলিম ১/৭০ হাদিস ১৫৪,আহমাদ ১৯৭৩২)

٣٢ ـ باب عظة الإمام النساءَ وتعليمِهِنَّ

٩٨ ـ حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ أَيوبَ قال: سَمِعتُ عَطاءً قال: سَمِعتُ ابنَ عبَّاس قال: أَشْهَدُ على النبيِّ ﷺ ـ أو قال عطاءٌ: أشهَدُ على ابنِ عبَّاسٍ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ـ خَرَجَ ومَعَهُ بِلالٌ فظَنَّ أَنَّهُ لم يُسْمِعْ ، فوَعظَهُنَّ وأَمرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ المرأَةُ تُلْقي القُرْطَ والخاتَمَ ، وَبِلالٌ يأْخُذُ في طَرَفِ ثَوبِهِ.

وَقَالَ إسماعيلُ عن أيوبَ عن عَطاءٍ وقال عن ابنِ عباسٍ: أَشْهَدُ على النبيِّ ﷺ.

[الحديث ٩٨ ـ أطرافه في: ٨٦٣ ، ٩٦٢ ، ٩٦٤ ، ٩٧٥ ، ٩٧٧ ، ٩٧٩ ، ٩٨٩ ، ١٤٣١ ، ١٤٤٩ ، ٥٣٤٩ ، ٥٨٨٠ ، ٥٨٨١ ، ٥٨٨٣ ، ٧٣٢٥].

৩/৩২ অধ্যায় ঃইমাম কতৃকনারীদের নসীহাত করা এবং তালীম দেওয়া।

৯৮. হযরাত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -সম্পর্কে সাক্ষী রেখে বলছি,কিংবা পরবর্তী বর্ণনাকারী আত্বা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্পর্কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। হুযুরের সঙ্গে হযরাত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন যে, দুরে থাকার জন্য তাঁর (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নসীহত মহিলাদের নিকট পৌঁছেনি। ফলে তিনি তাঁদের নাসীহাত করলেন এবং দান-খয়রাতের উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দুল ও হাতের আংটি দান করতে লাগলেন। আর হযরাত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেগুলি তাঁর কাপড়ের প্রান্তে গ্রহণ করতে লাগলেন। হযরাত ইসমাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু আত্বা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বলেন যে,হযরাত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাক্ষীরেখে বলছি। (বোখারী ৮৬৩, ৯৬২,৯৬৪,৯৭৭,৯৭৯,৯৮৯,১৪৩১,১৪৪৯,৪৮৯৫,৫২৪৯,৫৫৮১,৫৮৮০, ৫৮৮৩,৭৩২৫; মুসলিম ৮৮৪;আবু দাউদ ১১৪৩-১১৪৭;সুনানে নেসাই ৩/ ১৫৮৫;সুনানে ইবনে মাযা ১২৭৪;মুসনাদে আবু ইয়ালা ২৭০১;সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৪৫৮,মুসনাদুল হুমাইদি ৪৭২;সুনানে দারিমী ১৬১১; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৫৭পৃ)

٣٣ ـ باب الحِرْصِ على الحَدِيثِ

٩٩ ـ حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثَنِي سُليمانُ عن عمرو بنِ أَبي عمرٍو عن سَعيدِ بنِ أبي سَعيدٍ المَقْبُريِّ عن أَبي هُرَيرةَ أَنه قال: قِيلَ يا رسولَ اللهِ مَنْ أَسعدُ الناسِ بِشَفَاعَتِكَ يومَ القيامةِ؟ قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لقد ظننتُ يا أبا هُريرةَ أَنْ لا يَسْأَلَني عن هذا الحديثِ أحدٌ أَوَّلَ منكَ؛ لِمَا رأيتُ مِنْ حِرْصِكَ على الحديث. أسعدُ النَّاسِ بشفاعتي يَومَ القيامةِ من قال: لا إله إلاَّ اللهُ خالِصاً مِنْ قلبه ، أو نفسه». [الحديث ٩٩ ـ طرفه في: ٦٥٧٠].

৩/৩৩ ঃ অধ্যায় ঃ হাদীসের প্রতি লালসা।

৯৯.হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - কে প্রশ্ন করা হল ঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! ক্বীয়ামতের দিনে আপনার নিকট শাফায়াত লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃআবু হুরাইরা! অবশ্যই আমার ধারণা ছিল যে তোমার পূর্বে আমাকে এবিষযে কেও প্রশ্ন করবে না। কারণ হাদীসের প্রতি তোমার প্রবল আগ্রহ সম্পর্কে আমি জ্ঞাত। ক্বীয়ামত দিবসে আমার নিকট শাফায়াত হাসিলের ব্যাপারে সর্বাধিক কামিয়াব ঐ ব্যাক্তি হবে যে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ও একনিষ্ঠ চিত্তে সহিত লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই) পড়েছে। (বোখারী ৬৫৭)

٣٤ ـ باب كيفَ يُقْبَضُ العِلمُ

وكتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إِلى أَبي بكرِ بن حَزْمٍ: انْظُر ما كان من حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ فاكْتُبْهُ ، فإِنِّي خِفْتُ دُروسَ العِلمِ وذَهَابَ العُلَماءِ. ولا تقبَلْ إِلاَّ حديثَ النبيِّ ﷺ. ولْتُفْشوا العِلمَ. ولْتَجْلِسُوا حتى يُعَلَّمَ مَنْ لا يَعْلَمُ ، فإِنَّ العِلمَ لا يَهْلِكُ حتَّى يَكونَ سِرًّا. حدَّثَنَا العَلاءُ بنُ عبدِ الجبَّارِ قال: حدَّثَنَا عبدُ العزِيز بنُ مُسْلم عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ بذلك. يعني حديثَ عمرَ بنِ عبدِ العزِيز إِلى قولهِ: «ذهابَ العُلماء».

৩/৩৪ ইলম কে কিভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

হযরাত উমার বিন আব্দুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর ইবনু হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক চিঠিতে লিখেন ঃ তলাশ কর,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যে হাদীস পাও তা লিপিবদ্ধ কর। আমি ধর্মীয় জ্ঞান লোপ পাওয়ার এবং আলিমদের বিদায় নেয়ার ভয় করছি এবং জেনে রাখ,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না। আর প্রত্যেকের উচিৎ ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানো আর তারা যেন একসাথে

বসে (ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা করে) যাতে যে না জানে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কারণ জ্ঞান গোপন না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না।'আলা' ইবনু আব্দুল জাব্বার রাদিয়াল্লাহু আনহু ..আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়াতে হযরাত উমার ইবনু আব্দুল আযীয এর উপরোক্ত হাদীস বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিদায় নেয়া পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে।

١٠٠ ـ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أَبي أُوَيْسٍ قال: حدَّثني مالكٌ عن هِشَامِ بنِ عُروةَ عَنْ أَبِيهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاص قال: سَمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انتِزاعاً يَنْتَزِعُهُ من العِبَادِ ، ولكنْ يَقْبِضُ العِلمَ بقَبْضِ العُلماءِ حتَّى إذا لم يُبقِ عالماً اتخَذَ الناسُ رُؤوساً جُهَّالاً فسُئلوا فأفْتَوا بغير علمٍ فضلُّوا وأضَلُّوا».

قال الفِرَبْرِيُّ: حدَّثَنا عبَّاس قال: حدَّثَنا قُتَيبةُ حدَّثَنَا جَرِيرٌ عن هِشامٍ نَحوَه.

[الحديث ١٠٠ ـ طرفه في: ٧٣٠٧].

১০০. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,তিনি বলেন ঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইরশাদ করতে শুনেছি-অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞানকে (ঐরূপ) উঠাবেন না ,যে জ্ঞানকে বান্দাদের (অন্তর) হতে বের করে নেবেন,বরং দীনের আলিমদের বাকী রাখবেন না। তখন লোকেরা মূর্খদের সর্দার বানাবে, তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তাবা জ্ঞান ব্যতীতই ফতওয়া প্রদান করবে। সূতরাং নিজেরাও গুমরাহ হবে এবং লোকেদেরও গুমরাহ করবে।

ফিরাবরী বলেন,...জারীর হিশামের নিকট হতে অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (৭৩০৭; মুসলিম ৪৭/৪ হাদিস ২৬৭৩ ,আহমাদ ৬৫২১)

٣٥ ـ باب هل يُجعَلُ للنساءِ يومٌ عَلَى حِدَةٍ في العلم؟

١٠١ ـ حدَّثنا آدم قال: حدَّثَنا شُعبةُ قال: حدَّثني ابنُ الأَصْبَهاني قال: سَمعتُ أبا صالحٍ ذَكوانَ يُحدِّثُ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ: قالتِ النساءُ للنبيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيكَ الرِّجَالُ ، فاجعلْ لَنا يَوماً مِنْ نَفْسِكَ، فوَعَدَهُنَّ يَوماً لَقِيَهُنَّ فيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فكانَ فيما قالَ لَهُنَّ: «ما مِنْكُنَّ امْرأَةٌ تُقَدِّمُ ثلاثةً مِنْ وَلَدِها إلَّا كانَ لَها حِجاباً مِنَ النَّارِ». فقالت امرأةٌ: واثنَيْنِ؟ فقال: «واثنين».

[الحديث ١٠١ ـ طرفاه في: ١٢٤٩ ، ٧٣١٠].

৩/৩৫ অধ্যায় ঃ মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যকোন দিন নির্ধারণ করা যায় কী?

১০১.হযরাত আবু সা'ইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃএকদা নারীরা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, (ইয়া রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষেরা আপনার নিকট আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দেন। রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য একটি বিশেষ দিনের অঙ্গীকার করলেন; সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন,নসীহাত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নসীহতের মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে মহিলা তিনটি সন্তান পূর্বেই পাঠাবে ,তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তখন একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন- (ইয়া রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর দুটি পাঠালে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'দুটি পাঠালেও'। (বোখারী ১২৪৯,৭৩১০; মুসলিম ৪৫/৪৭ হাদিস ২৬৩৩)

١٠٢ ـ حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ قال: حدَّثَنَا غُنْدَرٌ قال: حدَّثَنَا شُعْبةُ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ الأَصْبَهانيِّ عن ذَكْوانَ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ عنِ النبيِّ ﷺ بهذا.

وعن عبدِ الرَّحمٰن بنِ الأَصْبَهَانيِّ قال: سَمعتُ أبا حازِمٍ عن أبي هريرة قال: «ثلاثةٌ لم يَبلُغوا الحِنثَ». [الحديث ١٠٢ ـ طرفه في: ١٢٥٠].

১০২. হযরাত আবু সা'ইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরাত আব্দুর রহমান আল আসবাহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন , আমি আবু হাযিম হতে এবং তিনি হযরাতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে । তিনি

٣٦ ـ باب من سَمِعَ شيئاً فَرَاجَعَ حتى يَعرِفَه

١٠٣ ـ حدَّثَنَا سَعيدُ بنُ أبي مَرْيَمَ قال: أخبرَنا نَافِعُ بنُ عُمَرَ قال: حدَّثني ابنُ أبي مُلَيكةَ أَنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ ﷺ كانتْ لا تَسمَعُ شيئاً لا تَعرِفُهُ إلاَّ راجَعَتْ فيهِ حتَّى تَعرِفَهُ ، وأَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ» قالت عائشةُ فقلتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تعالىٰ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ قالت: فقال: «إنَّما ذٰلك العَرْضُ ، ولٰكنْ مَنْ نُوقِشَ الحِسابَ يَهْلِكْ».

[الحديث ١٠٣ ـ أطرافه في: ٤٩٣٩ ، ٦٥٣٦ ، ٦٥٣٧].

১০৩. হযরাত ইবনু আবু মুলাইকাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর স্ত্রী হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন কোন কথা শ্রবণ করতেন,তার মধ্যে যেটা বোধগম্য না হত তাহলে তিনি (রাদিয়াল্লাহ আনহু) হুযুরের নিকট তা বুঝে নিতেন। একদা রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,"ক্বীয়ামতের দিনে যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।" হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইরশাদ করেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম-আল্লাহ তা'য়ালা কি ইরশাদ করেননি ... (সুতরাং খুব সন্নিকটেই. হিসাব নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে) - (সুরা ইনশিক্বাক ৮৪/৮)। তখন রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ তা কেবল প্রকাশ করা হবে। কিন্তু যার হিসাব পুখানুপুঙ্খ রূপে নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে। (বোখারী ৪৯৩৯, ৬৫৩৬,৬৫৩৭; মুসলিম ৫১/১৮ হাদিস ২৮৭৬)

٣٧ ـ باب لِيُبَلِّغِ العِلمَ الشاهِدُ الغائبَ. قالَه ابنُ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ ﷺ

١٠٤ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قال: حدَّثني الليثُ قال: حدَّثني سَعيدٌ عن أبي شُرَيحٍ أَنَّهُ قال لِعَمرِو بنِ سَعيدٍ ـ وهو يَبعثُ البُعوثَ إلى مَكةَ ـ: ائذَنْ لي أيُّها الأميرُ أُحَدِّثْكَ قولاً قَامَ بِهِ النبيُّ ﷺ الغَدَ مِنْ يوم الفَتْحِ ، سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قلبي ، وأَبْصَرَتْه عيناياَ حِينَ تكلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عليهِ ثمَّ قال: إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ ولمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فلا يَحِلُّ لامْرِىءٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَسْفِكَ بها دَماً ، ولا يَعْضِدَ بها شَجَرَةً. فإنْ أحدٌ تَرَخَّصَ لِقِتالِ رسولِ اللهِ ﷺ فيها فقولوا: إنَّ اللهَ قد أذِنَ لِرَسُولِهِ ولمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإنَّما أذِنَ لِي فِيها ساعةً مِنْ

نهارٍ ، ثُمَّ عادَتْ حُرْمَتُها اليومَ كَحُرْمَتِها بالأمسِ ، وَلْيُبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ». فقيلَ لأبي شُرَيحٍ: ما قال عَمرٌو؟ قال: أنا أعْلَمُ منكَ يا أبا شُرَيحٍ ، لا يُعِيذُ عاصِياً ، ولا فَارًّا بدَم ، ولا فارًّا بِخَرْبَةٍ. [الحديث ١٠٤ ـ طرفاه في: ١٨٣٢ ، ٤٢٩٥].

৩/৩৭ ঃউপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট ইল্‌ম পৌঁছে দেওয়া।

১০৪.হযরাত আবু শুরায়হ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি হযরাত আমর বিন সা'ইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওই সময় একথা বলেছিলেন যখন হযরাত আমর বিন সা'ইদ মক্কার দিকে সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন - হে আমাদের নেতা! আমাকে অনুমতি দিলে আমি আপনার নিকট একটি হাদিস বর্ণনা করব যেটা মক্কাহ বিজয়ের পরের দিন রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছিলেন। আমার দু'কান তা শ্রবণ করেছে,আমার হৃদয় তা আয়ত্ত করেছে , আর আমার চোখ দু'টো তা দেখেছে। রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হামদ ও সানা বায়ান করে ইরশাদ করেন ঃ মক্কাকে আল্লাহ পাক হারাম করেছেন,কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। অতএব,যে ব্যক্তি আল্লাহ উপর ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা , সেখান কার গাছ কাটা বৈধ নয়। যদি কোন ব্যক্তি মক্কার মধ্যে রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - লড়াইকে দলীল করে,তবে তোমরা বলে দাও, অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তোমাদের অনুমতি দেননি। আমাকেও সেদিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর পূর্বের মতই আজ আবার একে তার নিষিদ্ধ হবার মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট (এ বাণী) পৌঁছে দেয়। অতঃপর হযরাত আবু শুরায়হ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে প্রশ্ন করা হল, আপনার এ হাদীস শুনে আমর কী বললেন? (হযরাত আবু শুরায়হ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন) তিনি বললেন ঃ 'হে আবু শুরায়হ! (এ বিষয়ে) আমি তোমার তুলনায় অধিক জানি। মক্কাহ শরীফ কোন বিদ্রোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন চোরকে আশ্রয় দেয় না।'

١٠٥ ـ حدّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الوَهّابِ قال: حدّثنا حمّادٌ عن أيوبَ عن محمدٍ عن ابنِ أبي بَكْرَةَ عن أَبِي بكْرَةَ ذُكِرَ النبيُّ ﷺ قال: «فإنَّ دماءَكُم وأموالَكم ـ قال محمدٌ: وأَحْسِبُهُ قال وأَعْراضَكُمْ ـ عَلَيْكُمْ حَرامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، في شَهْرِكُمْ هٰذَا. ألا لِيُبَلِّغِ الشاهِدُ منكمُ الغائبَ» ـ وكان محمدٌ يقول: صَدَقَ رسولُ اللهِ ﷺ، كان ذٰلكَ ـ «ألا هل بَلَّغْتُ» مَرَّتَيْنِ.

[انظر الحديث: ٦٧].

১০৫.হযরাত আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী উদ্ধৃতি করে বলেন ঃ রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমাদের জান তোমাদের মাল - (রাবী) মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মনে হয়,রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন ঃ এবং তোমাদের মান সম্মান(অন্য মুসলমানের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদা সম্পন্ন । শোন ! তোমাদের মধ্যে শাহিদ (উপস্থিত)দের উচিৎ তারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়। (রাবী) মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য ফরমিয়েছেন। হুযুর দুইবার ইরশাদ করেছেন ঃ শোন ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ! (বোখারী ৬৭)

٣٨ ـ باب إثم مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٠٦ ـ حدّثنا عَلِيُّ بنُ الجَعْدِ قالَ: أخبرَنَا شُعْبَةُ قال: أخبَرَنِي مَنْصُورٌ قالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بنَ حِراشٍ يَقول: سَمِعتُ علياً يقولُ: قال النبيُّ ﷺ: «لا تَكْذِبوا عَلَيَّ، فإنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ».

৩/৩৮ ঃ অধ্যায় ঃ রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করার পাপ

১০৬. হযরাত রাবে'য় বিন হারাশ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি হযরাতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেনঃ আমার উপর তোমরা মিথ্যারোপ করো না। কারণ,যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। (মুসলিম শরীফ মুক্কাদ্দমা ২ অধ্যায় হাদিস ২)

١٠٧ ـ حدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قال: حدَّثَنَا شُعْبَةُ عن جامع بن شَدَّادٍ عن عامر بن عبدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ عنْ أَبِيهِ قال: قلتُ للزُّبَيْرِ: إنِّي لا أَسْمَعُكَ تُحدِّثُ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ كما يُحَدِّثُ فُلانٌ وفُلانٌ. قال: أما إنِّي لم أُفارِقْهُ، ولٰكنْ سَمِعتُهُ يقولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

১০৭. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

আমি আমার পিতা যুবাইরকে বললাম ঃ আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের ন্যায় রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ,আমি তাঁর থেকে দূরে থাকিনি,কিন্তু আমি রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইরশাদ করতে শুনেছি , যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে দোযখের আগুনে নিজের বসার ঠিকানা বানিয়ে নিবে। (সুনানে আবু দাউদ ৩২৫১,সুনানে ইবনে মাযা ৩৬,মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৮/৭৬০ পৃঃ)

١٠٨ ـ حدَّثَنا أبو مَعْمَرٍ قال: حدَّثَنا عبدُ الوارِثِ عن عبدِ العزيزِ قال أنسٌ: إنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أنْ أُحَدِّثَكم حَدِيثاً كثيراً أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِباً فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

১০৮. হযরাত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এই কথাটি তোমাদের নিকট বহু হাদীস বর্ণনা করতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় যে, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে নিজের বসার ঠিকানা দোযখের আগুনে বানিয়ে নিবে

١٠٩ ـ حدَّثَنا مَكيُّ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثَنا يَزِيدُ بنُ أَبي عُبَيدٍ عن سَلَمَةَ قال: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ ما لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

১০৯.হযরাত সালমা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করতে শুনেছি-যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি,সে নিজের বসার

ঠিকানা দোযখের আগুনে বানিয়ে নিবে। (সুনানে ইবনে মাযা ৩৪,সহীহ ইবনে হিব্বান ২৭,মুসনাদে আহমাদ ২/৫০১)

١١٠ ـ حدَّثنا موسَىٰ قالَ: حدَّثنَا أبو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حصِينٍ عن أَبِي صالحٍ عن أَبِي هُرَيرةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «تَسَمَّوا باسْمِي ، ولا تَكْتَنوا بكُنْيَتِي ، ومَنْ رآني في المَنَامِ فَقَدْ رآني ، فإنَّ الشيطانَ لا يَتَمثَّلُ في صُورَتي. ومَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[الحديث ١١٠ ـ أطرافه في: ٣٥٣٩ ، ٦١٨٨ ، ٦١٩٧ ، ٦٩٩٣].

১১০. হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার নামে তোমরা নাম রাখ; কিন্তু আমার উপনামে(কুনিয়াতে)তোমাদের নাম রেখ না। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখল,সে অবশ্যই আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার আকৃতির ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে নিজের বসার ঠিকানা দোযখের আগুনে বানিয়ে নিবে। (বোখারী ৩৫৩৯,৬১৮৮,৬১৯৭,৬৯৯৩; মুসলিম শরীফ হাদিস ২,২১৩১, ২১৩৪;সুনানে আবু দাউদ ৪৯৬৫;সুনানে ইবনে মাযা ৩৭৩৫;মুসনাদুল হুমাইদি ১১৪৪;মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৮/৬৭১;সুনানে বায়হাক্বী ৯/৩০৭;শারহুস সুন্নাহ ৩৩৬৩,মুসনাদে আহমাদ ২/২৪৭)

٣٩ ـ باب كِتابةِ العِلم

١١١ ـ حدَّثنا مُحمدُ بنُ سَلامٍ قال: أَخبرَنَا وَكيعٌ عَنْ سُفيانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عنِ الشَّعبيِّ عَن أبي جُحَيْفَةَ قال: قلتُ لعَلِيٍّ هل عندَكُمْ كِتاب؟ قال: لا إلَّا كتابُ اللهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رجلٌ مُسلمٌ ، أو ما في هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر.

৩/৩৯ ঃ অধ্যায় ঃ ইলম লিপিবদ্ধ করা ।

১১১. হযরাত আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম,আপনার নিকট কি কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহাহু) বললেন ঃ 'না' কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব রয়েছে, আর একজন মুসলিম কে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে সেই চিন্তাধারা,অথবা এই সহীফার মধ্যে যা কিছু লেখা রয়েছে ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওই সহীফার মধ্যে কি লেখা রয়েছে? তিনি (কার্‌রামুল্লাহু ওয়াজহাহু) বললেন ঃ দিয়াতের আহকাম (লিখিত রয়েছে) এবং কয়েদীদের মুক্ত করার আর এটা যে,মুসলমানদের কাফের(হারবী)দের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না। (বোখারী ১৮৭০,৩০৪৭,৩১৭২,৬৯০৩, ৬৯১৫)

١١٢ ـ حدَّثنا أبو نُعَيمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَينٍ قال: حدَّثنا شَيبانُ عن يَحيىٰ عن أبي سَلَمَةَ عن أبِي هُرَيرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيثٍ عامَ فَتْحِ مَكةَ بِقَتيلٍ منهم قَتَلُوه ، فأُخْبِرَ بِذٰلِكَ النبيُّ ﷺ فَرَكِبَ راحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: «إنَّ اللهَ حَبَسَ عن مَكةَ القَتْلَ ـ أو الفِيلَ. شَكَّ أبو عبدِ اللهِ ـ وسَلَّطَ عليهم رسولَ اللهِ ﷺ والمُؤْمِنينَ. ألا وإنَّها لم تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، ولم تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعدي. أَلاَ وَإنَّها حَلَّتْ لِي ساعةً من نهارٍ. ألا وإنَّها ساعتي هٰذِه حَرامٌ: لا يُخْتَلَىٰ شَوْكُها ، ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، ولا تُلْتَقَطُ ساقِطَتُها إلَّا لمُنْشِد. فَمَنْ قُتِلَ فهوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أَنْ يُعقَلَ ، وإمَّا أَنْ يُقادَ أَهْلُ القَتِيلِ». فجاءَ رَجُلٌ مِنْ أهلِ اليَمَنِ فقال: اكتُبْ لي يا رسولَ اللهِ! فقال: «اكْتُبُوا لأبي فلان». فقال رجُلٌ من قُرَيشٍ: إلَّا الإذْخِرَ يا رسولَ الله! فإنَّا نَجْعَلُهُ في بيوتنا وقبورنا. فقال النبيُّ ﷺ: «إلَّا الإذْخِرَ». قال أبو عبدِ اللهِ: يُقالُ: يُقادُ بالقاف. فقِيلَ لأبي عبدِ اللهِ أيُّ شيءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قال: كَتَبَ له هٰذِهِ الخُطْبَةَ. [الحديث ١١٢ ـ طرفاه في: ٢٤٣٤ ، ٦٨٨٠].

১১২.হযরাত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে,মক্কা বিজয় বর্ষে খুযা'আ লায়স গোত্রের এক ব্যক্তি হত্যা করল। এ হত্যা ছিল তাদের এক নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ ,যাকে ইতিপূর্বে লায়স গোত্রের লোক হত্যা করেছিল । অতঃপর এ খবর রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এক নিকট পৌঁছালো। রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উটের উপর আরোহন করে ভাষণ দিলেন,ইরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা মক্কা হতে হত্যা -কে কিংবা হাতী-কে রোধ করেছেন।

হযরাত ইমাম বোখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যা বলেছেন না হাতী বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনা কারী আবু নু'আয়ম সন্দেহপোষণ করেন। অন্যরা শুধু হাতী শব্দ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মক্কাহ্বাসী উপর রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনগণকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয়ী করা হয়েছে। শোন! অবশ্যই আমার পূর্বে কারও জন্য মক্কা কে হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও হালাল হবে না। শোন ! অবশ্যই তাও আমার জন্য দিনের কিছু সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। আরো জেনে রাখো , আমার এই কথা বলার মূহূর্তে আবার তা অবৈধ হয়ে গেছে। সেখানকার কোন কাঁটা কিংবা গাছ কাটা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না। ঘোষক ব্যতীত কারও জন্য তা উঠিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। আর কেউ নিহত হলে তার আপনজনদের জন্য দু'টি ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার আছে। হয় তার রক্তপণ নেবে নতুবা ক্বীসাসের ফায়সালা গ্রহণ করবে। অতঃপর ইয়ামান বাসী এক ব্যক্তি এসে বলল-ইয়া রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! একথা গুলি আমাকে লিখে দেন। রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদকরলেনঃ তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও। তারপর ক্বুরাইশের একব্যক্তি বলল,রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! ইযখির ব্যতীত-কারণ তা আমরা আমাদের গৃহে ও আমাদের ক্বরে রাখি । সুতরাং রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,ইযখির ব্যতীত। (বোখারী ২৪৩৪,২৮৮০)

١١٣ - حدَّثَنا عَلِيُّ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثَنا سُفيانُ قال: حدَّثَنا عمرٌو قال: أخبرَني وَهْبُ بنُ مُنَبِّهٍ عن أخيه قال: سَمعتُ أبا هُرَيرةَ يَقول: ما مِنْ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكثرَ حَدِيثاً عنهُ منِّي ، إلَّا ما كان من عبدِ اللهِ بنِ عمرو فإنه كان يكتُبُ ولا أكتُبُ. تابَعَهُ مَعْمَرٌ عن هَمَّامٍ عن أبي هريرة.

১১৩.হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্যে (হযরাত) আব্দুল্লা ইবনে আমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত আর কারও নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখতেন , আর আমি লিখতাম না। মা'মার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাম্মাম সূত্রে হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরুপ বর্ণনা করেছেন।

١١٤ - حدَّثنا يَحيىٰ بنُ سُلَيمانَ قال: حدَّثني ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرَني يونُسُ عن ابنِ شِهابٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: لمَّا اشتدَّ بالنبيِّ ﷺ وَجَعُهُ قال: «ائتوني بِكتابٍ أكتُبْ لكُمْ كِتاباً لا تَضِلُّوا بعدَهُ» قال عُمَرُ: إنَّ النبيَّ ﷺ غَلَبَهُ الوَجَعُ ، وعِنْدَنا كتابُ اللهِ حَسْبُنا. فاختَلَفوا ، وكثُرَ اللغَطُ. قال: قوموا عنِّي ، ولا يَنْبَغي عندِي التَّنازعُ. فخرَجَ ابنُ عبَّاسٍ يقول: إنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حالَ بينَ رسولِ اللهِ ﷺ وبينَ كِتابِهِ.

[الحديث ١١٤ ـ أطرافه في: ٣٠٥٣ ، ٣١٦٨ ، ٤٤٣١ ، ٤٤٣٢ ، ٥٦٦٩ ، ٧٣٦٦].

১১৪.হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাথা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ আমার কাছে কেতাব (কাগজ) নিয়ে এসো,আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দেব যাতে পরে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না। হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন অবশ্যই রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যন্ত্রণা অধিক রয়েছে ,আর আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব রয়েছে-যা আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ আমার নিকট হতে উঠে যাও ! আমার নিকট মতানৈক্য করতে হয় না। অতঃপর হযরাত ইবনে আব্বাস এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন, অবশ্যই সবচেয়ে বড় মুসিবত ছিল যা রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লেখণীকে

কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। (বোখারী ৩০৫৩,৩১৬৮,৪৪৩১,৪৪৩২,৫৬৬৯, ৭৩৬৬)

টীকাঃ-এ হাদিস দ্বারা এটা সাবস্ত্য যে, রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই লিখতে জানতেন। যারা বলে রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখতে জানতেন না তাদের এই হাদিস হতে আক্বীদা গ্রহণ করা আবশ্যক।

٤٠ ـ باب العِلْمِ والعِظَةِ باللَّيلِ

١١٥ ـ حدَّثنا صَدَقَةُ أخبرَنا ابنُ عُيَيْنَةَ عن مَعْمرٍ عنِ الزُّهْرِيِّ عن هِندٍ عن أمِّ سَلَمَةَ. وعَمرٌو ويَحيىٰ بنُ سَعيدٍ عن الزُّهْرِيِّ عن هندٍ عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: استَيْقَظَ النبيُّ ﷺ ذَاتَ لَيلةٍ فقال: «سُبْحانَ اللهِ ماذا أُنْزِلَ اللَّيلةَ مِنَ الفِتَنِ، وماذا فُتِحَ مِنَ الخَزَائِنِ. أَيْقِظوا صَواحِباتِ الحُجَرِ، فرُبَّ كاسِيَةٍ في الدُّنْيا عارِيَةٍ فِي الآخرة».

[الحديث ١١٥ ـ أطرافه في: ١١٢٦، ٣٥٩٩، ٥٨٤٤، ٦٢١٨، ٧٠٦٩].

৩/৪০ রাত্রি বেলায় ইলমের কথা বলা এবং নসীহাত করাঃ

১১৫.হযরাত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক রাতে রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে বলেনঃ 'সুবহান আল্লাহ ! আজ রাতে কতই না ফিতনা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কতই না ভান্ডার উন্মুক্ত করা হয়েছে। গৃহবাসীদের জাগিয়ে দাও,বহু মহিলা যারা দুনিয়ায় পোশাক পরিহিতা ,তারা আখিরাতে হবে বিবস্ত্র। ' (বোখারী ১১২৬,৩৫৯৯,৫৮৪৪,৬২১৮,৭০৬৯;সুনানে তিরমীযি ২১৯৪,মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক ২০৭৪৮,আল মুজামুল কুবরা ২৩/৮৩৬,শু'য়বুল ইমান ১০৪৮৯,মুসনাদে আবু ইয়ালা ৬৯৮৮,আল মুজামুল ওসিত ৯২০০)

٤١ ـ باب السَّمَرِ في العِلْمِ

١١٦ ـ حدَّثَنا سَعيدُ بنُ عُفَيرٍ قال: حدَّثني اللَّيثُ قال: حدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ خالدٍ عن ابنِ شِهابٍ عن سالمٍ وأَبِي بَكرِ بنِ سُلَيمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: صلَّىٰ بنا النبيُّ ﷺ العِشاءَ في آخِرِ حَياتِهِ، فلمَّا سَلَّمَ قام فقال: «أَرَأَيْتَكمْ لَيْلَتَكمْ هٰذِهِ، فإنَّ رأْسَ مِئَةِ سَنةٍ منها لا يَبقىٰ مِمَّنْ هوَ عَلَى ظَهْرِ الأرضِ أَحَد». [الحديث ١١٦ ـ طرفاه في: ٥٦٤، ٦٠١].

৩/৪১ ঃ রাত্রি বেলায় ইলমের কথা বলাঃ

১১৬. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাহিরী জীবনের শেষ পর্যায়ে আমাদের নিয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। সালাম ফেরানোর পর রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দন্ডায়মান হয়ে ফরমালেন ঃ তোমরা কি তোমাদের এই রাত্রির অবস্থা দেখলে ? কারণ এর ঠিক একশত বছর পর যে সকল লোক যমীনের মধ্যে রয়েছে তাদের আরকেও অবশিষ্ট থাকবে না।

টীকা ঃ - উক্ত হাদীসের মধ্যে ওই সকল ব্যক্তিবর্গের কথা বলা হয়েছে যারা সেই সময় হুযুরের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। ব্যতিক্রম ওই সকল লোক যাদের জন্ম পরে হয়েছে। এমনকি ব্যতিক্রম হলেন হযরাত ইসা আলাইহিস সালাম যিনি আসমানে রয়েছেন,হযরাত খিযীর ও হযরাতে ইলিয়াস যাঁরা অদৃশ্য রয়েছেন অনুরূপ ব্যতীক্রম হল মরদুদ ইবলিস সহ অন্যান্য জীন সম্প্রদায়। তারিখের পূস্তকে বিদ্যমান যে,সবচেয়ে শেষ সাহাবী হযরাত আবু তুফাইল আমীর বিন ওয়াসিলা যিনি ১১০ হিজরীতে ওফাত পান । সুতরাং এই হাদীস হল হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইলমে গায়েবের একটি দলীল।

١١٧ ـ حدَّثنا آدمُ قال: حدَّثنا شُعبةُ قال: حدَّثنا الحَكَمُ قال: سمعتُ سَعيدَ بنَ جُبَيرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: بِتُّ في بَيتِ خالَتِي مَيْمونَةَ بنتِ الحارِثِ زَوْجِ النبيِّ ﷺ ، وكان النبيُّ ﷺ عِنْدَها فى لَيْلَتِها ، فصَلَّى النبيُّ ﷺ العِشاءَ ، ثمَّ جاءَ إلى مَنزلِهِ فصلَّى أربعَ ركعاتٍ ، ثمَّ نام. ثُمَّ قامَ ، ثمَّ قال: نامَ الغُلَيِّمُ ـ أو كلمةً تُشْبِهُها ـ ثم قامَ ، فقُمْتُ عنْ يَسارِهِ فجَعَلَني عنْ يمينِهِ. فصلَّى خمسَ رَكَعاتٍ ، ثمَّ صلَّى رَكْعَتينِ ، ثمَّ نامَ حتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَه ـ أو خَطيطه ـ ثمَّ خَرجَ إلى الصلاة. [الحديث ١١٧ ـ أطرافه في: ١٣٨ ، ١٨٣ ، ٦٩٧ ، ٦٩٨ ، ٦٩٩ ، ٧٢٦ ، ٧٢٨ ، ٨٥٩ ، ٩٢٤ ، ١١٩٨ ، ٤٥٦٩ ، ٤٥٧٠ ، ٤٥٧١ ، ٤٥٧٢ ، ٥٩١٩ ، ٦٢١٥ ، ٦٣١٦ ، ٧٤٥٢].

১১৭. হযরাত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লত্রাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার খালার নিকট ছিলাম। যাঁর নাম ছিল হযরাত মায়মুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী ছিলেন। ওই রাত্রীতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট ছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামায আদায়ের পর পবিত্র হুজরা শরীফে তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং চার রাকায়াত নামায আদায় করে শুয়ে গেলেন। পূণরায় দন্ডায়মানহয়ে ইরশাদ করলেন ঃ ছোট ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে? কিংবা এ ধরণের কোন বাক্য বললেন। পূণরায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামাযের জন্য) দন্ডায়মান হলেন। আমি আক্কা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বামদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুতরাং আক্কা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আমাকে ডানদিকে করে দিলেন। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ রাকায়াত নামায আদায় করলেন। পরে আবার দুই রাকায়াত নামায আদায় করলেন। অতঃপর আরাম করতে লাগলেন। এমনকি আমি নাকের পবিত্র আওয়াজ মোবারক শুনতে পেলাম। পূণরায় নামাযের জন্য বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (বোখারী ১৩৮,১৮৩,৬৯৭, ৬৯৮,৬৯৯,৭২৬,৮৫৯,১১৯৮,৪৫৬৯,৪৫৭০,৪৫৭১,৪৫৭২,৫১৯১, ৬২১৫,৬৩১৬,৭৪৫২; সহীহ মুসলিম ৭৮৩,আবু দাউদ ৬১০,শামাইলে তিরমীযি ৫;সুনানে নেসাই ১৬২০)

٤٢ ـ باب حِفظِ العِلْمِ

١١٨ ـ حدَّثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثني مالكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنِ الأَعْرَجِ عن أبي هُرَيرةَ قال: إنَّ الناسَ يَقولون: أكثَرَ أبو هُريرةَ. وَلَولاَ آيَتانِ فِي كِتابِ اللهِ ما حدَّثتُ حَديثاً. ثمَّ يتلو: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلرَّحِيمُ﴾. إنَّ إخواننا مِنَ الْمُهاجِرِينَ كانَ يَشْغَلُهمُ الصَّفْقُ بالأَسْواقِ ، وإنَّ إخوانَنا مِنَ الأَنْصارِ كانَ يَشْغَلُهمُ العَمَلُ في أموالِهِمْ. وإنَّ أبا هُرَيرةَ كانَ يَلْزَمُ رسولَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطنِهِ ، ويَحْضُرُ ما لا يَحْضُرون ، وَيَحْفَظُ ما لا يَحْفَظونَ. [الحديث ١١٨ ـ أطرافه في: ١١٩ ، ٢٠٤٧ ، ٢٣٥٠ ، ٣٦٤٨ ، ٧٣٥٤].

৩/৪২ অধ্যায় ঃ ইলম্ মুখস্ত করা।

১১৮. হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন ঃ লোকে বলে, হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিক হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু যদি কেতাবুল্লাহর মধ্যে দুটি আয়াত না থাকত তবে আমি কোনও হাদীস বায়ান করতাম না। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন ঃ (অর্থ ঃ নিশ্চয় ঐ সব লোক ,যারা আমার নাযীলকৃত সুস্পষ্ট বার্তাগুলো ও হিদায়াতকে গোপন করে এর পরে যে,মানুষের জন্য সেটা কিতাবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি,তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ(রয়েছে) এবং অভিশম্পাতকারীদের অভিশম্পাতও।*কিন্তু ঐ সব লোক ,যারা তাওবা করে,সংশোধন করে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, তবে আমি তার তাওবা কবুল করবো এবং আমিই হলাম মহান তাওবা কবুল কারী। (সুরা বাক্বারাহ ১৫৯-১৬০) অবশ্যই আমার মুহাজির ভাইরা বাজারে ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকত এবং আমার আনসার ভাইয়েরা জমিতে চাষ আবাদে লিপ্ত থাকত। অবশ্যই আবু হুরাইয়রা(রাদিয়াল্লাহু আনহু) অভুক্ত থেকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে হাজির থাকতেন। আর ঐ সকল স্থানে উপস্থিত থাকতেন যেখানে তারা (মুহাজির ও আনসারীগণ) অনুপস্থিত থাকতেন। আর ঐ সকল হাদীস সমূহ মুখস্থ করতেন যেগুলি তাঁরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আয়ত্ত করত না। (বোখারী ২০৪৭,২৩৫০,২৬৪৭,৭৩৫৪;মুসলিম শরীফ

١١٩ ـ حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بَكرٍ أبو مُصْعَبٍ قال: حدَّثَنا محمدُ بن إبراهيمَ بنِ دِينارٍ عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ عن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ عن أبي هُرَيرةَ قال: قلتُ يا رسُولَ اللهِ ، إنِّي أَسْمَعُ منكَ حَديثاً كثيراً أَنْساهُ. قال: ابسُطْ رِداءَكَ. فَبَسَطْتُه. قال: فَغَرَفَ بِيَدَيهِ ثمَّ قال: ضُمَّهُ ، فَضَمَمْتُهُ ، فما نَسيتُ شيئاً بعدَه.

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذِرِ قال: حَدَّثَنا ابنُ أبي فُدَيكٍ بهٰذَا. أو قال: غَرَفَ بيده فيه.

[انظر الحديث: ١١٨].

১১৯. হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার নিকট হতে অনেক হাদীস শ্রবণ করি কিন্তু ভুলে যাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন ঃ তোমার চাদর মেলে ধর। আমি তা মেলে ধরলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাত কে খাবল করে তাতে কিছু ঢেলে দিলেন । পূণরায় ইরশাদ করলেন ঃ এটা তোমার বুকের সাথে লাগাও। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম । অতঃপর আর কক্ষণই ভুলিনি।

টীকাঃ উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়-হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইলমে গায়েব প্রদান করেছিলেন। (নুযহাতুল ক্বারী ৪৬৭ পৃঃ)

١٢٠ ـ حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثني أخي عنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ عن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ عن أبي هُرَيرةَ قال: حَفِظْتُ من رسولِ اللهِ ﷺ وِعاءَينِ: فأمَّا أحدُهما فَبَثَثْتُهُ ، وأمَّا الآخَرُ فلو بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا البُلْعوم.

১২০. হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট হতে দুই পাত্র ইল্ম

আয়ত্ত করেছি। তন্মধ্যে একটি বিতরণ করে দিয়েছি । আর অপরটি এমন যে, প্রকাশ করলে আমার এই কন্ঠনালী কেটে দেওয়া হবে।

٤٣ ـ باب الإنصاتِ للعُلَماء

١٢١ ـ حدَّثنا حَجَّاجُ قال: حدَّثَنَا شُعبةُ قال: أخبرَني عَلِيُّ بنُ مُدْرِكٍ عن أبي زُرْعةَ عن جَرِيرٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال له في حَجَّةِ الوَداعِ: اسْتَنْصِتِ الناسَ. فقال: «لا تَرجِعوا بَعدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكم رِقابَ بَعضٍ». [الحديث ١٢١ ـ أطرافه في: ٤٤٠٥ ، ٦٨٦٩ ، ٧٠٨٠].

৩/৪৩ অধ্যায় ঃ আলিমদের কথা শ্রবণের জন্য লোকেদের চুপ করানো।

১২১. হযরাত জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,বিদায় হজ্জের সময় হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইরশাদ করলেন ঃ লোকেদের চুপ করাও। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে যেও না এরূপ একে অপরের গর্দান কাটাকাটি করে। (বোখারী ৪৪০৫,৬৮৬৯,৭০৮০;মুসলিম ১/২৯ হাদিস ৬৫)

٤٤ ـ باب ما يُسْتَحَبُّ لِلْعالِمِ إذا سُئِلَ أيُّ النَّاسِ أعْلَمُ فَيَكِلُ العِلمَ إلى الله

١٢٢ ـ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قال: حدَّثَنا سُفيانُ قال: حدَّثَنا عَمرٌو قال: أخبرَنى سَعيدُ بنُ جُبَيرٍ قال: قلتُ لابنِ عبَّاسٍ إنَّ نَوْفاً البَكاليَ يَزْعُمُ أنَّ موسىٰ ليسَ بموسىٰ بني إسرائِيلَ إنَّما هوَ موسىٰ آخَرُ ، فقالَ: كَذَبَ عَدوُّ اللهِ ، حدَّثَنَا أُبيُّ بنُ كَعْبٍ عنِ النبيِّ ﷺ: «قامَ موسىٰ النبيُّ خَطيباً في بني إسْرائيلَ ، فسُئِلَ: أيُّ الناسِ أعْلَمُ؟ فقال: أنَا أعْلَمُ. فَعَتَبَ اللهُ عليهِ

إذْ لمْ يَرُدَّ العِلمَ إليهِ ، فأوحىٰ اللهُ إليهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبادي بمَجْمَعِ الْبَحْرَينِ هوَ أَعْلَمُ مِنكَ . قال : يا ربِّ وكيفَ به؟ فقيل له : احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَلٍ ، فإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ . فانْطَلَقَ وانطَلَقَ بفَتَاهُ يُوشَعَ بنِ نُونٍ ، وحَمَلا حُوتاً في مِكْتَلٍ ، حتَّى كانا عندَ الصَّخْرةِ وضَعا رؤوسَهما وناما ، فانْسَلَّ الحوتُ مِنَ المِكْتَلِ فاتَّخَذَ سَبيلَهُ في البَحرِ سَرَباً ، وكان لموسىٰ وفَتَاهُ عَجَباً . فانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهما ويَوْمِهما ، فلما أصبَحَ قال موسىٰ لِفَتاهُ : آتِنا غَداءَنا ، لقدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هٰذا نصَباً . ولم يَجِدْ مُوسىٰ مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حتَّى جاوَزَ المكانَ الَّذي أُمِرَ بِهِ . فقالَ لَهُ فَتَاهُ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَينا إلى الصَّخْرةِ فإنِّي نَسيتُ الحُوتَ . قال موسىٰ : ذٰلِكَ ما كُنَّا نَبْغي . فارْتَدَّا عَلَىٰ آثارِهما قَصَصاً ، فلمَّا انْتَهَيَا إلى الصخرَةِ إذَا رَجُلٌ مُسَجَّىً بِثَوبٍ ـ أو قال : تَسَجَّى بِثَوبِهِ ـ فَسَلَّمَ موسىٰ ، فقال الخَضِرُ : وأَنَّى بأرضِكَ السلامُ؟ فقال : أنا موسىٰ . فقال : موسىٰ بني إسرائيلَ؟ قال : نعم . قال : هلِ أتبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً . قال : إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً . يا موسىٰ إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلمِ اللهِ عَلَّمَنِيه لا تَعْلَمُهُ أنتَ ، وأَنتَ عَلَىٰ عِلمٍ عَلَّمَكَهُ لا أَعْلَمُهُ . قال : سَتَجِدُني إنْ شاءَ اللهُ صابِراً ولا أَعْصِي لكَ أمراً . فانْطَلَقا يَمْشِيانِ علىٰ ساحِلِ البَحْرِ ليسَ لَهُما سَفينةٌ ، فمرَّتْ بِهما سَفِينةٌ ، فكلَّموهُمْ أَنْ يَحمِلوهُما ، فَعُرِفَ الخَضِرُ فَحملُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ . فجاء عُصفورٌ فوَقَعَ علىٰ حَرْفِ السَّفِينةِ ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَينِ فِي البحرِ ، فقالَ الخَضِرُ : يا مُوسىٰ ، ما نَقَصَ عِلمي وعِلمُكَ مِنْ عِلمِ اللهِ إِلَّا كنَقْرةِ هٰذا العُصفورِ في البحرِ . فَعَمَدَ الخَضِرُ إلى لَوْحٍ مِنْ أَلْواحِ السَّفِينةِ فَنَزَعَهُ . فقالَ مُوسىٰ : قَوْمٌ حَملونا بِغَيرِ نَولٍ عَمَدْتَ إلى سَفِينتِهم فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا . قال : ألم أَقُلْ لكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً . قال : لا تُؤَاخِذْنِي بما نَسِيتُ . فكانَتِ الأُولىٰ مِنْ موسىٰ نِسياناً . فانْطَلَقَا ، فإِذَا غُلامٌ يَلْعَبُ معَ الغِلْمَانِ ، فأخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ مِنْ أَعْلاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيدِه . فقال موسىٰ : أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفْسٍ؟ قال : أَلَمْ أَقُلْ لكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَاً؟ (قال ابن عيينة : هذا أوكد) فانطلقا حتى إذا أَتيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فأَبَوَا أَنْ يُضيِّفوهمَا ، فوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ، قال الخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَه . فَقَالَ لَهُ موسىٰ : لوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْرَاً . قالَ : هٰذَا فِراقُ بَيني وبَيْنِكَ . قال النبيُّ ﷺ : يَرْحَمُ اللهُ موسىٰ ، لَوَدِدْنَا لو صَبَرَ حَتَّىٰ يُقَصَّ علينا مِنْ أَمرِهما» . [انظر الحديث : ٧٤ ، ٧٨].

১২২. হযরাত সা'ইদ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললাম ,নাওফ আল বাকালী দাবী করে , (কোরআন শরীফে হযরাত খিযীরের সহিত) যে (হযরাত) 'মুসা' র যিকির রয়েছে তিনি অন্য এক মুসা । (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে। উবাই ইবনে কা'আব রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন,হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম একদা বানী ইসরাইলের মধ্যে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। নাবী আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করা হল-লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী কে ? তিনি (আলাইহিস সালাম) বললেন-আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে (আলাইহিস সালাম) সতর্ক করে দিলেন । কেননা তিনি ইলমকে আল্লাহর দিকে সোদর্প করেন নি। অতঃপর আল্লাহর তাঁব(আলাইহিস সালাম) নিকট ওহী নাযীল করলেন ঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী । তিনি বললেন , হে আমার প্রতিপালক ! কীভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পাব ? তখন তাঁকে বলা হল,থলের মধ্যে একটি মাছ (ভাজা) নিয়ে যাও। অতঃপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাঁকে পাবে । অতঃপর তিনি (আলাইহিস সালাম) ইউশা ইবনু নুনকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা থলের মধ্যে একটি (ভাজা) মাছ নিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা একটি বড় পাথরের নিকট এসে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি থলে হতে বেরিয়ে এবং সুড়ঙ্গের মত পথ দিয়ে সমুদ্রে চলে গেল এবং এটি হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর শাগরিদের জন্য খুবিই আশ্চর্য জনক বিষয় ছিল।পূণরায় উভয়ে অবশিষ্ট রাত ও দিন পর্যন্ত চলতে লাগলেন। যখন সকাল হল তখন হযরাত মুসা আলাইহিস্সালাম স্বীয় শাগরিদকে বললেনঃ আমাদের নাস্তা নিয়ে এস। আমাদের উক্ত সফরে ক্লান্তি এসেছে। হযরাত মুসা আলাইহিস্ সালাম ততক্ষণ ক্লান্তিবোধ করেননি , যতক্ষণ তিনি ওই গন্তব্য স্থান অতিক্রম করেননি।

পূণরায় তাঁর(আলাইহিস্ সালাম) সাথী তাঁকে বললেন-আপনি কি লক্ষ্য করেননি,যখন আমরা চটানের মধ্যে ঠেস দিয়ে আরাম করছিলাম,তখন আমি মাছের কথা ভূলে গিয়েছিলাম। হযরাত মুসা আলাইহিস্সালাম ইরশাদ করলেন,আমরা তো সেই স্থানটির খোঁজই করছিলাম। অতঃপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের নিকট পৌঁছে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি চাদর জড়িয়ে ছিলেন কিংবা বললেন ঃ তিনি চাদর দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রেখেছিলেন। হযরাত মুসা আলাইহিস্সালাম তাঁকে সালাম করলেন। তখন হযরাত খাযীর আলাইহিস্ সালাম ইরশাদ করলেন - তোমার যমীনে সালামতি কোথায় ? সুতরাং তিনি বললেন ঃ আমি মুসা (আলাইহিস্সালাম) । হযরাত খাযীর আলাইহিস্ সালাম প্রশ্ন করলেন-বানী ইসরাইলের মুসা ? তিনি(আলাইহিস্সালাম) ইরশাদ করলেন-জি, 'হ্যাঁ'। তিনি (আলাইহিস্সালাম) বললেন ঃ আমি কি আপনার আনুগত্য করতে পারবো যে , আপনি আমাকে তা শিখিয়ে দেবেন যা নেক ইলম আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। হযরাত খাযীর আলাইহিস্ সালাম ইরশাদ করলেন ঃ আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবেন না,'হে মুসা (আলাইহিস্সালাম) আমার নিকট আল্লাহ রব্বুল আলামিন(প্রদত্ত) এর ইলমের ওই ইলম রয়েছে যা সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত নন। অনূরূপ আপনার কাছেও রব্বুল আলমিনের(প্রদত্ত) ঐ জ্ঞান রয়েছে যা আমি জ্ঞাত নই। হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করলেন , ''আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না। অতঃপর তাঁরা দু'জন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন , তাঁদের কোন নৌকা ছিল না ইতিমধ্যে তাঁদের নিকট দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সাথে তাদের তুলে নেয়ার কথা বললেন। তারা হযরতে খাযীর আলাইহিস সালাম কে চিনতে পারল। এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার একপ্রান্তে বসে একবার কি দু'বার সমুদ্রে তার ঠোঁট ডুবাল । হযরাত খাযীর আলাইহিস্ সালাম ইরশাদ

করলেন, 'হে মুসা (আলাইহিস সালাম)! আমার এবং তোমার জ্ঞান(সব মিলেও) আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়েও কম।' অতঃপর হযরাত খাযীব. আলাইহিস সালাম নৌকার তক্তাগুলির মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করলেন, এরা আমাদের বিনা ভাড়ায় আরোহন করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন? হযরাত খাযীর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করলেন,আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না?' হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করলেন, আমার ত্রুটির জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না। এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোর হবেন না।' বর্ণনা কারী বলেন,এটা মুসা আলাইহিস সালামের প্রথম বারের ভুল (আম্বিয়াদের শানের মোতাবিক) অতঃপর তাঁরা দু'জন নৌকা হতে নেমে চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্য বালকদের সহিত খেলা করছিল। হযরাত খাযীর আলাইহিস সালাম তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিন্ন করে ফেললেন। হযরাত মুসা আলাইহিস সালাম ইরশাদ করলেন,'আপনি একজন নিষ্পাপ কে কোন জানের বদল ব্যতিরেখে মেরে দিলেন।' হযরাত খাযীর আলাইহিস সালাম বললেন,আমি কি বলিনি যে,তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না ?হযরাত ইবনে ওয়াইনা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন,এর মধ্যে অধিক জোর ছিল। পূণরায় উভয়ে রওনা হলেন। যখন তারা এক গ্রামের অধি বাসীর নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইলেন কিন্তু তারা তাঁদের মেহমান দারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে তাঁরা ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম এমন একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। হযরাত খাযীর আলাইহিস সালাম তাঁর (পবিত্র) হাত দ্বারা সেটি দাঁড় করিয়ে দিলেন। হযরাত মুসা আলাইহিস্ সালাম বললেন,''আপনি ইচ্ছা করলে এরজন্য মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন, 'এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে বিদায়।' (সুরা কাহ্ফ ৭৭-৭৮)

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন,আল্লাহ মুসা

. (আলাইহিস সালাম) উপর রহম ফরমান । আমরা চাইছিলাম যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে তাঁদের মধ্যে অধিক ঘটনা আমাদের বর্ণনা করা হত। (বোখারী ৭৪,মুসলিম ৪৩/৪৬,হাদিস ২৩৮০,আহমাদ ২১১৬৭)

٤٥ ـ باب من سَأل وهو قائمٌ عالِماً جالِساً

١٢٣ ـ حدَّثنا عثمانُ قال: أخبرَنا جريرٌ عن منصورٍ عن أبي وائلٍ عن أَبي موسَىٰ قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ ، ما القِتالُ في سَبيلِ اللهِ ؟ فإنَّ أَحدَنا يقاتِلُ غضباً ويُقاتِلُ حَمِيَّةً. فرَفَعَ إليه رأسَهُ ـ قال: وما رَفَع إليهِ رأْسَهُ إلاَّ أنَّهُ كانَ قائماً ـ فقال: «مَنْ قاتَلَ لِتكُونَ كلمةُ اللهِ هيَ العُلْيَا فهوَ في سَبِيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ».

[الحديث ١٢٣ ـ أطرافه في: ٢٨١٠ ، ٣١٢٦ ، ٧٤٥٨].

৩/৪৫ অধ্যায় ঃ কারও জিজ্ঞাসা করা এ অবস্থায় যে আলিম উপবিষ্ট থাকেন।

১২৩. হযরাত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকচ এসে বলল ঃ ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ধরণ কিরূপ? কারণ আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রাগ বশত লড়াই করে আবার কেও কেও প্রতিশোধ পূর্বক (কথা ও বংশ মর্যাদারজন্য) লড়াই করে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মস্তক উত্তোলন করলেন। যে সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মস্তক উত্তোলন করলেন সে সময় প্রশ্নকারী দাঁড়িয়ে ছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ যে এ কারণে যুদ্ধ করে যে আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা উচ্চ হোক,সে আল্লাহ আজ্জা জাল্লার রাস্তায় যুদ্ধ করে।(বোখারী ২৮১০,৩১২৬,৭৪৫৮; মুসলিম ১৯০৪,সুনানে আবু দাউদ ২৫১৭,সুনানে নেসাই ৩১৩৬, সুনানে ইবনে মাযা ২৭৮৩,মুসনাদে আবু ওয়ানা ৫/৭৬-৭৭পৃ)

٤٦ ـ باب السُّؤالِ والفُتيا عندَ رَمِي الجِمَارِ

١٢٤ ـ حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال: حدَّثَنا عبدُ العزيزِ بنُ أَبي سَلَمَةَ عنِ الزُّهْرِيِّ عن عيسىٰ بنِ طَلحةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو قال: «رَأَيتُ النبيَّ ﷺ عندَ الجَمْرةِ وهوَ يُسْأَلُ ، فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ نَحرتُ قبلَ أَنْ أَرميَ. قال: ارْمِ ولا حَرَجَ. قال آخَرُ: يا رسولَ اللهِ حَلقتُ قبلَ أن أَنْحَرَ. قال: انحرْ ولا حَرَجَ. فما سُئِلَ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلاَّ قال: افعلْ ولاَ حَرَجَ». [انظر الحديث: ٨٣].

৩/৪৬ শয়তানকে কাঁকড় মারার সময় প্রশ্ন করা

১২৪. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দেখেছি জামরা নিকট এ অবস্থায় যে হুযুর আলাইহিস সালাম কে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি কঙ্কর মারার পূর্বেই আমি যবাহ করে নিয়েছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন- (কঙ্কর) নিক্ষেপ কর,কোন অসুবিধা নেই। অপর এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যবাহ করার পূর্বেই মাথার মুন্ডন করেছি ? রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি যবাহ কর কোন অসুবিধা নেই। রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে যে বিষয়ের আগে পিছে করার ব্যপারে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ফরমাচ্ছিলেন কোন অসুবিধা নেই। (বোখারী ৮৩)

٤٧ ـ باب قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]

١٢٥ ـ حدَّثَنا قيسُ بنُ حَفْصٍ قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ قال: حدَّثَنا الأعمشُ سُليمانُ عن إبراهيمَ عن عَلْقَمةَ عن عبدِ اللهِ قال: بَينا أَنا أَمْشي معَ النبيِّ ﷺ في خِرَبِ المدينةِ ـ وهُوَ يَتَوكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ معَهُ ـ فمرَّ بنَفَرٍ مِنَ اليَهودِ ، فقال بعضُهم لبعْضٍ: سَلُوه عنِ الرُّوحِ. وقال بعضُهم لا تَسْألوهُ ، لا يَجيءُ فيهِ بشيءٍ تكْرَهونَهُ. فقالَ بَعضُهم لَنسْأَلَنَّهُ ، فقامَ رجلٌ منهم فقال: يا أَبَا الْقَاسِمِ ، ما الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ. فقُلْتُ: إنَّهُ يُوحىٰ إليه ، فقمتُ. فلمَّا انْجَلَىٰ عنه فقال: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتُوا مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قال الأعمشُ: هٰكذَا في قِراءَتِنا. [الحديث ١٢٥ ـ أطرافه في: ٤٧٢١ ، ٧٢٩٧ ، ٧٤٥٦ ، ٧٤٦٢].

৩/৪৭ আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ ''তোমাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে খুবই স্বল্প।'' (সুরা আল ইসরা ঃ ৮৫)

১২৫. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহিত মাদিনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি যে লাঠিতে ঠেস লাগাতেন সেটি সঙ্গে ছিল। রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে বলতে লাগলো,'তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর!' তাদের মধ্যে আবার কেও বলল-'প্রশ্ন কর না।' কারণ তিনি এমন কোন উত্তর দেবেন না যাতে তোমরা অসন্তুষ্ট হও। অপর একজন বলল, আমি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)অবশ্যই প্রশ্ন করবো। পূণরায় তাদের মধ্যে একজন দন্ডায়মান হয়ে বলল,হে আবুল ক্বাসিম ! রূহ কী? রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ রইলেন, আমি (অন্তরে) বললাম, তাঁর প্রতি ওহীঅবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি তেলায়াত করলেন ঃ ''তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল,রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।'' (সুরাহ আল ইসরা ১৭/৮৫) হযরাত আ'মাশ বললেন আমাদের ক্বেরাতে ঐ রূপ পড়া হয়েছে। (বোখারী ৪৭২১,৭২৯৭,৭৪৫৬,৭৪৬২ ; মুসলিম৫০/৪) হাঃ২৭৯৪,আহমাদ ৩৬৮৮)

٤٨ ـ باب من تَرَكَ بعضَ الاخْتِيارِ مَخافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهمُ بعضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا في أشَدَّ منه

١٢٦ ـ حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسىٰ عن إسرائيلَ عن أبي إسحاق عنِ الأَسْوَدِ قال: قال لي ابنُ الزُّبيرِ: كانت عائشةُ تُسِرُّ إليكَ كثيراً ، فما حدَّثَتْكَ في الكعْبَةِ؟ قُلْتُ: قالتْ لي: قالَ النبيُّ ﷺ: «يا عائشةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُم ـ قال ابنُ الزُّبيرِ: بكفرٍ ـ لنَقَضتُ الكعبةَ فجعلتُ لها بابَينِ: بابٌ يدخُلُ النَّاسُ ، وبابٌ يَخْرُجُونَ». ففَعَلَهُ ابنُ الزُّبَيرِ.

[الحديث ١٢٦ ـ أطرافه في: ١٥٨٣ ، ١٥٨٤ ، ١٥٨٥ ، ١٥٨٦ ، ٣٣٦٨ ، ٤٤٨٤ ، ٧٢٤٣].

৩/৪৮ অধ্যায় ঃ যেকেও কিছু ইখতিয়ারী বিষয় এই আশঙ্কায় ছেড়েদিল যে,কিছু ব্যক্তির স্বল্প বোধগম্যের কারণে সেগুলির দ্বারা কোন বৃহৎ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাবে।

১২৬. হযরাত আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরতে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন,হযরাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আপনাকে অনেক গোপন হাদিস ইরশাদ করতেন। বলুন-কা'বা সম্পর্কে আপনাকে কী বলেছেন ? আমি বললাম,তিনি আমাকে ইরশাদ করেছেন ঃ আয়িশাহ ! তোমাদের কওম যদি (ইসলাম গ্রহণে)নতুন না হত,ইবনু যোবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কুফর যুগের নিকটবর্তী না হত; তাহলে আমি ক্বাবাকে শহীদ করে তার দুটি দরজা তৈরী করতাম-একটি দিয়ে লোকেরা প্রবেশ করত এবং অপরটি দিয়ে লোকেরা বের হত। পূণরায় হযরাত ইবনে যুবাইর ক্বাবাকে অনূরুপ বানিয়ে দেন। (বোখারী ১৫৮৩,১৫৮৪,১৫৮৫,১৫৮৬,৩৩৬৮,৪৪৮৪,৭২৪৩)

٤٩ ـ باب مَنْ خَصَّ بالعِلمِ قَوْماً دُونَ قومٍ كَراهِيَةَ أَنْ لا يَفْهموا

وقال عليٌّ: حَدِّثوا الناسَ بما يَعْرِفونَ ، أتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُهُ؟.

١٢٧ ـ حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ موسىٰ عَنْ مَعْروفِ بنِ خَرَّبُوذٍ عن أَبِي الطُّفَيلِ عن عليٍّ بذٰلِكَ.

৩/৪৯ অধ্যায় ঃ বুঝতে না পারার আশংকায় ইলম শিক্ষায় কোন এক গোত্র ছেড়ে অপর এক গোত্র বেছে নেওয়া ।

হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন ঃ লোকেদের নিকট এমন কথা বর্ণনা কর,যা তাদের বোধগম্য হয়। তোমরা কি পছন্দ কর যে,আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক।

১২৭. হযরাত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন।

١٢٨ ـ حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثَنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ قال: حدَّثني أبي عن قَتادَةَ قال: حدَّثَنَا أَنَسُ بنُ مالكٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ ـ ومُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَىٰ الرَّحْلِ ـ قال: يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ. قال: لَبَّيْكَ يا رسولَ اللهِ وسَعدَيكَ. قال: يا مُعاذُ. قال: لبَّيكَ يا رسولَ اللهِ وسَعدَيكَ (ثلاثاً). قال: ما مِنْ أَحَدٍ يَشهدُ أن لا إلٰهَ إلاَّ اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ صِدْقاً مِنْ قَلبِهِ إلاَّ حرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّار. قال: يا رسولَ اللهِ أَفَلاَ أُخبرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِروا؟ قال: إذاً يَتَّكِلوا. وأخبرَ بها مُعاذٌ عندَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً. [الحديث ١٢٨ ـ طرفه في: ١٢٩].

১২৮. হযরাত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পশ্চাত (মোবাবক)-এর দিকে একই সঙ্গে একই সাওয়ারীতে ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেনঃ হে মু'আয বিন যাবাল! তিনি আরয করলেন-লাব্বাইক ইয়া রাসুলাল্লাহ ও সা'দাইকা। ফরমালেন-হে মু'আয! তিনি আরয করলেন-লাব্বাইক ইয়া রাসুলাল্লাহ ও সা'দাইকা। তিনবার এরূপ হল। ইরশাদ করলেন ঃ কেও যদি লা-ইলাহা-ইললাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ-এর স্বাক্ষ্য দেয় এবং অন্তরে এর সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন। হযরাত মু'আয আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! অনুমতী দিলে লোকেদেরকে এর খবর সম্পর্কে জ্ঞাত করাব,লোকেরা খুশি হয়ে যাবে। ফরমালেন ঃপূণরায় তার উপর ভরসা করে ফেলবে। হযরাত মু'আয স্বীয় ওফাতের সময় ইলম গোপন করা গুণাহ হতে বাঁচার জন্য হাদিস বায়ান করে দেন। (বোখারী ১২৯ ;মুসলিম ১/১০ হাঃ ৩২)

١٢٩ ـ حدَّثنا مُسدَّدٌ قالَ: حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ أبي قال: سَمِعْتُ أنساً قال: ذُكِرَ لي أنَّ النبيَّ ﷺ قال لمعاذ: «مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً دَخَلَ الجنة». قال: ألا أُبَشِّرُ الناسَ؟ قال: «لا، إني أخاف أن يَتَّكِلوا». [انظر الحديث: ١٢٨].

১২৯. হযরাত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে ,যে নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাত মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইরশাদ করেছেন ঃ সে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহর সহিত কারও শির্ক না করে,সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরাত মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি কি লোকেদের সু-সংবাদ দেব না ? তিনি বললেন, না,আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপর ভরসা করে ফেলবে। (বোখারী ১২৮)

٥٠ ـ باب الحَياء في العِلْمِ

وقال مُجاهِد: لا يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحيٍ ولا مُسْتَكْبِرٌ. وقالت عائشةُ: نِعْمَ النساءُ نساءُ الأَنْصارِ، لمْ يَمْنَعهنَّ الحياءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

৩/৫০ অধ্যায় ঃ ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা ।

হযরাত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'লাজুক এবং অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

উম্মুল মু'মিনিন হযরাত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফরমিয়েছেন, আনসারীদের মহিলারা হল উত্তম যাদের দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে লজ্জা বাধা হয়ে দাঁড়াত না।

١٣٠ ـ حدَّثَنا محمدُ بنُ سلامٍ قال: أخبرنا أبو مُعاوِيةَ قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: «جاءتْ أُمُّ سُلَيم إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِ مِنَ الحقّ، فهلْ عَلَىٰ المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا احتَلَمَتْ؟ قال النبيُّ ﷺ: إذَا رأَتِ الماءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ ـ تَعْنِي وَجْهَهَا ـ وقالتْ: يا رسولَ لله، وَتَحتَلِمُ المرأةُ؟ قال: نعم، تَرِبَتْ يَمينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُها ؟». [الحديث ١٣٠ ـ أطرافه في: ٢٨٢، ٣٣٢٨، ٦٠٩١، ٦١٢١].

১৩০. উম্মুল মু'মিনিন হযরাত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফরমিয়েছেন যে উম্মে সুলাইম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার খিদমতে হাজির হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আজ্জা ও জাল্লা হক্ব বায়ান করতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ,যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তা শুনে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা লজ্জায় তাঁর মুখ ঢেকে নিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরও কি স্বপ্ন দোষ হয় ? হুযুর ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক ! (তা না হলে) তাদের সন্তান তাদের আকৃতি পায় কীভাবে? (বোখারী ২৮২,৩৩২৮,৬০৯১,৬১২১;মুসলিম ৩/৭ হাঃ ৩১৩)

١٣١ ـ حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثني مالكٌ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إِنَّ منَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُها وهيَ مَثَلُ المُسْلِمِ ، حَدِّثُوني ما هِيَ؟ فوقَعَ الناسُ في شَجَرِ البادِيةِ ، ووقعَ فِي نَفْسِي أَنَّها النَّخْلَةُ ، قال عبدُ اللهِ: فاسْتَحْيَيْتُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ أخبِرْنا بها. فقال رسولُ اللهِ ﷺ هيَ النَّخْلَةُ». قال عبدُ اللهِ: فحدَّثْتُ أَبي بما وقعَ في نَفْسي ، فقالَ: لأَنْ تكونَ قُلْتَها أحبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ يكونَ لي كذا وكذا.

[انظر الحديث: ٦١ ، ٦٢ ، ٧٢].

১৩১. হযরাত ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ গাছের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা হ'ল মুসলিমের দৃষ্টান্ত । তোমরা আমাকে বল তো সেটা কোন গাছ ? তখন লোকেদের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আর আমার মনে হতে লাগল যে সেটি খেজুর গাছ । হযরাত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম । সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনিই আমাদের তা বলে দেন।' রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, ''তা হল খেজুর গাছ ।'' হযরাত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন,তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম। তিনি বললেন,তুমি তখন তা বলে দিলে তা আমার নিকট এত এত জিনিস লাভ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হতো।' (বোখারী ৬১)

٥١ ـ باب مَن اسْتَحْيا فأَمَرَ غيرَهُ بالسُّؤَال

١٣٢ ـ حدَّثنا مسَدَّدٌ قال: حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ داودَ عنِ الأَعْمَشِ عن مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عن محمدِ ابنِ الحَنَفِيَّةِ عن عليٍّ قال: كنتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فأَمَرْتُ المِقْدادَ أَنْ يَسألَ النبيَّ ﷺ ، فسَأَلَهُ فقال: فيه الوُضوءُ. [الحديث ١٣٢ ـ طرفاه في: ١٧٨ ، ٢٦٩].

৩/৫১ অধ্যায় ঃ লজ্জা বোধ করে অপরকে দিয়ে প্রশ্ন করানোঃ

১৩২. হযরাত আলি ইবনে আবি ত্বালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনিবলেন,আমার অধিক পরিমাণে 'মযী' আসত। আমি হযরাত মিক্বদার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হুকুম দিলাম যে,সে নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করতে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেনঃ এতে (শুধু)ওযু করতে হবে। (বোখারী ১৭৮,২৬৯ মুসলিম শরীফ ৩/৪ হাঃ ৩০৩ ; আহমাদ ৬০৬ ,১০০৯,১০৩৫)

٥٢ ـ باب ذِكرِ العِلْمِ والفُتيا في المسْجد

١٣٣ ـ حدَّثني قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ قال: حدَّثَنَا الليثُ بنُ سَعدٍ قال: حدَّثَنَا نافِعٌ مولىٰ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قامَ في المَسجِدِ فقال: يا رسولَ اللهِ ، مِنْ أينَ تأمُرُنا أَنْ نُهِلَّ ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «يُهِلُّ أهلُ المدينةِ مِنْ ذي الحُليفةِ ، ويُهلُّ أهلُ الشامِ مِنَ الجُحْفَةِ ، ويُهلُّ أَهْلُ نَجدٍ من قَرنٍ» ، وقال ابن عمر: ويزعُمونَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «ويُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنَ يَلَمْلَمَ». وكان ابنُ عُمَرَ يَقولُ: لم أَفْقَهْ هٰذِهِ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ. [الحديث ١٣٣ ـ أطرافه في: ١٥٢٢ ، ١٥٢٥ ، ١٥٢٧ ، ١٥٢٨ ، ٧٣٤٤].

৩/৫২ অধ্যায় ঃ মাসজিদে ইলম ও ফাতওয়া আলোচনা করা।

১৩৩. হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । এক ব্যক্তি মাসজিদে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি আমাদের কোন স্থান হতে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন ? রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ মাদিনা বাসী ইহরাম বাঁধবে যুল হুলাইফা হতে, সিরিয়াবাসী ইহরাম বাঁধবে জুহফা হতে এবং নাজদবাসী ইহরাম বাধঁবে করন হতে । ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাহাবীগণ এটাও ধারণা করেন যে, রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন যে, আহলে ইয়ামন ইয়ালামলাম হতে ইহরাম বাঁধবে। হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন যে, আমি রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এটা বুঝিনি। (বোখারী ১৫২২,১৫২৫, ১৫২৭,১৫২৮,৭৩৪৪;মুসলিম ১১৮১)

٥٣ ـ باب مَنْ أَجابَ السائلَ بأكثرَ مِمَّا سَأَلَهُ

١٣٤ ـ حدَّثنا آدَمُ قال: حدَّثَنَا ابنُ أبي ذِئْبٍ عنْ نافعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ عنِ النبيِّ ﷺ. وعن الزُّهْرِيِّ عن سالمٍ عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النبيِّ ﷺ ، أَنَ رَجُلاً سَأَلَهُ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقال: «لا يَلْبَسُ القَميصَ ولا العِمامَةَ ولا السَّراويلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْباً مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرانُ ، فإِنْ لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ ، ولْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكونا تحتَ الكَعْبَيْنِ». [الحديث ١٣٤ ـ أطرافه في: ٣٦٦ ، ١٥٤٢ ، ١٨٣٨ ، ١٨٤٢ ، ٥٧٩٤ ، ٥٨٠٣ ، ٥٨٠٥ ، ٥٨٠٦ ، ٥٨٤٧ ، ٥٨٥٢].

৩/৫৩ অধ্যায় ঃ যিনি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের তুলনায় অধিক উত্তর দিয়েছেন।

১৩৪. হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলেন, মুহরিম কি পরিধান করবে? রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ জামা পরিধান করবে না

না,পাজামাও না ,টুপিও না । না এমন কাপড় পরিধান করবে যা কুসুম বা যাফরান দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে। যদি তার জুতা না থাকে তাহলে মোজা পরিধাণ করবে,তবে এমন ভাবে কেটে ফেলতে হবে যেন মোজা দু'টি পায়ের গিরার নিচে থাকে (এর অর্থ হল খুশবু যুক্ত ঘাস) (বোখারী ৩৬৬,১৫৪২, ১৮৩৮,১৮৪২,৫৭৯৪,৫৮০৩,৫৮০৫,৫৮০৬,৫৮৪৭,৫৮৫২)

❋ ❋ ❋

বিঃ দ্র ঃ - এর মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অনুবাদ করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই সহীহ বুখারী সহীহ অনুবাদ ১ম খন্ড প্রকাশ করা হবে। ইনশা আল্লাহ।

দোয়া

ইয়া ইলাহী হার জাগাহ তেরী আতা কা সাথ হো,
জাব পড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কুশা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী ভুল জাওয়ো নাযয়া কী তাকলিফ কো ,
শাদিয়ে দীদারে হুসনে মুস্তাফা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী গোর তেরা জাব কী আয়ে শাখত রাত,
উন কী পিয়ারে মুহ কী সুবহ জা ফিযা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব পড়ে মাহশার মে শোরে দার গীর,
আমান দেনে ওয়ালে পিয়ারে পেশওয়া কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী যাব যোবানে বাহার আয়ে পিয়াসসে,
সাহেবে কাওসার শাহে জোদ ও আতা কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী গারমীয়ে মাহশার সে যাব ভড়কে বাদান,
দামানে মাহবুব কী ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী নামায়ে আমাল জাব খুলনে লাগে,
আয়বে পোশ খালকে সাত্তার কে সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যাব চলো তারিখে রাহে পুল সিরাত,
আফতাবে হাশমী নুরুল হুদা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যো দুয়ায়ে নেক ম্যায় তুঝসে কারু,
কুদসিও কে লাব সে আমীন রব্বানা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যাব লে চালে দাফন করনে কবর মে,
গাওসে আযাম পেশ ওয়ায়ে আওলিয়া কা সাথ হো।

লেখকের কলমে

১.থাতিমুল মুহাক্কীকিন ।
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ ।
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ ।
৪.জানে ঈমান তরজমা ।
৫.মিলাদুন্নাবী ।
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা ।
৭.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান ।
৮.সুন্নী বাণী বা তোহফায়ে কুরবানী ।
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আহ্লি দায়ে আহলে সুন্নাত ।
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা ।
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত) ।
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা ।
১৪. নুরী নামায শিক্ষা ।
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ।
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয় ।
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী ।
১৮.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে ।
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান ।
২০. যুবুর তাজুশশরীয়া ।
২১. সহীহ বুখারীর সহীহ অনুবাদ
২২. মহরমে বৈধ অবৈধ
২৩. সাওতুল হক্ব ।
২৪. সুন্নী হজ্ব ও উমরা গাইড
২৫. যুবুর মুফতী-এ-আযাম
২৬.রোগ কি সংক্রামক ?
২৭. জুম্মার খুটিনাটি মাসায়েল
২৮. ওহাবী পরিচিতি
২৯. সুন্নী বাহার বা নাত সমাহার
৩০. মহিলাদের নামায ও মাসায়েল শিক্ষা